যাদুত্ তালেবীন

আরবি-বাংলা

অনুবাদক

মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেমী

ফায়েলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

এম. এম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম. এম.
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১০৫.০০ টাকা মাত্র

বর্ণ বিন্যাস
আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম

হাম্‌দ ও সালাতের পর হাদীসের বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হতে মাওলানা আশেক এলাহী আল-বরনী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ 'যাদুত্ তালেবীন'-এর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছি না। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় মাদ্‌রাসায় এটি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারগীব ও তারহীব ভিত্তিক উপদেশমূলক হাদীস এনে লেখকের মূলত নাহু, সরফ ও তারকীবের অনুশীলন করানো উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য সরাসরি অর্থ ও ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য বিধায় সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এটার বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, শব্দ-বিশ্লেষণ ও সংক্ষিপ্তাকারে তারকীব দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় কিতাব সম্ভবত এটাই প্রথম। আশা করি আসাতিযা ও ছাত্রদের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ পাক অধমের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

পরিশেষে এ কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষত মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেব এম. এম (স্বত্বাধিকারী, ইসলামিয়া কুতুবখানা– ঢাকা) যাঁর বিশেষ অনুপ্রেরণায় ও সুপরামর্শে আমাকে সাহস যুগিয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের প্রদান করুন। কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে দিতে জোর প্রচেষ্টা চালানো হবে ইনশাআল্লাহ!

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ شَرَّفَنَا عَلٰى سَائِرِ الْأُمَمِ بِرِسَالَةِ مَنِ اخْتَصَّهُ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرِ الْحِكَمِ ـ

অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই; যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সমস্ত উম্মতের ও পর, এমন ব্যক্তির রিসালাতের দ্বারা যাকে নির্বাচন করা হয়েছে সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর কথার পাণ্ডিত্য ও হিকমতের দুর্লভ মতি দিয়ে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ ঃ এটি سمع বাব مصدر صحيح জিনসে (ح ـ م ـ د) মাদ্দাহ حَمْدًا ، مَحْمِدَةً-ও মাসদার আসে। অর্থ- প্রশংসা করা, প্রশংসা। 'হামদ' বলা হয়- هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ('হামদ' এমন মৌখিক প্রশংসা যা ইখতিয়ারী বিশেষণের ওপর হয়ে থাকে, তা নিয়ামত হোক কিংবা অন্যকিছু) এবং مَدْح বলা হয়- هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقًا (একমাত্র মৌখিক প্রশংসা) (এতে 'হামদ'-এর মতো অন্যান্য শর্তসমূহ লক্ষ্য করা হয় না। উদাহরণত তুমি বলতে পার حَمِدْتُ زَيْدًا عَلٰى عِلْمِهٖ وَكَرَمِهٖ কিন্তু এমন বলতে পারবে না حَمِدْتُهٗ عَلٰى حُسْنِهٖ বরং বলতে হবে مَدَحْتُهٗ কুরআনে আছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

شَرَّفَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَشْرِيْفًا মাদ্দাহ (ش ـ ر ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ- শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা। شَرَّفَنَا - আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

سَائِرُ ঃ এটি একবচন, বাব سمع মাসদার سَأْرًا মাদ্দাহ (س ـ أ ـ ر) জিনসে مهموز عين অর্থ- অবশিষ্ট, সমগ্র।

اَلْأُمَمُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে أُمَّةٌ অর্থ- জমাত, সম্প্রদায়। কুরআনে আছে- لَيَكُوْنُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ

رِسَالَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رَسَائِلُ ، رِسَالَاتٌ অর্থ- পয়গাম, চিঠি। কুরআনে আছে- وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

اِخْتَصَّ ঃ বাব افتعال মাসদার اِخْتِصَاصًا মাদ্দাহ (خ ـ ص ـ ص) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ- তিনি বিশেষিত করেছেন। কুরআনে আছে- وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

بَيْنَ ঃ এটি কখনো ظرف-এর অর্থে আসে, আবার কখনো اسم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থ- মধ্যে, মাধ্যমে। কুরআনে আছে- وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا

اَلْأَنَامُ ঃ মদ এবং কসরের সাথে, অর্থ- সৃষ্টি। কুরআনে আছে- وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

جَوَامِعُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে جَامِعٌ অর্থ- সমন্বয়কারী, পরিপূরক। اَلْكَلَامُ الْجَامِعُ - যে বাক্যের শব্দ কম অর্থ বেশি। কুরআনে আছে- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ

اَلْكَلِمُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে كَلِمَةٌ অর্থ- শব্দ, কথা। কুরআনে আছে- كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

جَوَاهِرُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে جَوْهَرٌ অর্থ- দামি পাথর; যার থেকে বের করা হয় মূল্যবান বস্তু। جوهرى অর্থ- মানিক্য বিষয়ক।

اَلْحِكَمُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে حِكْمَةٌ "ح" তে যের বিশিষ্ট। অর্থ- বিজ্ঞতা, নিপুণতা। কুরআনে আছে- اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

তারকীব ঃ الله - اَلَّذِىْ شَرَّفَنَا আর صفت এর; مَنِ اخْتَصَّ الخ - موصوله صله মিলে رسالة-এর مضاف اليه এবং جَوَامِعُ الْكَلِمِ টা اضافة الصفة الى الموصوف, مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ এবং بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ - اِخْتَصَّ-এর সাথে متعلق।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ مَانَطَقَ اللِّسَانُ بِمَدْحِهٖ وَنَسَخَ اَلْقَلَمُ -

অনুবাদ ঃ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ওপর, যতদিন জিহ্বা তাঁর প্রশংসা করে যাবে এবং কলম লেখে যাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

صَلّٰى ঃ বাব تفعيل মাসদার تَصْلِيَةً মাদ্দাহ (ص ـ ل ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– নামাজ পড়া, (عليه) দরুদ পাঠ করা। – (الله عليه) রহমত বর্ষণ করা। কুরআনে আছে– فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلّٰى

اَللّٰهُ ঃ এটি বিশুদ্ধ মতানুসারে অবিনশ্বর সত্তা-এর নাম বিশেষ।

اٰلٌ ঃ অর্থ– আওলাদ, বেটা-পোতা, বংশ। সম্ভ্রান্ত বংশের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার হয়– যেমন– اٰلِ اِبْرَاهِيْم، اٰلِ رَسُوْل। কেউ কেউ বলেছেন, ال মূলত اهل ছিল। কারণ তার تصغير আসে اُهَيْلٌ। ها টি همزه দ্বারা পরিবর্তন হয়েছে। কুরআনে আছে– اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

تَعَالٰى ঃ বাব تفاعل মাসদার تعاليا মাদ্দাহ (ع ـ ل ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– তিনি উচ্চ মর্যাদাসীন। কুরআনে আছে– فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

صَحْبٌ ঃ صِحَابٌ ، اَصْحَابٌ ، صَحَابَةٌ ، صِحَابَةٌ এটি বহুবচন, একবচনে صَاحِبٌ অর্থ– সাথী, সঙ্গী। اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ - যাঁরা নবী করীম ﷺ-কে ঈমানবস্থায় দেখেছেন বা নবী ﷺ তাঁদেরকে দেখেছেন এবং ঈমানবস্থায় তাঁদের ইন্তেকাল হয়েছে। কুরআনে আছে– اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ

بَارَكَ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُبَارَكًا মাদ্দাহ (ب ـ ر ـ ك) জিনসে صحيح অর্থ– সে বরকতের দোয়া করল, সন্তুষ্ট হলো – عَلَيْكَ ، فِيْكَ ، لَكَ বরকতের দোয়া করা। بارك - বরকত অবতীর্ণ হোক। কুরআনে আছে– وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا

سَلَّمَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَسْلِيْمًا মাদ্দাহ (س ـ ل ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– (عليه) سَلَامٌ عَلَيْكَ বলা, শান্তি বর্ষিত হওয়া, নিরাপদ থাকা। سلم শান্তি বর্ষিত হোক। কুরআনে আছে– وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ

نَطَقَ ঃ বাব ضرب মাসদার نُطْقًا ، مَنْطِقًا ، نُطُوْقًا মাদ্দাহ (ن ـ ط ـ ق) জিনসে صحيح অর্থ– সে বলল يَنْطِقُ - সে বলে। কুরআনে আছে– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

اَللِّسَانُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَلْسِنَةٌ ، اَلْسُنٌ ، لُسُنٌ ، لِسَانَاتٌ অর্থ– জিহ্বা, ভাষা। কুরআনে আছে– هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

مَدْحٌ ঃ এটি مصدر বাব فتح অর্থ– প্রশংসা করা।

نَسَخَ ঃ বাব فتح মাসদার نَسْخًا জিনসে صحيح অর্থ– বিদুরিত করল, মিটিয়ে দিল। (الكتاب)স্থানান্তর করা, (লেখা)। কুরআনে আছে– فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ

اَلْقَلَمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أقلام অর্থ– কলম। কুরআনে আছে– اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

তারকীব ঃ صَلَّى اللّٰهُ الخ - جمله دعائيه ، تَعَالٰى - جمله فعليه হয়ে اَللّٰهُ থেকে حال -

اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا كِتَابٌ وَجِيْزٌ مُنْتَخَبٌ مِنْ كَلَامِ الشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ ـ

অনুবাদ ঃ হামদ্ ও সালাতের পর এটি সংক্ষিপ্ত একটি কিতাব নির্বাচন করা হয়েছে যাকে সম্মানিত ও সুপারিশকারী রাসূল ﷺ-এর বাণী থেকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَمَّا ঃ এটি حَرْف শর্ত এবং তাকীদের জন্য আসে, যেমন কুরআনে আছে– اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ - আবার কখনো তাফসীর ও ব্যাখ্যা বুঝানোর জন্য আসে। যেমন– فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

وَهٰذَا كِتَابٌ ঃ এটি مصدر ، مَكْتُوْبٌ-এর অর্থে। লিখিত বস্তু। বহুবচনে كُتُبٌ ، كُتْبٌ আসে। কুরআনে আছে– كِتَابٌ مُصَدِّقٌ

وَجِيْزٌ ঃ এটি فعيل -এর ওজনে। অর্থ– সংক্ষিপ্ত।

مُنْتَخَبٌ ঃ বাব افتعال মাসদার اِنْتِخَابًا মাদ্দাহ (ن ـ خ ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– নির্বাচিত।

كَلَامٌ ঃ অর্থ– বাক্য। কুরআনে আছে– يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ

اَلشَّفِيْعُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে شُفَعَاءُ অর্থ– সুপারিশকারী। কুরআনে আছে– مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

اَلْعَزِيْزُ ঃ এটি আল্লাহর اسماء حسنى -এর মধ্য থেকে একটি। একবচন, বহুবচনে اَعِزَّاءُ ، اَعِزَّةٌ অর্থ– পরাক্রমশালী, সম্মানিত। কুরআনে আছে– اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

তারকীব ঃ اَمَّا بَعْدُ - মূলত ইবারত এভাবে ছিল مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ - مهما হলো اسم شرط হলো يكن হলো فعل ناقص আর شيء -এর اسم ، بَعْدَ الْحَمْدِ الخ - شبه فعل - মাহযূফের সাথে মিলে خبر - شرط টি جمله সম্পূর্ণ শর্ত ، فَهٰذَا الخ -এর جواب শর্ত । مُنْتَخَبٌ - وَجِيْزٌ - كِتَابٌ -এর দু' صفت আর اَلشَّفِيْعِ الْعَزِيْزِ টা كلام -এর مضاف اليه -

اِقْتَبَسْتُهٗ مِنَ الْكِتَابِ اللَّامِعِ الصَّبِيْحِ الْمَعْرُوْفِ لِمِشْكٰوةِ الْمَصَابِيْحِ وَسَمَّيْتُهٗ زَادَ الطَّالِبِيْنَ مِنْ كَلَامِ رَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

---

অনুবাদ ঃ আমি কুড়িয়ে নিয়েছি এটি দীপ্যমান, আলোকময় প্রসিদ্ধ কিতাব মিশকাতুল মাসাবীহ হতে এবং নাম রেখেছি এটার "যাদুত্ তালেবীন মিন্ কালামে রাসূলে রাব্বিল 'আলামীন।" (রাসূলের বাণী হতে অন্বেষণকারীদের জন্য পাথেয়।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِقْتَبَسْتُ ঃ বাব افتعال মাসদার اِقْتِبَاسًا মাদ্দাহ (ق ـ ب ـ س) জিনসে صحيح অর্থ– আমি চয়ন করেছি। কুরআনে আছে– اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ

اَللَّامِعُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে لُمَّعٌ অর্থ– আলোকিত।

اَلصَّبِيْحُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে صِبَاحٌ অর্থ– সুন্দর, প্রজ্বলিত।

اَلْمَعْرُوْفُ ঃ অর্থ– প্রসিদ্ধ, উত্তমবস্তু, অনুগ্রহ। কুরআনে আছে– فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ

مِشْكٰوةٌ ঃ এটি اسم اله অর্থ– প্রদীপ রাখার পাত্র, তাক। কুরআনে আছে– كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

اَلْمَصَابِيْحُ ঃ এটি اسم اله বহুবচন, একবচনে مِصْبَاحٌ অর্থ– প্রদীপ, দিয়া। কুরআনে আছে– وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

سَمَّيْتُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَسْمِيَةً মাদ্দাহ (س ـ م ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– আমি নামকরণ করেছি। কুরআনে আছে– سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ

زَادٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَزْوِدَةٌ ، أَزْوَادٌ অর্থ– পাথেয়, পথ খরচ। কুরআনে আছে– وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

اَلطَّالِبِيْنَ ঃ এটি جمع سالم একবচনে طَالِبٌ ، جمع تكسير-এ আসে اَلطَّلَبَةُ ، اَلطُّلَّابُ ، اَلطَّلَبُ। অর্থ– অন্বেষণকারী, ছাত্র। কুরআনে আছে– ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

رَسُوْلٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رُسُلٌ ، رُسْلٌ ، رُسَلَاءُ অর্থ– প্রেরিত, বার্তাবাহক, পয়গম্বর, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব এবং শরিয়ত দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আছে– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

رَبٌّ ঃ এটি اسماء حسنى থেকে ব্যবহৃত। একবচন, বহুবচনে أَرْبَابٌ - رُبُوْبٌ অর্থ– প্রতিপালক, নেতা, মালিক। কুরআনে আছে– رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ

اَلْعٰلَمِيْنَ ঃ لام তে যবর, এটি বহুবচন, একবচনে عالم অর্থ– সৃষ্টিজীব, বিশ্বজগৎ। কুরআনে আছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তারকীব ঃ اِقْتَبَسْتُ الخ জমলه পূর্ণ টি جمله। اَلْكِتَابِ-এর صفت তিনটি اَللَّامِعِ الصَّبِيْحِ الْمَعْرُوْفِ بِمِشْكٰوةِ الخ শبه - مِنْ كَلَامِ الخ আর مفعول-এর দ্বিতীয় سَمَّيْتُ - زَادَ الطَّالِبِيْنَ - جمله مستانفه কিংবা صفت এর- كتاب - حال কিংবা صفت এর- زَادَ الطَّالِبِيْنَ-এর সাথে মিলে محذوف- فعل

أَلْفَاظُهٗ قَصِيْرَةٌ وَمَعَانِيْهِ كَثِيْرَةٌ يَتَنَضَّرُ بِهٖ مَنْ قَرَأَهٗ وَحَفِظَهٗ وَيَبْتَهِجُ بِهٖ مَنْ عَلِمَهٗ وَ دَرَسَهٗ وَ رَتَّبْتُهٗ عَلَى الْبَابَيْنِ .

অনুবাদ ঃ এ কিতাবটির শব্দ হলো সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ হলো ব্যাপক। সজীব হবে যে এটাকে পড়ে এবং মুখস্থ করে এবং আনন্দ পাবে যে শিখবে এবং শিক্ষা দেবে। তাকে বিন্যাস করেছি দু'টি অধ্যায়ে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَلْفَاظٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে لَفْظٌ অর্থ– শব্দসমূহ। মানুষের মুখ থেকে যা বাহির হয়। কুরআনে আছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

قَصِيْرَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে قِصَارٌ ، قَصِيْرَاتٌ ، قَصَائِرُ এটা طَوِيْلَةٌ-এর বিপরীত। অর্থ– ছোট, খাটো। কুরআনে আছে– فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ

مَعَانِيُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مَعْنًى বহছ اسم مفعول এটা مَرْمًى-এর ওজনে। বাব ضرب মাসদার عِنَايَةً ، عَنْيًا মাদ্দাহ (ع ـ ن ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– অর্থসমূহ, উদ্দেশ্যসমূহ। এটি اسم ظرف ও হতে পারে।

كَثِيْرَةٌ ঃ অর্থ– অনেক, অধিক, বেশি। কুরআনে আছে– لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ

يَتَنَضَّرُ ঃ বাব تفعل মাসদার تَنَضُّرًا মাদ্দাহ (ن ـ ض ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সজীব, তরতাজা হয়। কুরআনে আছে– وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا

قَرَأَ ঃ বাব نصر ، فتح মাসদার قَرْءٌ ، قِرَاءَةٌ মাদ্দাহ (ق ـ ر ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– সে পড়ল। কুরআনে আছে– فَقَرَأَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

حَفِظَ ঃ বাব سمع মাসদার حَفْظًا মাদ্দাহ (ح ـ ف ـ ظ) জিনসে صحيح অর্থ– সে মুখস্থ করল, স্মরণ রাখল। কুরআনে আছে– حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَهُ اللّٰهُ

يَبْتَهِجُ ঃ বাব افتعال মাসদার ابتهاجا মাদ্দাহ (ب ـ ه ـ ج) জিনসে صحيح অর্থ– সে খুশি হয়, আনন্দিত হয়। কুরআনে আছে– وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ

دَرَسَ ঃ বাব نصر মাসদার دُرُوْسًا মাদ্দাহ (د ـ ر ـ س) জিনসে صحيح অর্থ– সে পড়ল। কুরআনের আছে– وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهَا

رَتَّبْتُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَرْتِيْبًا মাদ্দাহ (ر ـ ت ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– আমি সাজিয়েছি।

أَلْبَابَيْنِ ঃ এটি দ্বিচন, একবচনে باب বহুবচনে ابواب অর্থ– দরজা, অধ্যায়। কুরআনে আছে– وَاسْتَبَقَا الْبَابَ

তারকীব ঃ مَنْ قَرَأَهٗ الخ টা يَتَنَضَّرُ-এর فاعل ، مَنْ عَمِلَهٗ টা يَبْتَهِجُ - فعل-এর فاعل

يَعُمُّ نَفْعُهُمَا فِى الدَّارَيْنِ ، وَاللّٰهَ أَسْأَلُ اَنْ يَّجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسَبَبًا لِدُخُوْلِ دَارِ النَّعِيْمِ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَاِنَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

অনুবাদ ঃ এটার ফায়েদা হবে উভয় জগতে ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন যেন তা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিকল্পে গ্রহণ করে নেন। এবং দারুন নাঈম (বেহেশ্‌তে) প্রবেশে যেন মাধ্যম হয়। কেননা তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি মহান।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَعُمُّ ঃ বাব نصر মাসদার عُمُوْمًا মাদ্দাহ (ع - م - م) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– ব্যাপক হবে।

نَفْعٌ ঃ এটি مصدر বাব فتح অর্থ– উপকার, ফায়িদা। কুরআনে আছে– أَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

اَلدَّارَيْنِ ঃ এটি দ্বিবচন, একবচনে دَارٌ বহুবচন دُوْرٌ ، دِيَارٌ অর্থ– স্থান, ঘর। دَارَيْنِ – উভয় জগৎ। কুরআনে আছে– أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

اَسْأَلُ ঃ বাব فتح মাসদার سُؤَالًا ، مَسْئَلَةً মাদ্দাহ (س - أ - ل) জিনসে مهموز عين অর্থ– আমি আবেদন করছি। কুরআনে আছে– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

يَجْعَلُ ঃ বাব فتح মাসদার جَعْلًا জিনসে صحيح অর্থ– তিনি করেন।

خَالِصًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে خُلَّصٌ অর্থ– খাঁটি, একমাত্র। কুরআনে আছে– لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا

وَجْهٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَوْجُهٌ ، وُجُوْهٌ ، أُجُوْهٌ অর্থ– চেহারা, মুখমণ্ডল, প্রান্ত, সন্তুষ্টি, নিয়ত। কুরআনে আছে– إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ

اَلْكَرِيْمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে كِرَامٌ ، كُرَمَاءُ অর্থ– সম্মানিত, উত্তম, শ্রেষ্ঠ। কুরআনে আছে– رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

سَبَبًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَسْبَابٌ অর্থ– পথ, মাধ্যম, কারণ। কুরআনে আছে– وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سَبَبًا

اَلنَّعِيْمُ ঃ অর্থ– পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট, অধিক নিয়ামত। دَارُ النَّعِيْمِ - বেহেশত। কুরআনে আছে– لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ

وَاسِعٌ ঃ বাব كرم - فتح - سمع মাসদার وَسْعًا ، سَعَةً ، سَاعَةً মাদ্দাহ (و - س - ع) জিনসে مثال واوى অর্থ– প্রশস্ত অনেক। কুরআনে আছে– اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

اَلْمَغْفِرَةُ ঃ غُفْرًا ، غُفْرَانًا এটি مصدر বাব ضرب অর্থ– ক্ষমা করা। কুরআনে আছে– وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ

اَلْفَضْلُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে فُضُوْلٌ অর্থ– অনুগ্রহ, অবশিষ্ট, দান। কুরআনে আছে– اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ

اَلْعَظِيْمُ ঃ এটি صيغه صفت একবচন, বহুবচনে عُظَمَاءُ ، عِظَامٌ ، عِظَمٌ অর্থ– মহান, বড়। কুরআনে আছে– ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

তারকীব ঃ اَللّٰهَ টা اَسْأَلُ -এর مفعول اول মুকাদ্দম, اَنْ يَّجْعَلَهُ এর ه হলো مفعول اول আর خَالِصًا হলো يَجْعَلَ -এর مفعول ثانى আর لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ হলো خَالِصًا -এর সাথে متعلق আর سَبَبًا হলো خَالِصًا -এর ওপর عطف -

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ

প্রথম অধ্যায়

فِيْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَنَابِعِ الْحِكَمِ وَالْمَوَاعِظِ الْحَسَنَةِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ إِلَى اللّٰهِ ورَسُوْلِهٖ ـ

পাণ্ডিত্বপূর্ণ বাক্য, প্রজ্ঞার ঝরনাধারা ও উত্তম উপদেশাবলি

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় সমস্ত কাজকর্ম নিয়ত (সংকল্প) অনুযায়ীই হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (উদ্দেশ্যে) দিকে হবে, ফলে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই (পরিগণিত) হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَالَ ঃ বাব نصر মাসদার قَوْلًا অর্থ- বলেছেন। কুরআনে আছে- وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ

اَلنَّبِيُّ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে نَبِيُّوْنَ ، اَنْبِيَاءُ অর্থ- আল্লাহর পক্ষ হতে দূত, বার্তাবাহক, অদৃশ্যের সংবাদদাতা। কুরআনে আছে- يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ

إِنَّمَا ঃ এটি حرف مشبه بالفعل এবং ماكافه দ্বারা গঠিত। অর্থ- নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়। কুরআনে আছে- إِنَّمَا أَمْرُهٗ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

اَلْاَعْمَالُ ঃ جمع تكسير একবচনে عَمَلٌ অর্থ- কর্মসমূহ। কুরআনে আছে- لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

اَلنِّيَّاتُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে نِيَّةٌ অর্থ- নিয়তসমূহ, উদ্দেশ্য, সংকল্প।

كَانَتْ ঃ বাব نصر মাসদার كَوْنًا - كِيَانًا মাদ্দাহ (ك - و - ن) জিনসে اجوف واوى ، (فعل ناقص) অর্থ- হয়। কুরআনে আছে- كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيْرًا

هِجْرَةٌ ঃ এটি مصدر বাব نصر জিনসে صحيح অর্থ- সম্পর্ক ছিন্ন করা, ত্যাগ করা, (দেশত্যাগ) কুরআনে আছে- وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

তারকীব ঃ اَلْأَعْمَالُ মুবতাদা بِالنِّيَّاتِ খবর। لإمرء - حاصل মাহযুফের সাথে মিলে خبر مقدم। صله موصول - مَانَوٰى মিলে مبتدا مؤخر। هِجْرَتُهٗ - كَانَتْ -এর ফায়েল إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ - متعلق।

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ আর যার হিজরত দুনিয়া লাভে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সেই দিকেই (গণ্য) হবে, যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دُنْيَا ঃ এটি اسم تفضيل বহুবচনে دُنًى ,دُنُوٌّ হতে নির্গত। অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া. কেননা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া অতি নিকটবর্তী কিংবা دَنَاءَةٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ- নিকৃষ্ট। যেহেতু দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। কুরআনে আছে- وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

يُصِيْبُ ঃ বাব افعال মাসদার اِصَابَةٌ মাদ্দাহ (ص - و - ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ- সে পায় বা পৌঁছে। কুরআনে আছে- أَوْ يُصِيْبُهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

اِمْرَأَةٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে نِسَاءٌ অর্থ- মহিলা, নারী। পুংলিঙ্গে اِمْرَءٌ বহুবচনে رِجَالٌ কুরআনে এসেছে- وَاِنِ امْرَءَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

يَتَزَوَّجُ ঃ বাব تفعل মাসদার تَزَوُّجًا মাদ্দাহ (ز - و - ج) অর্থ- সে তাকে বিবাহ করবে। কুরআনের বাণী- وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

তারকীব ঃ يُصِيْبُهَا - دُنْيَا হতে حال। يَتَزَوَّجُهَا - اِمْرَءَةٍ থেকে حال।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি ঃ দীনি স্বার্থের প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নবী করীম ﷺ যখন মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন এবং মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করতে আরম্ভ করলেন। আর হিজরতকারী মুসলমানদের মধ্যে উম্মে কাইস বা কায়লা নাম্নী একজন মহিলাও ছিলেন। একজন পুরুষ উক্ত মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে। হিজরতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা; কিন্তু তার উদ্দেশ্য তা ছিল না। তাই নবী করীম ﷺ এ ধরনের অবৈধ উদ্দেশ্যে হিজরত অগ্রাহ্য হওয়ার এবং মুসলমানদের প্রত্যেক কর্মে নিয়ত বা উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হওয়া তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির মানসে হওয়ার প্রতি তাকিদ করে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ঃ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন যে, প্রত্যেক কাজের তথা ইবাদতে মাকসূদার ছওয়াব প্রাপ্তি তার বিশুদ্ধ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করেছে। আর যে দুনিয়াবী স্বার্থে অথবা বিবাহসাদী বা অন্য কোনো প্রবৃত্তি জনিত লক্ষ্যে হিজরত করেছে সে তাই পেয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে সে বঞ্চিত রয়েছে। উল্লিখিত বর্ণনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে আমরা আমাদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করা একান্ত আবশ্যক। নিয়ত বা উদ্দেশ্য যেহেতু কাজের পূর্বে হয়ে থাকে তাই কাজের পূর্বে নিয়তকে ঠিক করে নিতে হবে। আর মুসলমানদের প্রত্যেক কাজ আল্লাহর হুকুম ও নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ মোতাবেক হলে তাই ইবাদত।

অনুবাদ ঃ দীন হলো সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনা। সকল মজলিসের আলোচনা আমানত স্বরূপ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلدِّيْنُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَدْيَانٌ অর্থ– জীবন বিধান, ধর্ম, বিশ্বাস ইবাদত। কুরআনে আছে–
إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

اَلنَّصِيْحَةُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَلنَّصَائِحُ অর্থ– সদুপদেশ, কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, হিতাকাঙ্ক্ষী। কুরআনে আছে– إِنِّىْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ

اَلْمَجَالِسُ ঃ এটি جمع تكسير একবচন مَجْلِسٌ অর্থ– বৈঠক, সত্তা, সভাগৃহ। কুরআনে আছে–
وَإِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ

اَلْاَمَانَةُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَمَانَاتٌ অর্থ– আমানত, বিশ্বস্ততা, গচ্ছিত। কুরআনে আছে–فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ

তারকীব ঃ اَلدِّيْنُ মুবতাদা اَلنَّصِيْحَةُ খবর। اَلْمَجَالِسُ – মুবতাদা اَلْاَمَانَةُ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ اَلنَّصِيْحَةُ -এর আভিধানিক অর্থ– পবিত্রতা, অকপটতা ও সাধুতা। এটা نَصَحَتِ الْعَسَلُ থেকে উদ্ভূত। আর এটা বলা হয় তখন, যখন মধুকে চাক থেকে নির্গত করে খাঁটি মধুতে রূপান্তরিত করা হয়। পরিভাষায়, নসিহত সে সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনাকে বলা হয়, যা পবিত্র মন ও ভালবাসার ফলে হয়ে থাকে। অর্থাৎ দীনদারীর মহান নিদর্শন ও ভিত্তি হলো সহমর্মিতা ও অপরের কল্যাণ কামনা।

قَوْلُهٗ اَلْمَجَالِسُ الخ ঃ কোনো মজলিসে বসার পর সেখানে যা কিছু দেখতে পাবে, সেটাকে আমানত বা গচ্ছিত বস্তুর ন্যায় গোপন করে হেফাজত করতে হবে। যেমন– কারো কোনো গোপনীয় দোষ-ত্রুটি দেখেছ অথবা কোনো মন্দ কথাবার্তা শুনতে পেয়েছ ইত্যাদি এমতবস্থায় সেসব ব্যাপারকে আমানত সাদৃশ্য মনে করে গোপন রাখবে, কারো নিকট প্রকাশ করা জায়েজ নেই। কিন্তু এমন তিন ধরনের বৈঠক আছে, সে বৈঠকের কথাবার্তা গোপন রাখা জায়েজ। যেমন– কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্রের বৈঠক। যদি তুমি শুনতে পাও অমুক অমুককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, তখন তুমি তৎক্ষণাৎ সেই কথা প্রকাশ করে দেবে, অথবা গোপনভাবে জেনায় লিপ্ত হওয়ার কথাবার্তা শুনতে পেয়েছ তাও প্রকাশ করে দিবে কিংবা কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুটতরাজ করার বা ছিনিয়ে নেওয়ার কথা শুনতে পেয়েছে, তাও প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ . (ترمذى) عَنْ أَنَسٍ رض) اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَنَسٍ رض) اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ দোয়া ইবাদতের মূল। লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। ব্যক্তি তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلدُّعَاءُ ঃ এটি মাসদার একবচন, বহুবচনে أَدْعِيَةٌ বাব نصر মাদ্দাহ (د - ع - و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– আহ্বান করা, ডাকা, বলা। কুরআনে আছে– رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

مُخٌّ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে مِخَاخٌ অর্থ– মস্তিষ্ক, মজ্জা, মূলবস্তু, সারাংশ। বলা হয়– هٰؤُلَاءِ مُخُّ الْقَوْمِ

اَلْعِبَادَةُ ঃ عِبَادَةٌ، عُبُوْدِيَّةٌ، عِبَادِيَةٌ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ع - ب - د) জিনসে صحيح অর্থ–ইবাদত করা, উপাসনা করা, অক্ষমতা স্বীকার করা। কুরআনে আছে– وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ

اَلْحَيَاءُ ঃ এটি مصدر, বাব سمع. অর্থ– শরম, লজ্জাশীলতা। কুরআনে আছে– فَجَاءَتْ إِحْدٰهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

شُعْبَةٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে شِعَابٌ - شُعَبٌ , অর্থ– শাখা, অঙ্গ, সম্প্রদায়। কুরআনে আছে– اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ

اَلْمَرْءُ ঃ মানুষ (আলোচিত) কুরআনে আছে– يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

مَعَ ঃ এটি اضافت -এর সাথে ظرف হিসাবে ব্যবহার হয়। অর্থ– সঙ্গে, সাথে। কুরআনে আছে– وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ

أَحَبَّ ঃ বাব افعال মাসদার إِحْبَابًا মাদ্দাহ (ح - ب - ب) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ভালবেসেছে। কুরআনে আছে– يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

তারকীব ঃ اَلدُّعَاءُ মুবতাদা مُخُّ الْعِبَادَةِ টা مركب اضافى হয়ে খবর। اَلْحَيَاءُ মুবতাদা شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ খবর। اَلْمَرْءُ মুবতাদা مَعَ - مضاف আর مَنْ أَحَبَّ - مضاف اليه এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلدُّعَاءُ الخ ঃ প্রকৃতপক্ষে ইবাদত হলো বিনয়তা ও অক্ষমতার নাম। আর এ সকল গুণাবলি দোয়ার মধ্যেই অধিক পাওয়া যায়। নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দোয়াই ইবাদতের মূল। তার পিছনে রয়েছে দু'টি কারণ ঃ একটি হলো এতে আল্লাহর বাণী– اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (আমাকে ডাকলে সাড়া দেব)-এর নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয়ত এতে গয়রুল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, যা ইবাদতের মূল ও নির্যাস।

قَوْلُهُ اَلْحَيَاءُ الخ ঃ হায়া বা লজ্জাশীলতা মানব সমাজের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এটা এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা মানুষকে অন্যায়, অসৎ অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। সুতরাং যার মধ্যে এ অনুভূতির যতখানি অভাব থাকে, সে ততখানি চরিত্রহীন ও দুষ্কৃতিকারী হয়। অন্যায় ও অশ্লীলতা হতে বিরত থাকাই ঈমানের প্রধান দাবি। তাই অকপটে বলা যায় যে, একমাত্র লজ্জানুভূতিই ঈমানের হেফাজত ও সংরক্ষণের বিরাট ভূমিকা পালনে সহায়ক। তাই মহানবী ﷺ বলেছেন, 'লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ অংশ'।

قَوْلُهُ اَلْمَرْءُ الخ ঃ যদি কেউ কোনো আলিম বা সালেহীনকে ভালবাসে, আর কোনো কারণবশত তাদের সাক্ষাৎ না পায়, তাদের সাথে সঙ্গ লাভ না করে, তাদের কোনো কল্যাণ বা উপকারও না করে, তবুও তার প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত লোকদের সাথে তার হাশর হবে। তার আকাঙ্ক্ষিত দলের সে বন্ধুত্ব লাভ করবে।

(عَنْ حُذَيْفَةَ رض) اَلْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ . (رَزِيْنٌ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رض) اَلْاِنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ . (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ মদ পান সকল পাপের মূল। ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কাজ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْخَمْرُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে خُمُوْرٌ অর্থ– মদ, শারাব, প্রত্যেক নেশা গ্রস্থ বস্তু। কুরআনে আছে–
يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ

جِمَاعٌ ঃ এটি جَامِعٌ-এর اسم مبالغه অর্থ– প্রত্যেক বস্তুর মূল। কুরআনে আছে–

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ

اَلْاِثْمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে آثَامٌ অর্থ– পাপ, অপরাধ, মন্দ, ত্রাস। কুরআনে আছে– فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ

اَلْاِنَاةُ ঃ এটি مصدر বাব افعال মাদ্দাহ (أ – ن – ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– ধীরস্থিরভাবে কাজ করা, পরিণামদর্শিতা, প্রতীক্ষা।

اَلْعَجَلَةُ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ع – ج – ل) জিনসে صحيح অর্থ– তড়িঘড়ি করা, তাড়াহুড়া করা। কুরআনে আছে– وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّىْ لِتَرْضٰى

اَلشَّيْطَانُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে شَيَاطِيْنُ অর্থ– দেও, প্রত্যেক অবাধ্য জিন কিংবা মানুষ। কুরআনে আছে– اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

তারকীব ঃ اَلْخَمْرُ – মুবতাদা, جِمَاعُ الْاِثْمِ এটা مركب اضافى হয়ে খবর। اَلْاِنَاةُ – মুবতাদা, من الله – ثابت-এর সাথে মিলে খবর। দ্বিতীয় বাক্যটিও তদ্রূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْخَمْرُ الخ ঃ কারণ মদ পান মানুষের মস্তিষ্ককে বিকৃত করে দেয়। ভাল-মন্দের ভেদাভেদ হারিয়ে ফেলে। তাই যে কোনো অশ্লীল কাজ করতে দ্বিধা করে না।

قَوْلُهُ اَلْاِنَاةُ الخ ঃ ধীরস্থিরতার সাথে কাজ সম্পাদন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তার বিপরীত কাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করা, পরিণাম চিন্তা না করা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হয়ে থাকে।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ (تِرْمِذِىٌّ)
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ পুণ্যবান লোকেরা আত্মভোলা ও দয়ালু থাকেন। পক্ষান্তরে পাপী লোকেরা ধূর্ত, দুঃশ্চরিত্র ও কৃপণ হয়ে থাকে। অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُؤْمِنُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে مُؤْمِنُوْنَ বাব افعال মাসদার اِيْمَانًا মাদ্দাহ (ء - م - ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাসী, ঈমান আনয়নকারী। কুরআনে আছে– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا

غِرٌّ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে غُرُوْرٌ - اَغْرَارٌ অর্থ– সরল, অকপট, আত্মভোলা। কুরআনে আছে– وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

كَرِيْمٌ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচনে كَرَائِمُ অর্থ– ভদ্র, মহান, অভিজাত, দয়ালু, সম্ভ্রান্ত। কুরআনে আছে– فَإِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ

اَلْفَاجِرُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَلْفَاجِرُوْنَ বাব نصر মাসদার فَجْرًا - فُجُوْرًا জিনসে صحيح অর্থ– পাপী, দুষ্ট। কুরআনে আছে– وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

خَبٌّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে خُبُوْبٌ অর্থ– প্রতারক, প্রবঞ্চক।

اَللَّئِيْمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে لِئَامٌ অর্থ– কৃপণ, নীচু। কবির ভাষায়–

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِىْ * فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَايَعْنِيْنِىْ

اَلظُّلْمُ ঃ এটি مصدر বাব ضرب জিনসে صحيح অর্থ– অত্যাচার, শোষণ। কুরআনে আছে– فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

ظُلُمَاتٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে ظُلْمَةٌ অর্থ– অন্ধকার। কুরআনে আছে– فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ

يَوْمٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَيَّامٌ অর্থ– দিন, দিবস। কুরআনে আছে– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

اَلْقِيَامَةُ ঃ পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিবস। কুরআনে আছে– لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

তারকীব ঃ اَلْمُؤْمِنُ – মুবতাদা غِرٌّ – প্রথম খবর كَرِيْمٌ দ্বিতীয় খবর। اَلظُّلْمُ – মুবতাদা ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ الخ ঃ ঈমানদারগণ স্বভাবতই সাদা-সিধা, সহজ-সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা কদাচিৎ অসৎ কাজের শিকার হয়ে পড়লেও এটা তাদের মূর্খতার জন্য হয় না; বরং তাদের সভ্যতা, নম্রতা ও সচ্চরিত্রের জন্য হয়ে থাকে। এটা তাদের সরল অন্তঃকরণ এবং মানুষ সম্পর্কে সৎ ধারণার কারণেই হয়ে থাকে। আর ধোঁকাবাজ, প্রতারক মানুষের মাঝে প্রবঞ্চনা, ঝগড়া-বিবাদ বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে।

قَوْلُهُ الظُّلْمُ الخ ঃ সৎকর্ম যেমন কিয়ামতের দিন আলোক রূপে মু'মিনদের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, অনুরূপভাবে জুলমও জালিমদের চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকবে।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض) اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ . (بَيْهَقِيٌّ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ . (مُسْلِمٌ) (عَنْ عَائِشَةَ رض) اَلسِّوَاكُ مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ . (نَسَائِىُّ وَاَحْمَدُ وَ دَارِمِىُّ)

অনুবাদ ঃ সর্বপ্রথম সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার থেকে মুক্ত। দুনিয়া ঈমানদারদের জন্য কয়েদখানা ও কাফিরদের ক্ষেত্রে বেহেশত স্বরূপ। মেস্ওয়াক হলো মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْبَادِئُ ঃ বাব فتح মাসদার بَدْءٌ মাদ্দাহ (ب - د - ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– আরম্ভকারী, সূচনাকারী। কুরআনে এসেছে– وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا

بَرِئٌ ঃ এটি একবচন, বহুছ اسم فاعل مبالغه বাব سمع মাসদার بَرَاءَةٌ মাদ্দাহ (ب - ر - ء) জিনসে مهموز لام, অর্থ– মুক্ত, পবিত্র। কুরআনে আছে– إِنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ رَسُوْلِهِ

اَلْكِبْرُ ঃ اَلْكِبْرِيَاءُ অর্থ– গর্ব, অহঙ্কার, মহাপাপ। কুরআনে আছে– وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوَاتِ

اَلدُّنْيَا ঃ পৃথিবী, জগৎ (প্রাগুক্ত)।

سِجْنٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سجناء অর্থ- কয়েদখানা। কুরআনে আছে– وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ

اَلْجَنَّةُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে جِنَانٌ - جَنَّاتٌ অর্থ– বাগান, বেহেশত। কুরআনে আছে– وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

اَلسِّوَاكُ ঃ এটি مصدر একবচন, বহুবচনে سُوْكٌ ، مَسُوْكٌ-এর বহুবচন مَسَاوِيْكُ। অর্থ– মেসওয়াক করা।

مِطْهَرَةٌ ঃ মীম মাসদারের জন্য ফায়েলের অর্থে–পবিত্রকারী কিংবা মাফউলের অর্থে– থাকে পবিত্র করা হয়েছে। কিংবা اسم ظرف কিন্তু اسم اله হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– পরিষ্কার করার উপকরণ।

اَلْفَمُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَفْوَاهٌ অর্থ– মুখ। কুরআনে আছে– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ

مَرْضَاةٌ ঃ এটি اسم ظرف কিন্তু اسم اله-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়– সন্তুষ্ট হওয়ার উপকরণ। কিংবা مصدر – اسم فاعل-এর অর্থে– সন্তুষ্টকারী। কুরআনে এসেছে– تَبْتَغِىْ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ

তারকীব ঃ اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ – মুবতাদা – بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ – খবর। اَلدُّنْيَا – মুবতাদা – سِجْنُ الْمُؤْمِنِ খবর, جَنَّةُ الْكَافِرِ এটা سِجْنٌ-এর ওপর عطف হয়েছে। اَلسِّوَاكُ – মুবতাদা – مِطْهَرَةٌ لِلْفَمِ – খবর, مَرْضَاةٌ এটা مِطْهَرَةٌ-এর ওপর عطف হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْبَادِئُ الخ ঃ মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু অহঙ্কার থাকে, এটা জন্মগত মানব স্বভাব। মানুষকে বেশি বেশি সালাম করলে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য বেশি বেশি সালাম করা। অধিক সালাম প্রদানের অভ্যাস হলেই আমরা গর্ব-অহঙ্কার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব।

قَوْلُهُ اَلدُّنْيَا الخ ঃ দুনিয়া মু'মিনদের নিকট অতি সংকীর্ণ মনে হয় বিধায় বের হয়ে যেতে চায় ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। আর কাফিরগণ যেহেতু পরকালে বিশ্বাসী নয় তাই তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দেয়। হালাল হারামের তেয়াক্কা করে না, যখন যেমন ইচ্ছা নিজের খেয়াল খুশিমতে চলে।

قَوْلُهُ اَلسِّوَاكُ الخ ঃ مِطْهَرَةٌ - مَرْضَاتٌ-এর মীম হলো মীমে মাসদারী। অবশ্য ইস্মে ফায়েল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্টিকারী বস্তু হলো মিসওয়াক করা। অথবা ইস্মে আলা, অর্থাৎ মেসওয়াক হলো রবের সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى .. (بُخَارِىٌّ)
(عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض) اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا . (بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ) اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ . (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ দানকারী হাত ভিক্ষার হাত অপেক্ষা উত্তম। গিবত ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْيَدُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَيْدِىْ বহুবচনের বহুবচন اَيَادِىْ অর্থ– হাত, হস্ত, অনুগ্রহ। কুরআনের বাণী– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

اَلْعُلْيَا ঃ এটি اسم تفضيل (স্ত্রীলিঙ্গ) পুংলিঙ্গ اَلْاَعْلٰى অর্থ– উঁচু, উর্ধ্বে। কুরআনে আছে– كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

خَيْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَخْيَارٌ - خِيَارٌ বহুছ اسم تفضيل অর্থ– উত্তম, ভাল। কুরআনে আছে– وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

اَلسُّفْلٰى ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَسَافِلُ অর্থ– নীচু, নিকৃষ্ট। কুরআনে এসেছে– وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى

اَلْغِيْبَةُ ঃ এটি مصدر অর্থ– নিন্দা করা, কারো অনুপস্থিতে তার বদনাম করা.। কুরআনে আছে– وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

اَشَدُّ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বাব ضرب মাসদার شدة মাদ্দাহ (ش - د - د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– ভয়ঙ্কর, কঠোর। কুরআনে আছে– وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

اَلزِّنَا ঃ زِنَاءٌ - مَزْنَاةٌ এটি مصدر বাব ضرب মাদ্দাহ (ز - ن - ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– জেনা করা, ব্যভিচার করা। কুরআনেএসেছে– وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

اَلطُّهُوْرُ ঃ এটি مصدر অর্থ– যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়, পবিত্রতা। কুরআনে আছে– وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

شَطْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে شُطُوْرٌ، أَشْطُرٌ হলো অর্থ– অংশ, অঙ্গ, অর্ধেক, দিক। কুরআনে আছে– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

তারকীব ঃ اَلْيَدُ الْعُلْيَا হলো موصوف صفت মিলে মুবতাদা, خَيْرٌ مِنْ يَدِ السُّفْلٰى – খবর। اَلطُّهُوْرُ – মুবতাদা, شَطْرُ الْاِيْمَانِ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْيَدُ الخ ঃ সাধারণত দানকারী ওপর হতে দেয় এবং গ্রহণকারী হাত পেতে নীচ থেকে নেয়। এ জন্য বলা হয়েছে ওপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

قَوْلُهُ اَلْغِيْبَةُ الخ ঃ এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ব্যভিচারী গিবতকারীর চেয়ে কিভাবে ভয়ঙ্কর হতে পারে? অথচ ব্যভিচার এমন একটি অপরাধ, যার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান নির্ধারিত আছে। কিন্তু গিবতের জন্য শরিয়তে কোনো শাস্তির বিধান নেই? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে; ব্যভিচারীর সম্পর্ক আল্লাহর বিধানের সাথে; শাস্তি অথবা তওবা দ্বারা তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে গিবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গিবত করল সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গিবত ব্যভিচারের চেয়ে ভয়ঙ্কর।

قَوْلُهُ اَلطُّهُوْرُ الخ ঃ পবিত্রতাকে আধিক্য অর্থে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। কেননা প্রতিটি উদ্দেশ্যমূলক মৌলিক ইবাদত পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। আর ইবাদত হলো ঈমানের অংশ। সুতরাং পবিত্রতা হলো ঈমানের অংশ। আবার কেউ কেউ বলেন, পবিত্রতা দ্বারা 'সগীরা' গুনাহ মাফ হয়। এ হিসাবে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

(عَنْ أَبِىْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رض) اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيَاطِيْنِ . (مُسْلِمٌ) (عَنْ حُذَيْفَةَ رض) اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ . (رَزِيْنٌ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ . (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ কুরআন তোমার সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। ঘন্টি বা ঝুমঝুমি শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নারীজাতি শয়তানের ফাঁদ (জাল)। কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারী ধৈর্যশীল রোজাদারদের সমতুল্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْقُرْاٰنُ ঃ ঐশিবাণী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে আছে- اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

حُجَّةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حُجَجٌ অর্থ- প্রমাণ, সনদ, সাক্ষী। কুরআনের বাণী- مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا

اَلْجَرَسُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَجْرَاسٌ অর্থ- ঘন্টি।

مَزَامِيْرُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে مِزْمَارٌ অর্থ- বাঁশরী, মুরালী, বাদ্যযন্ত্র।

اَلنِّسَاءُ ঃ এটি اسم جامد বহুবচন, একবচনে اِمْرَأَةٌ অর্থ- নারীজাতি, মহিলা। কুরআনে আছে- اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

حَبَائِلُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে حَبَالَةٌ অর্থ- জাল, ফাঁদ, ষড়যন্ত্র।

اَلطَّاعِمُ ঃ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার طَعَامًا মাদ্দাহ (ط - ع - م) জিনসে صحيح অর্থ- ভক্ষণ করা। الطاعم - ভক্ষণকারী। কুরআনে আছে- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ

اَلشَّاكِرُ ঃ এটি একবচন, বাব نصر মাসদার شُكْرًا অর্থ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। কুরআনে আছে- سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ

اَلصَّائِمُ ঃ এটি একবচন, বাব نصر মাসদার صِيَامًا - صَوْمًا মাদ্দাহ (ص - و - م) জিনসে اجوف واوى অর্থ- রোজাদার। কুরআনে আছে- اَلصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ

اَلصَّابِرُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَلصَّابِرُوْنَ অর্থ- ধৈর্যশীল। কুরআনে আছে- وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ

তারকীব ঃ اَلْقُرْاٰنُ - মুবতাদা, حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ - খবর। اَلْجَرَسُ - মুবতাদা, مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ এটা مركب اضافى হয়ে খবর। اَلنِّسَاءُ - মুবতাদা, حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ - খবর। الطاعم الشاكر এটা مركب توصيفى হয়ে মুবতাদা, كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ - খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقُرْاٰنُ الخ ঃ তুমি যদি কুরআন তেলাওয়াত কর, তার হালাল হারাম মেনে চলো, তাহলে কাল কিয়ামতের দিবসে তা তোমার পক্ষে সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে তাকে যদি উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা কর, তাহলে সে তোমার প্রতিকুলে সাক্ষী দেবে।

قَوْلُهُ اَلنِّسَاءُ الخ ঃ হাদীসের সারমর্ম এই যে, পুরুষ জাতিকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে দোজখে নিক্ষেপ করার জন্য শয়তানের বড় কৌশল ও যন্ত্র হলো নারীজাতি। সকল প্রকারের কৌশল থেকে যখন নিরাশ হয়ে যায় তখন মহিলাকে ব্যবহার করে পুরুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

قَوْلُهُ اَلطَّاعِمُ الخ ঃ নিয়ম মাফিক পেট ভরে খেয়ে যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে সে রোজাদারের মতো ছওয়াব পাবে।

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ) اَلْاِقْتِصَادُ فِى النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ - (بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ) اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ . (اِبْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ ঃ মিতব্যয়িতা জীবিকার অর্ধেক। মানুষের প্রতি ভালবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। গুনাহ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির সাদৃশ্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْاِقْتِصَادُ ঃ এটি مصدر বাব افتعال মাদ্দাহ (ق - ص - د) জিনসে صحيح অর্থ- মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, মিতব্যয়িতা। কুরআনের বাণী- وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدٌ

اَلنَّفَقَةُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে نَفَقَاتٌ অর্থ- ব্যয়, খরচ, জীবিকা। কুরআনের বাণী- وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَاكَبِيْرَةً

نِصْفٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أنصاف অর্থ- বস্তুর অর্ধেক, অর্ধেক। কুরআনের বাণী- وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ

اَلْمَعِيْشَةُ ঃ عَيْشًا ، عَيْشَةً ، مَعَاشًا বাব ضرب মাদ্দাহ (ع - ى - ش) জিনসে اجوف يائى অর্থ- জীবিকা, জীবন যাপন করা। কুরআনের বাণী- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

اَلتَّوَدُّدُ ঃ এটি مصدر বাব تفعل মাদ্দাহ (و - د - د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ- বন্ধুত্ব করা, ভালবাসা স্থাপন করা। কুরআনে আছে- تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا

اَلنَّاسُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أناسى অর্থ- মানুষ। কুরআনের বাণী- قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

اَلتَّائِبُ ঃ এটি একবচন, বহছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার تَوْبَةً - تَوْبًا - مَتَابًا মাদ্দাহ (ت - و - ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তওবাকারী, অনুতপ্ত, লজ্জিত। কুরআনে এসেছে- اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ

اَلذَّنْبُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে ذُنُوْبٌ অর্থ- পাপ, ত্রুটি। কুরআনে এসেছে- وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ

তারকীব ঃ اَلْاِقْتِصَادُ فِى النَّفَقَةِ - মুবতাদা - نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ - খবর। বাকি বাক্যও তদ্রূপ। اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ - মুবতাদা, كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ - খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاِقْتِصَادُ الخ ঃ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতা উভয়টি দূষণীয়। অপব্যয়ে মানুষ অল্প দিনেই গরিব হয়ে যায় এবং কৃপণতায় মানুষের কাছে হেয় ও নিন্দনীয় হয়। তাই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। তেমনিভাবে মানুষের সাথে বিশেষ করে পুণ্যবান মু'মিনদের সাথে ভালবাসা রাখা জ্ঞানের অর্ধেক। কেননা একজনের একক জ্ঞান অসম্পূর্ণ, পুণ্যবান বন্ধুর সাহচর্য এটাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়। কোনো কিছু জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করাকে অর্ধেক বিদ্যা বলা হয়েছে। কেননা প্রশ্নকারী যদি জ্ঞনবান ও বুদ্ধিমান হয়, তখন সে নিজে যা কিছু জানে, তা হলো অর্ধেক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি তার জানা নেই, যদি সে পূর্ণ আদব রক্ষা করে শালীন ও সম্ভ্রান্ত আচরণে জিজ্ঞেস করে, তখন জবাব দানকারী বিস্তারিতভাবে জবাব দান করে। তাই বলা হয়, 'আলোচনার মাধ্যমেই বিদ্যা বৃদ্ধি পায়'।

قَوْلُهُ اَلتَّائِبُ الخ ঃ বান্দা যদি অসতর্কতা বশত কোনো পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে না করার ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাহলে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় সে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হবে না।

(عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ . (تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি যে স্বীয় নফসকে অনুগত করে নিয়েছে এবং পরকালের জন্য কাজ করেছে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে। মুসলমান প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্য মুসলমানও তার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি রাখে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْكَيِّسُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَكْيَاسٌ অর্থ– জ্ঞানী, চালাক, চতুর।

دَانَ ঃ বাব ضرب মাসদার دَيْنًا মাদ্দাহ (د – ى – ن) জিনসে اجوف يائى অর্থ– অনুগত হয়েছে।

هَوٰى ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَهْوَاءٌ অর্থ– প্রবৃত্তি, প্রেম, অভিলাষ, কামনা। কুরআনে এসেছে–وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

اَلْعَاجِزُ ঃ এটি একবচন, বহুছ اسم فاعل বাব ضرب، سمع মাসদার عَجْزًا ، عَجْزَانًا মাদ্দাহ (ع – ج – ز) জিনসে صحيح অর্থ– শক্তিহীন, অক্ষম, (নির্বোধ)। কুরআনে আছে–وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ

اِتَّبَعَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِتِّبَاعًا মাদ্দাহ (ت – ب – ع) জিনসে صحيح অর্থ– অনুগত করল, অনুসরণ করল। কুরআনের বাণী–فَاَتْبَعْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا'

تَمَنّٰى ঃ বাব تفعل মাসদার تَمَنِّيًا মাদ্দাহ (م – ن – ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– আশা করে, ভরসা করে। কুরআনে এসেছে– اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ

مَأْلَفٌ ঃ এটি একবচন, বহুছ اسم ظرف অর্থ– ভালবাসার ক্ষেত্র, প্রেমের কেন্দ্র।

لَا يَأْلَفُ ঃ বাব سمع মাসদার الفا মাদ্দাহ (ء – ل – ف) জিনসে مهموز فا অর্থ– ভালবাসে না।

তারকীব ঃ اَلْكَيِّسُ – মুবতাদা مَنْ دَانَ الخ – খবর, دَانَ – مَنْ-এর صله। عَمِلَ لِمَا الخ – دَانَ-এর ওপর عطف হয়েছে। اَلْمُؤْمِنُ – মুবতাদা, مَأْلَفٌ – খবর। خَيْرَ - لائے نفى جنس-এর اسم, فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ الخ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْكَيِّسُ الخ ঃ জ্ঞানী ও চতুর ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসৃত পথে চলে এবং তাঁদের আদেশ নির্দেশের সম্মুখে নিজকে ঝুঁকিয়ে দেয়, পরকালের সুন্দর জীবনের জন্য নেকী করে থাকে। তার বিপরীত নির্বোধ ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করতঃ পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তওবা অনুশোচনা ছাড়াই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বেহেশতের স্বপ্ন দেখে।

قَوْلُهُ اَلْمُؤْمِنُ الخ ঃ মু'মিন হলো ভালবাসার কেন্দ্রস্থল বা প্রতীক। ইসলামের সুশিক্ষায় মুসলমানদের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তারা পায় সামাজিক জীবনের সার্বিক নির্দেশনা। আর এর মধ্যেই তারা উজাড় করে দিতে পারে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা প্রেম-প্রীতি। অতি আপন করে নিতে পারে সর্বসাধারণকে। মুসলমানদের এ সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বিধর্মী পর্যন্ত সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। এ কারণেই মহানবী (সা.) মু'মিনদেরকে ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে প্রথমে মানুষকে ভালবাসতে হবে। মানুষকে ভালবাসার অর্থ তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তার কল্যাণে সদা সর্বদা নিজকে নিয়োজিত রাখা। তাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়া। যার মধ্যে সমবেদনাবোধটুকু নেই, তাকে অন্য মানুষেরা কখনো ভালবাসতে পারে না। যে মানুষের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহর ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো বান্দার ভালবাসা। অতএব যে আল্লাহর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না।

(عَنْ جَابِرٍ رض) اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ . (بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ) اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ . (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ গান-বাদ্য মানুষের অন্তরে এমনভাবে নিফাকের জন্ম দেয় যেমন পানি ফসলকে উৎপাদন করে। কিয়ামতের দিবসে ব্যবসায়ীগণ অসৎরূপে উত্থাপিত হবে কিন্তু যারা (আল্লাহকে) ভয় করে, পুণ্যের কাজ করে এবং সত্য বলে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْغِنَاءُ ঃ (عَنِ الصَّوْتِ) অর্থ- সুর, গীত, গান, রাগ।

يُنْبِتُ ঃ বাব افعال মাসদার اِنْبَاتًا মাদ্দাহ (ن - ب - ت) জিনসে صحيح অর্থ- উৎপন্ন করে, বৃদ্ধি করে, (জন্ম দেয়)। কুরআনে এসেছে- وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

اَلزَّرْعُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে زُرُوْعٌ অর্থ- ফসল। কুরআনের বাণী- كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ

اَلتُّجَّارُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে تَاجِرٌ বাব نصر মাসদার تجارة মাদ্দাহ (ت - ج - ر) জিনসে صحيح অর্থ- ব্যবসা করা। اَلتُّجَّارُ - ব্যবসায়ীগণ। কুরআনে আছে- رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ

يُحْشَرُوْنَ ঃ বাব ضرب - نصر মাসদার حَشْرًا জিনসে صحيح অর্থ- একত্রিত করা হবে, উত্থিত হবে। কুরআনে এসেছে- ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

فُجَّارًا ঃ এটি جمع تكسير একবচনে فَاجِرٌ বহুবচনে فَجَرَةٌ-ও আসে। অর্থ- মিথ্যুক, প্রতারক। কুরআনে আছে- أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

اِتَّقٰى ঃ বাব افتعال মাসদার اِتِّقَاءٌ মাদ্দাহ (و - ق - ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ- সে ভয় করল, বিরত থাকল। কুরআনে এসেছে- فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى

بَرَّ ঃ বাব ضرب ، سمع মাসদার بِرًّا - بَرًّا মাদ্দাহ (ب - ر - ر) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ- সে সৎ ব্যবহার করল, সত্য কথা বলল। কুরআনে আছে- لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

তারকীব ঃ اَلْغِنَاءُ মুবতাদা, يُنْبِتُ النِّفَاقَ হলো جمله فعليه হয়ে খবর। اَلتُّجَّارُ - মুবতাদা, يُحْشَرُوْنَ الخ এটা جمله فعليه হয়ে খবর। فُجَّارًا - يُحْشَرُوْنَ-এর ضمير থেকে حال; مَنِ اتَّقٰى হলো فُجَّارًا হতে مستثنى হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْغِنَاءُ الخ ঃ গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শ্রবণে অন্তরে সৃষ্টি হয় কপটতা, যদ্দরুন পুণ্যের কাজে অনীহা সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهٗ اَلتُّجَّارُ الخ ঃ যারা বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক সময় তারা মিথ্যা, প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। মাপের মধ্যে বেশ কম করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মিথ্যুক ও প্রতারক হিসাবে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হবে। কিন্তু যারা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে লেনদের করে তাদের জন্য রয়েছে অনেক সুসংবাদ, যার কিঞ্চিৎ আলোচনা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رض) اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ . (تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض) اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ (بُخَارِىٌّ)

অনুবাদ : সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ, ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে। (কতিপয় কবীরা গুনাহ হলো) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং কাকেও হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلصَّدُوْقُ : এটি اسم مبالغه অর্থ– অধিক সত্যবাদী।

اَلْاَمِيْنُ : এটি একবচন, বহুবচনে أُمَنَاءُ অর্থ– বিশ্বস্ত, আমানতদার।

اَلشُّهَدَاءُ : এটি جمع تكسير একবচন, شَهِيْدٌ অর্থ– সাক্ষী, আল্লাহর রাহে যারা নিহত হয়। কুরআনে আছে– أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ

اَلْكَبَائِرُ : এটি جمع تكسير একবচনে كَبِيْرَةٌ অর্থ– মহাপাপ, যার সম্পর্কে কুরআনে ধমক এসেছে। কুরআনের বাণী– يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

اَلْاِشْرَاكُ : এটি مصدر বাবে افعال অর্থ– শরিক করা। কুরআনে আছে– وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا

عُقُوْقٌ : এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ع - ق - ق) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– নাফরমানী করা, অবাধ্য হওয়া।

اَلْوَالِدَيْنِ : এটি দ্বিবচন, একবচনে والد অর্থ– মাতাপিতা। কুরআনে আছে– وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

قَتْلٌ : এটি مصدر বাব نصر জিনসে صحيح অর্থ– হত্যা করা। কুরআনে এসেছে– فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ

اَلنَّفْسُ : এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أنفس অর্থ– জীবন, প্রাণ, আত্মা। কুরআনে আছে– وَلَا تَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

اَلْيَمِيْنُ : এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أَيْمَانٌ অর্থ– শপথ।

اَلْغُمُوْسُ : এটি اسم مبالغه একবচন, বহুবচনে غُمُسٌ অর্থ– নিরাপদে নিক্ষেপকারী, ডুবন্ত। اَلْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ – মিথ্যা শপথ। কারণ মিথ্যা শপথকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ডুবানো হবে।

তারকীব : اَلتَّاجِرُ হলো موصوف আর اَلصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ হলো صفت এখানে موصوف - صفت মিলে মুবতাদা, مَعَ النَّبِيِّيْنَ الخ - খবর। اَلْكَبَائِرُ - মুবতাদা, ثَلَاثَةٌ - খবর (محذوف) আর اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ - খবর اَحَدُهَا - মুবতাদা (محذوف) এর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّاجِرُ الخ : যে ব্যবসায়ী কথাবার্তা ও লেনদেনে সত্য ও বিশ্বস্তার আশ্রয় নেবে, কাল কিয়ামতের দিবসে ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে এবং তার নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের কাতারে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

قَوْلُهُ اَلْكَبَائِرُ الخ : যে সকল পাপ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয় তার থেকে কতিপয়ের আলোচনা এখানে করা হয়েছে। কোনো অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করা, কিংবা অন্যায়ভাবে কারো হক আত্মসাতের জন্য মিথ্যা কসম করাকে ইয়ামীনে গুমূস বলা হয়।

(عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رض) اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (مُسْلِمٌ) (عَنْ اَنَسٍ رض وَعَبْدِ اللّٰهِ رض) اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ. (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব এবং পাপ হলো যা তোমার অন্তরে যাতনা সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ হওয়াকে খারাপ মনে কর। সকল সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সুতরাং সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে-ই যে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি অনুগ্রহ করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْخُلُقُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَلْأَخْلَاقُ, অর্থ– চরিত্র, স্বভাব, অভ্যাস। কুরআনে আছে–

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

اَلْاِثْمُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে آثَامٌ অর্থ– পাপ, গুনাহ, মন্দ। কুরআনে এসেছে–

بِئْسَ الْاِثْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ

حَاكَ ঃ বাব نصر মাসদার حَوْكًا মাদ্দাহ (ح - و - ك) জিনসে اجوف واوى অর্থ– স্থির হলো, সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল, যাতনা সৃষ্টি করল।

كَرِهْتَ ঃ বাব سمع মাসদার كَرَاهَةً ، كَرْهًا মাদ্দাহ (ك - ر - ه) জিনসে صحيح অর্থ– তুমি অপছন্দ করেছ। কুরআনের বাণী– وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

يَطَّلِعُ ঃ বাব افتعال মাসদার اِطِّلَاعًا মাদ্দাহ (ط - ل - ع) জিনসে صحيح অর্থ– অবগত হবে।

اَلْخَلْقُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে خُلُوْقٌ অর্থ– সৃষ্টি, লোক, স্বভাবজাত। কুরআনের বাণী– هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِىْ

عِيَالٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَيْلٌ অর্থ– পরিবার-পরিজন।

তারকীব ঃ اَلْبِرُّ – মুবতাদা, حُسْنُ الْخُلُقِ – খবর। اَلْاِثْمُ – মুবতাদা مَاحَاكَ الخ – খবর। جمله فعليه - حَاكَ হয়ে مَا -এর صله ، كَرِهْتَ - حَاكَ -এর ওপর عطف। أَنْ يَّطَّلِعَ - كَرِهْتَ-এর مفعول আর اَلْخَلْقُ – মুবতাদা, عِيَالُ اللّٰهِ – খবর। أَحَبُّ الْخَلْقِ - মুবতাদা, أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ – খবর। তার পূর্বে একটি جملہ شرطيه। উহ্য আছে অর্থাৎ إذا كان الأمر كذالك فاحب

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْبِرُّ الخ ঃ নেক বা পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব। যে উত্তম স্বভাবের অধিকারী সে হয় সচ্চরিত্রবান, তার হৃদয় হয় কোমল। এ উত্তম স্বভাবের কারণে সে জেনা-ব্যভিচার, হারামী ইত্যাদি যাবতীয় অশালীন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে। গুনাহ বা পাপের সংজ্ঞা যা-ই থাকুক না কেন, তবে যে সকল কাজ করলে অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়, বিকেবের দংশনে জ্বলতে পুড়তে হয় এবং নিজকে স্বাভাবিকভাবে অপরাধী মনে হয়, সেটাই পাপ, সেটাই গুনাহ।

قَوْلُهُ اَلْخَلْقُ الخ ঃ 'সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবার' – কথাটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। সৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে পরিবারের অভিভাবক হিসাবে গোটা পরিবারের দেখা-শুনা, জীবিকা প্রদান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সকল অভিভাবকের অভিভাবক মহান আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তিনি সৃষ্টি জীবের জন্য আলো-বাতাস সমানভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। প্রকৃত সমৃদ্ধ করেছেন সকলকে। আর এ জন্যই তিনি সকল মাখলুকের অধিপতি বা অভিভাবক।

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ (تِرْمِذِيٌّ وَ نَسَائِيٌّ) (عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رض) اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ (কামিল) মুসলমান যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। (অনুরূপভাবে খাঁটি) মু'মিন সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে সে-ই মুজাহিদ যে আল্লাহর আনুগত্যে গিয়ে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা পাপের কাজ পরিহার করে চলে সে-ই প্রকৃত মুহাজির।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُسْلِمُوْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مُسْلِمٌ বাব افعال মাসদার إِسْلَامًا মাদ্দাহ (س - ل - م) জিনসে صحيح অর্থ– মুসলমানগণ। কুরআনে আছে– إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اَمِنَ ঃ বাব سمع মাসদার أَمْنًا - أَمَنَةً মাদ্দাহ (ء - م - ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– নিরাপদ থাকল।

دِمَاءٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে دم অর্থ– রক্ত, খুন। কুরআনে আছে– وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

اَلْمُجَاهِدُ ঃ বাব مفاعله মাসদার جِهَادًا - مُجَاهَدَةً মাদ্দাহ (ج - ه - د) জিনসে صحيح অর্থ– শক্তি প্রয়োগকারী, যোদ্ধা, জিহাদকারী। কুরআনে আছে– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

طَاعَةٌ ঃ إِطَاعَةٌ - এটি مصدر অর্থ– ইবাদত, আনুগত্য। কুরআনে আছে– فَأَوْلٰى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

اَلْمُهَاجِرُ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচনে اَلْمُهَاجِرُوْنَ বাব مفاعله মাসদার مُهَاجَرَةً মাদ্দাহ (ه - ج - ر) জিনসে صحيح অর্থ– ত্যাগ করা, পরিহার করা। اَلْمُهَاجِرُ – ত্যাগী, নির্বাসিত। কুরআনের বাণী– أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

اَلْخَطَايَا ঃ এটি বহুবচন, একবচনে خَطِيْئَةٌ অর্থ– পাপ, ত্রুটি। কুরআনে আছে– لِيَغْفِرَلَكُمْ خَطَايَاكُمْ

তারকীব ঃ اَلْمُسْلِمُ – মুবতাদা, مَنْ سَلِمَ الخ – খবর سَلِمَ টা من-এর صله। দ্বিতীয় বাক্যটিও তদ্রূপ; اَلْمُجَاهِدُ – মুবতাদা, مَنْ جَاهَدَ الخ – খবর, جَاهَدَ টা مَنْ-এর صله দ্বিতীয় বাক্যটির তরকীবও তদ্রূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُسْلِمُ الخ ঃ শরিয়তের আইন ও বিধানের প্রতিকূলে যে কোনো মানুষকে যে কোনো রকমের কষ্ট দেওয়াই ইসলামি নীতির পরিপন্থী। চাই তা হাত ও মুখের দ্বারা হোক বা অন্য কোনো প্রকারের হোক। তবে সাধারণত এ দুই অঙ্গ দ্বারাই অধিকতর কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। তাই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দু'টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথা সব অঙ্গের হুকুমই এক।

قَوْلُهُ اَلْمُجَاهِدُ الخ ঃ কাফিরদের সাথে জিহাদ করাই প্রকৃত জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে তাকে ইবাদতের জন্য বাধ্য করাকে প্রকৃত জিহাদ বলে। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি কাফিরদের তুলনায় বড় শত্রু। কেননা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ হয়ে থাকে কখনো দূর পথে অবস্থান করে। তা ছাড়া মুখোমুখি যুদ্ধ করা অনেকটা সহজ, যেহেতু অস্ত্রশস্ত্র ও মালে গনিমত থাকে তার সামনে। কিন্তু প্রবৃত্তি যা ইবাদত ও অনুগত্যের বিরোধী তা সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত। তাই বড় শত্রুর সাথে যেই সার্বক্ষণিক যুদ্ধ হবে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে।

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ (تِرْمِذِيٌّ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ وَيَحُوْطُهٗ مِنْ وَّرَائِهٖ (تِرْمِذِيٌّ وَابُوْ دَاوٗدَ)

অনুবাদ ঃ বাদীর পক্ষে প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করা জরুরি। (আর সাক্ষীর অনুপস্থিতি ও বিবাদীর অস্বীকারে) বিবাদীর ওপর কসম করা আবশ্যক। মুসলমান মুসলমানের আয়না স্বরূপ। মুসলমান মুসলমানের ভাই। তার থেকে বিদূরিত করে এমন বস্তু, যা তাকে ধ্বংস করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُدَّعِىْ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বাব افتعال মাসদার اِدِّعَاءٌ মাদ্দাহ (د - ع - و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– দাবিদার, বাদী।

اَلْيَمِيْنُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَيْمَانٌ অর্থ– শপথ, কসম, اَلْمُدَّعٰى عَلَيْهِ – বিবাদী।

مِرْاٰةٌ ঃ এটি একবচন, বহু اسم آله বাব فتح মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মাদ্দাহ (ر - ء - ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– দেখা। مِرْاٰةٌ – আয়না, বহুবচনে مِرَاءٌ - مَرَايَا

اَخٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, দ্বিবচনে اَخَوَانِ – বহুবচনে اِخْوَةٌ ، اَخَوَاتٌ অর্থ– ভাই, সাথী। কুরআনে আছে– اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ

يَكُفُّ ঃ বাব نصر মাসদার كفا মাদ্দাহ (ك - ف - ف) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিহত করবে, বাঁচাবে, বিদূরিত করবে। কুরআনে আছে– عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ

ضَيْعَةٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب মাদ্দাহ (ض - ى - ع) জিনসে اجوف يائى অর্থ– ধ্বংস হওয়া। কুরআনে আছে– مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

يَحُوْطُ ঃ বাব نصر মাসদার حَوْطًا - حَيْطَةً - حَيْطًا মাদ্দাহ (ح - ى - ط) জিনসে اجوف يائى অর্থ– সংরক্ষণ করে, বেষ্টন করে। কুরআনে আছে– وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ

وَرَاءٌ ঃ এটি مذكر ও مؤنث উভয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– পিছনে, অনুপস্থিত। কুরআনে আছে– وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ

তারকীব ঃ اَلْبَيِّنَةُ – মুবতাদা, عَلَى الْمُدَّعِىْ – لَازِمَةٌ – شبه فعل মাহযূফের সাথে মিলে খবর। اَلْمُؤْمِنُ – মুবতাদা, مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ - খবর, يَكُفُّ عَنْهُ الخ – اَخُو الْمُؤْمِنِ থেকে حال আর يَحُوْطُ - يَكُفُّ -এর ওপর عطف হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْبَيِّنَةُ الخ ঃ এটি ইসলামের একটি বিশেষ বিধান যে, বাদী তার সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদি ও সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে এবং বিবাদী যদি বাদীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নিয়ে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবে।

قَوْلُهٗ اَلْمُؤْمِنُ الخ ঃ আয়নার স্বচ্ছ পর্দায় যেমন মুখমণ্ডলের সামান্য ত্রুটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সাথে সাথে একে পরিষ্কার করে ফেলে, ঠিক তেমনি একজন মু'মিনের সামান্যতম ত্রুটি অন্য মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তার কর্তব্য হবে তা সংশোধন করে দেওয়া, যেন এ জন্য কেউ তাকে নিন্দা করতে না পারে।

يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ ঃ তার অর্থ হলো, যা মুসলমান ভাইকে ধ্বংস করবে, এমন বস্তু তার থেকে বিদূরিত করবে। এটা একটি মুসলমানের জন্য অপর একটি নৈতিক কর্তব্য। এ ক্ষতি শারীরিক বা আর্থিক যা-ই হোকনা কেন, মুসলমান সকলই একই অঙ্গ সমতুল্য। সুতরাং একজনের ক্ষতি অপরজনের ক্ষতিরই সমতুল্য।

يَحُوْطُهٗ مِنْ وَّرَائِهٖ **-এর অর্থ ঃ** কোনো মুসলমান ভাই যদি স্বীয় বাড়ি থেকে কোথাও সফরে যায়, তখন তার অনুপস্থিতিতে তার সমস্ত ধন-সম্পদ দেখা শুনা এবং সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিবেশী অপর মুসলিম ভাইয়ের ওপর।

(عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ (رض) اَلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ إِشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ إِشْتَكَى كُلُّهُ ـ (مُسْلِمٌ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعْجَلْ - (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ সকল মু'মিন এক অখণ্ড ব্যক্তির মতো। যদি কোনো ব্যক্তির চক্ষু ব্যথা হয়, তবে তার সর্বাঙ্গ ব্যথিত হয়। আর যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখন তার সারা শরীর ব্যথিত হয়। সফর হলো আজাবের একটি অংশ। উহা তোমাদেরগকে নিদ্রা, পানাহার প্রভৃতি হতে বিরত রাখে। অতএব যখনই কারো সফরের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখনই সে যেন দ্রুত গতিতে পরিজনের নিকট ফিরে আসে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

إِشْتَكَى ঃ বাব افتعال মাসদার إِشْتِكَاءٌ মাদ্দাহ (ش - ك - و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- অসুস্থ হলো, অভিযোগ করল। কুরআনে আছে- إِشْتَكَى إِلَى اللّٰهِ

عَيْنٌ ঃ একবচন, বহুবচনে عُيُونٌ - أَعْيُنٌ অর্থ- চক্ষু।

اَلسَّفَرُ ঃ এটি মাসদার অর্থ- দূরত্ব অতিক্রম করা, ভ্রমণ করা। কুরআনে আছে- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ

قِطْعَةٌ ঃ এটি اسم একবচন, বহুবচনে قِطَعٌ ، قِطْعَاتٌ অর্থ- বস্তুর অংশ, টুকরো। কুরআনে আছে- فِى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ

اَلْعَذَابُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, কষ্ট। কুরআনে আছে- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ

نَوْمٌ ঃ এটি مصدر ، نَوْمًا ، نِيَامًا অর্থ- নিদ্রা। কুরআনে এসেছে- لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

قَضَى ঃ বাব ضرب মাসদার قَضَاءٌ মাদ্দাহ (ق - ض - ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- পূর্ণ করল, উদ্দেশ্য সাধিত হলো, শেষ করল। কুরআনে আছে- وَقُضِىَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

نَهْمَةٌ ঃ نهم-এর اسم অর্থ- কোনো বাস্তব চাহিদা, উদ্দেশ্য।

لِيَعْجَلْ ঃ মাসদার اَلتَّعْجِيْلُ বাব تفعيل কিংবা سمع অর্থ- সে যেন তাড়াহুড়া করে, দ্রুত করে। কুরআনের বাণী- فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذَا

তারকীব ঃ اَلْمُؤْمِنُونَ - মুবতাদা, كاف - مضاف, رجل واحد - مضاف اليه মিলে খবর। إِنِ اشْتَكَى الخ হলো جمله مستأنفه আর اَلسَّفَرُ - মুবতাদা, قِطْعَةٌ الخ - খবর, يَمْنَعُ - قِطْعَةٌ থেকে حال কিংবা جمله مستأنفه

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُونَ الخ ঃ বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এ হাদীসখানা। ঈমানের একই সুতোয় যারা গ্রথিত তারা যে দেশের, যে এলাকার এবং বংশেরই হোকনা কেন, তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই- নেই কোনো বৈষম্য। তারা একটি মানুষের শরীরের ন্যায়। তারা অঙ্গের কোনো স্থানে আঘাত পেলে তার প্রতিক্রিয়া যেমন সমস্ত অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে বিশ্বের কোনো মুসলমান যদি নির্যাতিত হয়, তাহলে তার ব্যথায় সমস্ত মুসলমানের ব্যথাতুর হওয়া উচিত। আর এ কথার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য হাদীসে।

قَوْلُهُ السَّفَرُ الخ ঃ সফর ও ভ্রমণ মানুষের ইহলৌকিক পারলৌকিক, তথা খাওয়া দাওয়া ও নামাজ ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্নতার সৃষ্টি করে। প্রাচীনকালের সফর ছিল বিশেষ করে দুরূহ ও কষ্টদায়ক। তাই অনর্থক বিলম্ব না করে উদ্দেশ্য সম্পাদনের পর দ্রুত ফিরে আসাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهَا

جملہ اسمیہ-এর অপর একটি প্রকার যা لام বিহীন মুবতাদা দ্বারা গঠিত

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض) قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ - (اَبُوْ دَاوٗدَ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض) سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ . (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তন করা জিহাদের ন্যায়ই। বিত্তবানের টাল বাহানা অত্যাচারের শামিল। সফরে মধ্যে দলের নেতাই সকলের সেবক।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَفْلَةٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب . نصر জিনসে صحيح অর্থ– সফর হতে প্রত্যাবর্তন করা।

غَزْوَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে غَزَوَاتٌ অর্থ– যুদ্ধ, জিহাদের জন্য বের হওয়া। কুরআনে আছে – أَوْ كَانُوْا غُزًّى

مَطْلٌ ঃ এটি مصدر বাব نصر জিনসে صحيح অর্থ– টাল বাহানা করা।

اَلْغَنِيُّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَغْنِيَاءُ অর্থ– ধনাঢ্য, বিত্তবান। কুরআনে আছে– وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

ظُلْمٌ ঃ অন্যায়, অত্যাচার। (প্রাগুক্ত)

سَيِّدٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سَادَةٌ، أَسْيَادٌ অর্থ– নেতা, সর্দার।

اَلْقَوْمُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اَقَاوِيْمُ، اَقَاوِمُ، اَقْوَامٌ অর্থ– দল, সম্প্রদায়, গোত্র। কুরআনে আছে– ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اٰخَرِيْنَ

خَادِمٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে خُدَّامٌ অর্থ– সেবক, খাদেম।

তরকীব ঃ قَفْلَةٌ – মুবদাতা, মূলে ছিল قفلة جهاد – كَغَزْوَةٍ – খবর। مَطْلُ الْغَنِيِّ – মুবতাদা, ظُلْمٌ – খবর। سَيِّدُ الْقَوْمِ – মুবতাদা, خَادِمُهُمْ – খবর। فِى السَّفَرِ বাক্যটি خَادِمٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَفْلَةٌ الخ ঃ কোনো মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্য বের হলে যে পরিমাণ ছওয়াব পাবেন পরিবার-পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেও অনুরূপ ছওয়াব পাবেন। কেননা প্রত্যাবর্তন প্রথম গমনেরই জের। মোটকথা মুজাহিদদের গমন প্রস্থান উভয়টির ছওয়াব সমান।

আবার কেউ কেউ বলেন– বাড়ি-ঘরে ফিরে এসে বিশ্রামের মাধ্যমে পুনরায় জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাই এতেও ছওয়াব নিহিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ مَطْلُ الخ ঃ আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রাপ্য আদায়েকাল বিলম্ব ও টাল বাহানা করা অত্যাচার অন্যায়ের নামান্তর।

قَوْلُهٗ سَيِّدُ الخ ঃ যিনি কাফেলার নেতা নির্বাচিত হবেন– তার পক্ষে উচিত কাফেলার লোকদের যথাযথভাবে খেদমত করা এবং তাদের কল্যাণের প্রতি নজর রাখা। অথবা যে লোক সফর সঙ্গীদের খেদমত করে প্রকৃতপক্ষে সেই তদের নেতা, যদিও সে নিম্নমানের হয়।

(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رض) حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ . (أَبُو دَاوُد)
(عَنْ أَنَسٍ رض) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . (بَيْهَقِيٌّ وَابْنُ مَاجَةَ) (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى . (أَبُونُعَيْمٍ)

অনুবাদ ঃ বস্তুর প্রেম মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। ইলম তলব করা (বিদ্যার্জন করা) প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। (যে সম্পদ কিংবা ইবাদত পরিমাণে) কম হলেও যদি যথেষ্ঠ হয়, তার চেয়ে উত্তম যা অধিক হবে (কিন্তু) অলসতা সৃষ্টি করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُعْمِي ঃ বাব افعال মাসদার إِعْمَاءً মাদ্দাহ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্ধ করে দেয়। কুরআনে আছে – فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى الْأَبْصَارَ

يُصِمُّ ঃ বাব افعال মাসদার إِصْمَامًا মাদ্দাহ (ص ـ م ـ م) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– বধির করে দেয়। কুরআনে আছে– فَعَمُوا وَصَمُّوا

فَرِيضَةٌ ঃ اَلْمَفْرُوضَةُ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ف ـ ر ـ ض) জিনসে صحيح অর্থ– ফরজ করা, নির্ধারিত ।

مَا ঃ এটি اسم موصول ـ الذى-এর অর্থে– যা, যে।

قَلَّ ঃ সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف অর্থ– কম হলো।

كَفَى ঃ বাব ضرب মাসদার كِفَايَةً মাদ্দাহ (ك ـ ف ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– যথেষ্ঠ হলো। কুরআনে আছে– وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

أَلْهَى ঃ বাব افعال মাসদার إِلْهَاءً মাদ্দাহ (ل ـ ه ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– অলসতা করল, উদাসিনতা করল। কুরআনে আছে– أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

তারকীব ঃ حُبُّكَ – মুবতাদা, اَلشَّيْءَ - حُبُّ-এর مفعول, يُعْمِي وَيُصِمُّ এটা جمله فعليه হয়ে খবর। طَلَبُ الْعِلْمِ – মুবতাদা, فَرِيضَةٌ – খবর, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ فَرِيضَةٌ-এর সাথে متعلق; ما ـ اسم موصول আর قَلَّ وَكَفَى এটা جمله فعليه হয়ে مَا-এর صله এখন موصول ও صله মিলে মুবতাদা হলো خَيْرٌ مِنْ الخ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُبُّكَ الخ ঃ মানব সম্প্রদায়ের একের প্রতি একের ভালবাসা হলো স্বভাবজাত। কিন্তু এ প্রেম ভালবাসা যখন সীমালজ্ঘিত হয়, তখন সে হারিয়ে ফেলে বিচারবোধ। প্রেমাস্পদের মন্দ ও দূষণীয় বস্তু লাগে তার কাছে অধিক প্রিয়। অন্যের গুণাবলিকে সে অনায়াসে স্বীকার করতে চায় না। তাই এ ধরনের অতিরঞ্জিত ভালবাসা বারণ করা উচিত।

قَوْلُهُ طَلَبُ الخ ঃ দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু জ্ঞানার্জন করলে চলে, এ পরিমাণ শিক্ষা গ্রহণ করা ফরযে আইন। এর চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা ফরযে কেফায়াহ।

قَوْلُهُ مَاقَلَّ الخ ঃ যে কোনো কাজের মধ্যে সাধারণত মিতব্যয়ী হওয়া উত্তম। বিশেষ করে এমন অতিরিক্ত না হওয়া উচিত যা মানুষকে খোদার ইবাদত ইত্যাদি পুণ্যের কাজ হতে বঞ্চিত করে ; বরং যথেষ্ঠ পরিমাণ কম হওয়াই উত্তম হবে।

(عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ) أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ . (تِرْمِذِىٌّ)
(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ) طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ .
(بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ عُثْمَانَ رضـ) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ (بُخَارِىٌّ)

অনুবাদ ঃ প্রভাতলগ্নের স্বপ্নই সর্বাধিক সত্য হয়ে থাকে। (অন্যান্য) সকল ফরজসমূহ আদায়ের পর হালাল জীবিকা উপর্জন করাও একটি ফরজ। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَصْدَقُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বাব نصر মাসদার صِدْقًا জিনসে صحيح অর্থ– সর্বাধিক সত্য। কুরআনে আছে– وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

اَلرُّؤْيَا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে روى অর্থ– স্বপ্ন। কুরআনে আছে– قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

اَلْاَسْحَارُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে سَحَرٌ অর্থ– শেষরাত্র, প্রভাতলগ্ন।

طَلَبٌ ঃ এটি مصدر বাব نصر জিনসে صحيح অর্থ– অন্বেষণ করা, উপার্জন করা।

كَسْبٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب অর্থ–উপার্জন করা, জীবিকা। কুরআনে আছে– جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

تَعَلَّمَ ঃ বাব تفعل মাসদার تَعَلُّمًا মাদ্দাহ (ع ـ ل ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– সে শিক্ষা করে। কুরআনে আছে– فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُوْنَ

عَلَّمَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَعْلِيْمًا মাদ্দাহ (ع ـ ل ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– সে শিক্ষা দেয়। কুরআনে আছে– اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

তারকীব ঃ اَصْدَقُ الرُّؤْيَا – মুবতাদা, بِالْاَسْحَارِ এটা مايرى – মাহযূফের সাথে মিলে খবর। طَلَبُ মুযাফ كَسْبِ এটা اَلْحَلَالِ مضاف اليه মিলে مركب اضافى হয়ে طلب-এর مضاف اليه এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مركب اضافى হয়ে مبتدا আর فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الخ খবর। خَيْرُكُمْ – মুবতাদা, مَنْ تَعَلَّمَ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَصْدَقُ الخ ঃ যেহেতু এ সময় আল্লাহর বিশেষ রহমত বরকত অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। পাকস্থলী শূন্য থাকে বিধায় আজে বাজে কল্পনা থেকে মুক্ত থাকে।

قَوْلُهُ طَلَبُ كَسْبِ الخ ঃ পার্থিব ধন-সম্পদ আরাম আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কুরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত ও পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূল ﷺ তার সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিবাহ-শাদী; ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য ইত্যাদির সাথে পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করেছেন, যাতে করে ইবাদত করতে গিয়ে কোনো প্রকার বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।

قَوْلُهُ خَيْرُكُمْ الخ ঃ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ যা অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ নবীর ওপর, তার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকের কলমের কালির সমাপ্তি ঘটেছে কিন্তু শেষ হয়নি তার শ্রেষ্ঠত্ব ও রহস্য। তাই তার শিক্ষার গুরুত্বও হবে অপরিসীম এবং এ জন্যই -এর শিক্ষক ও ছাত্রকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

(عَنْ حُذَيْفَةَ رض) حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ . (رَزِيْنٌ) عَنْ عَائِشَةَ رض) أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَنَسٍ رض) أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا . (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ দুনিয়ার মুহব্বত সকল পাপের মূল। আল্লাহর নিকট ঐ আমলই পছন্দনীয় যা সর্বদা করা হয় যদিও তা (পরিমাণে) স্বল্প হয়। কোনো ক্ষুধার্ত জীবকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ানোই হলো উত্তম সদকা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رَأْسٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে رُؤُوسٌ، أَرْؤُسٌ, অর্থ– প্রত্যেক বস্তুর মূল, জড়, মাথা। কুরআনে আছে– وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ

خَطِيْئَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে خَطَايَا অর্থ– ভুল, পাপ। কুরআনে আছে– وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً أَوْ إِثْمًا

أَحَبُّ ঃ এটি একবচন, বহছ اسم تفصيل অর্থ– অধিক প্রিয়, পছন্দনীয়। কুরআনে আ... – يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ

أَدْوَمُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বাব نصر মাসদার دَوَامًا মাদ্দাহ (د ـ و ـ م) জিনসে اجوف واوى অর্থ– নিয়মিত, সর্বদা। কুরআনে আছে– وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ

تُشْبِعُ ঃ বাব افعال মাসদার إِشْبَاعًا মাদ্দাহ (ش ـ ب ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– ক্ষুধা মিটানো, তৃপ্ত হওয়া, ক্ষুধা নিবারণ করা।

كَبِدًا ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে كُبُوْدٌ، أَكْبُدٌ، أَكْبَادٌ অর্থ– কলিজা, অন্তর, আত্মা, মন (পেট)। কুরআনে আছে– لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ

جَائِعًا ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচনে جِيْعَانٌ বাব نصر মাসদার جوعا মাদ্দাহ (ج ـ و ـ ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– ক্ষুধার্ত। কুরআনে আছে– إِنَّ لَكَ أَنْ لَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى

তারকীব ঃ حُبُّ الدُّنْيَا – মুবতাদা, رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ – খবর। أَحَبُّ الْأَعْمَالِ – মুবতাদা, أَدْوَمُهَا –খবর إِنَّ، ادومها، واو، حاليه، قل -এর- ضمير থেকে حال - أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ – মুবতাদা, أَنْ تُشْبِعَ – খবর, كَبِدًا جَائِعًا - تشبع -এর- مفعول।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُبُّ الدُّنْيَا الخ ঃ পার্থিব জগতের লোভ-লালসা যেহেতু মানুষকে সকল প্রকার মন্দ কাজ তথা মিথ্যা, গিবত, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি যাবতীয় খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য বলা হয়েছে দুনিয়ার প্রেম সকল গুনাহের মূল।

قَوْلُهُ أَحَبُّ الخ ঃ কারণ যে আমলটি সর্বদা চালু থাকে তাতে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার প্রকাশ পায়, এ জন্য তা স্বল্প হলেও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হবে বৈ কি?

قَوْلُهُ أَفْضَلُ الخ ঃ আস্তিক হোক কিংবা নাস্তিক, মানুষ হোক নতুবা অন্য কোনো জীব। তৃপ্তির সাথে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করাই হলো উত্তম দান। যেমন– অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জনৈক মহিলা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর দরুন জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

(عَنْ أَنَسٍ رض) مَنْهُومَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِى الْعِلْمِ لَايَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِى الدُّنْيَا لَايَشْبَعُ مِنْهَا . (بَيْهَقِيٌّ) (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ . (بُخَارِىٌّ)

অনুবাদ ঃ দুই লোভী (পিপাসু) ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ করে না। (এক) ইলম্ বা জ্ঞান বিদ্যার লোভী; উহা হতে সে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না। (দুই) দুনিয়ার লোভী দুনিয়াদারীতে কখনো তার পেট ভরে না। মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَنْهُومَانِ ঃ এটি দ্বিবচন, একবচনে مَنْهُومٌ বহুছ اسم مفعول বাব سمع মাসদার نَهَامَةً، نَهَمًا মাদ্দাহ (ن ـ هـ ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– দুই লোভী ব্যক্তি।

لَايَشْبَعَانِ ঃ বাব سمع অর্থ– তারা তৃপ্তি লাভ করে না। (প্রাগুক্ত)

اٰيَةٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে اٰيَاتٌ অর্থ– চিহ্ন, নিদর্শন। কুরআনে আছে– قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لَّاتُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

اَلْمُنَافِقُ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, অর্থ– কপট, মুনাফিক। কুরআনে আছে– إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

حَدَّثَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَحْدِيْثًا মাদ্দাহ (ح ـ د ـ ث) অর্থ– সে বলল। কুরআনে আছে– وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اَخْلَفَ ঃ বাব افعال মাসদার اِخْلَافًا মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ– সে ভঙ্গ করে। কুরআনে আছে– فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ

اُؤْتُمِنَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِيْتِمَانًا মাদ্দাহ (ء ـ م ـ ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– আমানত রাখা হয়। কুরআনে আছে– فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

خَانَ ঃ বাব نصر মাসদার خونا মাদ্দাহ (خ ـ و ـ ن) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে খিয়ানত করল। কুরআনে আছে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ

তারকীব ঃ مَنْهُومَانِ – মুবতাদা, لَايَشْبَعَانِ – খবর, اَحَدُهُمَا – মুবতাদা মাহযূফ, مَنْهُومٌ فِى الْعِلْمِ – খবর। اٰيَةُ الْمُنَافِقِ – মুবতাদা ثَلٰثٌ – খবর اَحَدُهَا – মুবতাদা মাহযূফ, إِذَاحَدَّثَ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْهُوْمَانِ ঃ জ্ঞান-পিপাসা মানুষের উত্তম চরিত্রের তথা সু-কুমার প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। মূলত জ্ঞান সমুদ্রের কোনো কূলকিনারা তথা পরিসীমা নাই। উহা যতোই লাভ করবে ততোই শিখার লোভ বাড়তে থাকবে। সীমিত হায়াতে উহার সামান্য কিছু অর্জন করা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি জ্ঞান যতোই বাড়ল পরিণামে দেখা গেল মূর্খতা ততোই বাড়ছে। ফলে জ্ঞানের সাধক অতৃপ্ত থেকে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করে। তবে এ লোভ-লালসা প্রশংসনীয়।

পার্থিব ধন-সম্পদের মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর সম্পদের মালিক হলেও সম্পদের লালসা মিটে না। সে ভালো করেই জানে যে, তার বেঁচে থাকার জন্য এত সম্পদের প্রয়োজন নেই। তবুও উহা অর্জনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যত কিছুরেই অধিকারী হোকনা কেন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হয়। তার এ লোভ-লালসা অপছন্দনীয়।

قَوْلُهُ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ الخ ঃ যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের বিশ্বাস রাখে না, কেবল ইসলামি রাষ্ট্রের সুবিধা সুযোগ ভোগ করার জন্য অথবা নিজের জান-মাল নিরাপদে রাখার জন্য মুখে ইসলাম প্রকাশ করেছে সে-ই মুনাফিক। আর যে সকল হাদীসে তার আলামত ও নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এ সমস্ত কাজ কোনো মুনাফিককে মানায়, বস্তুত কোনো মুসলমানের পক্ষে এরূপ কাজ করা উচিত নয়।

(عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رض) أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . (تِرمِذِىٌّ نَسَائِىٌّ أَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ أَنَسٍ رض) لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ عَبَّاسٍ رض) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ . (تِرمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ স্বৈরাচার শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তু হতে উত্তম। একজন ফকীহ্ (বিজ্ঞ আলেম) শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ (সাধক) অপেক্ষাও কঠোর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سُلْطَانٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে سَلَاطِيْنُ অর্থ– রাজা, বাদশা, শাসক। কুরআনে আছে–
إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ

جَائِرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে جَوَرَةٌ বাব نصر মাসদার جَوْرًا মাদ্দাহ (ج ـ و ـ ر) জিনসে اجوف واوى
অর্থ– স্বৈরাচার, জালিম।

غَدْوَةٌ ঃ অর্থ– সকালে যাওয়া, غدو – সকাল ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়। কুরআনে আছে– غُدُوُّهَا شَهْرٌ

رَوْحَةٌ ঃ رواح – থেকে غدوة-এর বিপরীত, সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ করা। কুরআনে আছে– وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

فَقِيْهٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে فُقَهَاءُ বহছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার فَقَهًا، فَقَاهَةً মাদ্দাহ (ف ـ ق ـ ه) জিনসে صحيح অর্থ– জ্ঞানী, দীনের বিশেষজ্ঞ। কুরআনে আছে– وَلِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

أَشَدُّ ঃ অর্থ– কঠোর, ভয়ঙ্কর।

তারকীব ঃ أَفْضَلُ الْجِهَادِ – মুবতাদা, مَنْ قَالَ الخ – খবর। لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ – মুবতাদা, فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ, غدوة-এর সাথে متعلق। خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا – খবর। فَقِيْهٌ وَاحِدٌ এটা مركب توصيفى হয়ে মুবতাদা, أَشَدُّ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَفْضَلُ الخ ঃ যুদ্ধের ময়দানে সাধারণত বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে বেশি, তার বিপরীত বাদশার দরবারে পরাজয়ের ধারণা থাকে অতি প্রবল, এ জন্য তাকে বলা হয়েছে উত্তম জিহাদ।

قَوْلُهُ لَغَدْوَةٌ الخ ঃ অর্থাৎ আল্লাহর পথে এত অল্প সময় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তির সারাটা জীবন এ পথে নিয়োজিত থাকে তার পুরস্কার যে কত মহান ও বিরাট তা এ হাদীসের আলোকে সহজেই অনুমেয়।

قَوْلُهُ فَقِيْهٌ الخ ঃ এখানে একজন আলেম যে কত বেশি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী তা তুলে ধরা হয়েছে। এক হাজার আবেদ যদি তারা দীনের জ্ঞান না রাখেন, পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ করতে শয়তানের যতটা বেগ পেতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একজন বিজ্ঞ হক্বানী আলেমকে গোমরাহ করতে পারে না। কেননা, আলেম ব্যক্তি তার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হতে সতর্ক থাকে।

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا (اِبْنُ مَاجَةَ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ رضـ) رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ (تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ رضـ) حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ : ঐ ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ যার আমলনামায় রয়েছে সর্বাধিক ক্ষমা প্রার্থনা। প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে। বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইয়ের ওপর, যেমন– পিতার অধিকার তার পুত্রের ওপর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

طُوْبٰى : এটি বাব ضرب মাসদার طَيِّبًا মাদ্দাহ (ط . ى . ب) জিনসে اجوف يائى অর্থ– সু-সংবাদ, সৌভাগ্য। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ

صَحِيْفَةٌ : এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে صُحُفٌ، صَحَائِفُ অর্থ– পুস্তিকা, ডায়েরি, আমলনামা। কুরআনে আছে– صُحُفُ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

اِسْتِغْفَارًا : এটি مصدر বাব استفعال অর্থ– ক্ষমা প্রার্থনা করা। কুরআনে আছে– فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

رِضَى : رِضْوَانًا، مَرْضَاةً এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ر . ض . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সন্তুষ্টি হওয়া। কুরআনে আছে– رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

اَلْوَالِدُ : অর্থ– পিতা, এখানে মাতাপিতা উভয়টি উদ্দেশ্য। কুরআনে আছে– وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

سَخَطٌ : এটি مصدر বাব سمع জিনসে صحيح অর্থ– অসন্তুষ্ট হওয়া। কুরআনে আছে– اِنَّ سَخَطَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

حَقٌّ : একবচন, বহুবচনে حُقُوْقٌ অর্থ– অধিকার।

اَلْإِخْوَةُ : বহুবচন, একবচনে اَخٌ অর্থ– ভাইগণ।

وَلَدٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اَوْلَادٌ অর্থ– সন্তান।

তারকীব : .... رِضَى الرَّبِّ – মুবতাদা, فِىْ رِضَى الْوَلَدِ – খবর, দ্বিতীয়টিও তদ্রূপ। حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ – মুবতাদা عَلٰى صَغِيْرِهِمْ – حق-এর সাথে متعلق - حَقُّ الْوَلَدِ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طُوْبٰى الخ : মানুষ যেহেতু মানুষই তাই মানবীয় গুণে তার পক্ষে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কাল বিলম্ব না করে যদি বেশি ইস্তিগফার করে তাহলে পরকালে ভোগ করবে সে তার সুফল ভোগ করবে।

قَوْلُهٗ رِضَى الرَّبِّ الخ : আলোচ্য হাদীসে اَلْوَالِدُ একবচন বলে শুধু পিতাকে বুঝালেও মূলত পিতামাতা উভয়কে সন্তুষ্ট রাখার নির্দেশ রয়েছে। যেমন, অন্যত্র আছে– وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا মোট কথা, শরিয়তের কোনো হুকুম লঙ্ঘন না হয় অবস্থায় পিতামাতার আদেশ নিষেধ পালন করতে হবে এবং পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে হুযূর ﷺ বলেছেন, পিতামাতার সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টির মধ্যে প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ حَقُّ كَبِيْرِ الخ : সন্তানের ওপর পিতামাতা যে অধিকার রাখে, যথা– সন্তান তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে, তাদের সেবা-যত্ন করে, এক কথায় তাদের অনুগত্য ও অনুরাগী থাকবে এবং পিতামাতা ও তাদের সন্তানদেরকে স্নেহ মমতা করবে, তাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখে সচেতন থাকবে। অনুরূপভাবে ছোট ভাইয়ের ওপর বড় ভাইয়ের অধিকার রয়েছে। এখানেও ছোট বড়কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বড় ছোটকে স্নেহ ও মমতা দান করবে।

(عَنْ أَنَسٍ رض) كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ . (تِرْمِذِيٌّ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ . (دَارِمِيٌّ) (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رض) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ . (تِرْمِذِيٌّ وَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا)

অনুবাদ ঃ সমস্ত আদম সন্তান অপরাধী এবং অপরাধীদের মধ্যে সর্বত্তোম যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কতেক রোজাদার তাদের রোজার বিনিময় শুধু পিপাসাই অর্জিত হয়, কতেক জাগ্রত তাদের রাত্রি জাগরণে শুধু বিনিদ্রতাই পায়। কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা কাজ ত্যাগ করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خَطَّاءٌ ঃ এটি اسم مبالغه একবচন, বহুবচনে خَطَّاءُوْنَ অর্থ- পাপী, অপরাধী।

اَلتَّوَّابُوْنَ ঃ এটি اسم مبالغه বহুবচন, একবচনে تَوَّابٌ অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনাকারী, প্রত্যাবর্তনকারী। কুরআনে আছে- إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

صَائِمٌ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বাব نصر মাসদার صَوْمًا মাদ্দাহ (ص ـ و ـ م) জিনসে اجوف واوى অর্থ- রোজা রাখা, উপবাস থাকা। صَائِمٌ রোজাদার। কুরআনে আছে- اَلصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ

اَلظَّمَأُ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ظ ـ م ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ- পিপাসা। কুরআনে আছে- لَاتَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَاتَضْحٰى

اَلسَّهَرُ ঃ (যবরের সাথে) অর্থ- রাত্র জাগরণ, বিনিদ্রতা, সিফত سَهْرَانٌ، سَاهِرٌ

لَايَعْنِيْ ঃ বাব ضرب মাসদার عِنَايَةً মাদ্দাহ (ع ـ ن ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- অর্থহীন, অযথা।

তারকীব ঃ كُلُّ بَنِيْ آدَمَ - মুবতাদা, خطاء - খবর, خَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ - মুবতাদা, اَلتَّوَّابُوْنَ - খবর। كَمْ مِنْ صَائِمٍ - মুবতাদা, من - যায়েদাহ, لَيْسَ لَهُ - খবর, له - ليس-এর খবর إِلَّا الظَّمَاءُ ليس-এর اسم তার পূর্বে شئ مستثنى منه - মাহযূফ আছে صله ও موصول . مَالَايَعْنِيْهِ মুবতাদা, تَرْكُهُ টি خبر مقدم মাহযূফের সাথে মিলে شبه فعل টি مِنْ حُسْنِ الخ মিলে تَرْكُ-এর مفعول।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّ بَنِيْ الخ ঃ মানুষের দ্বারা পাপ হওয়া স্বাভাবিক। পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ শুধু নেক আমল করবে, অথবা গুনাহের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমিজ্জিত থাকবে ইহা সঙ্গত নয়। শুধু নেক আমল ও কল্যাণ কর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া এটি ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। আর শুধু পাপাচারে নিমিজ্জিত থাকা ইহা শয়তানের স্বভাব। পক্ষান্তরে গুনাহ খাতা ও পাপাচারে জড়িয়ে পুনরায় খালেছ নিয়তে তওবা করে সুপথে ফিরে আসে এটাই হবে সর্বত্তোম আদম সন্তানের বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ كَمْ مِنْ الخ ঃ দিনের বেলায় রোজা রাখা ও রাত্রি বেলা ইবাদত-বন্দেগিতে কেটে দেওয়া অনেক পুণ্যের কাজ। কিন্তু এ রোজা ও ইবাদত যদি হয়ে থাকে শুধুমাত্র লোক দেখানো কিংবা সুনাম কুড়ানোর জন্য, অথবা ইবাদতের পাশাপাশি মিথ্যা, গিবত-পরনিন্দা প্রভৃতি অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তার এ শ্রম বিফলে যাবে, কোনো প্রকার ছওয়াব অর্জিত হবে না।

قَوْلُهُ مِنْ حُسْنِ الخ ঃ ইসলামের বাহ্যিক বিধি-বিধানগুলো মেনে চললে কোনো ব্যক্তিকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করতে কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু কাউকে পরিপূর্ণ মুসলমান তখনই বলা যেতে পেরে, যখন সে অনর্থক কথা কাজ দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকে, যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনোটিতেই কাজে আসে না।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ) أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَالْحَدِيْثُ طَوِيْلٌ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ) أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا . (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ সাবধান তোমরা সকলই রক্ষক এবং তোমাদের সকলই স্বীয় প্রজ্ঞা (অধিনস্থ) সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে। আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رَاعٍ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচন رعاة، رعاء বাব فتح মাসদার رعيا মাদ্দাহ (ر ـ ع ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– রক্ষক, রাখাল। কুরআনে আছে– كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ

مَسْئُولٌ ঃ এটি اسم مفعول অর্থ– জিজ্ঞেসিত।

رَعِيَّةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رِعَايَا অর্থ– প্রজা, অধীনস্থা কুরআনে আছে– لَانَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

أَحَبُّ ঃ এটি اسم تفضيل অর্থ– অধিক প্রিয়।

اَلْبِلَادُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে بَلَدٌ অর্থ– শহর, স্থান। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ

أَبْغَضُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, মফউলের অর্থে ব্যবহৃত, বাব سمع، كرم মাসদার بَغْضًا، بَغَاضَةً মাদ্দাহ (ب ـ غ ـ ض) জিনসে صحيح অর্থ– অধিক ঘৃণিত, নিকৃষ্ট। কুরআনে আছে– وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

أَسْوَاقٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে سوق অর্থ– বাজার। কুরআনে আছে–
مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

তারকীব ঃ كُلُّكُمْ – মুবতাদা, رَاعٍ – খবর, كُلُّكُمْ – মুবতাদা, مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ – খবর। أَحَبُّ الْبِلَادِ – মুবতাদা, إِلَى اللّٰهِ-احب-এর সাথে متعلق، مَسَاجِدُهَا খবর। দ্বিতীয় বাক্যটিও অদ্রূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَاكُلُّكُمْ الخ ঃ راع দ্বারা এখানে প্রত্যেক অভিভাবক ও দায়িত্বশীলকে বুঝিয়েছে, যার অধীনে রয়েছে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু। এমনকি তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও জিজ্ঞেসিত হবে যে, তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَحَبُّ الخ ঃ মসজিদের নির্মাণ হয় এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে নামাজ, ইবাদত ইত্যাদি পুণ্যময় কাজসমূহ সম্পাদিত হবে, যার বদৌলতে অবতীর্ণ হয় রহমত-বরকত। এ জন্য বলা হয়েছে উত্তম জায়গা হলো মসজিদ। তার বিপরীত বাজারে আবিষ্কৃত হয় মিথ্যা, প্রতারণা, লোভ-লালসা যদ্দরুন অবতীর্ণ হয় সেখানে খোদার গজব ও বেবরকতী এ জন্য বলা হয়েছে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ . (بَيْهَقِىُّ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ) تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ . (بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ أَبِىْ عُمَر رضـ) يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ . (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ একাকী থাকা খারাপ সহ-উপবেশনকারীর চেয়ে উত্তম। ভাল সহ-উপবেশনকারী একাকী থাকার চেয়ে উত্তম। ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম, আর চুপ থাকা খারাপ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম। মৃত্যু হলো মু'মিনের উপহার। আল্লাহর সাহায্য জামাতের ওপর পতিত হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْوَحْدَةُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে وَحَدَاتٌ অর্থ– একাকী, এক ইউনিট।

جَلِيْسٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে جُلَسَاءُ বহছ اسم فاعل مبالغه বাব ضرب মাসদার جُلُوْسًا মাদ্দাহ (ج ـ ل ـ س) জিনসে صحيح অর্থ– বসা, উপবেশনকারী, সঙ্গী।

اَلسُّوْءُ ঃ অর্থ– মন্দ, খারাপ। কুরআনে আছে– إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

إِمْلَاءٌ ঃ এটি مصدر একবচন, বহুবচনে أَمَالِىُّ অর্থ– লিখানো, শিক্ষা দেওয়া। কুরআনে আছে– وَأُمْلِىْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ

اَلشَّرُّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে شُرُوْرٌ অর্থ–মন্দ, খারাপ।

تُحْفَةٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে تحف অর্থ– পুরস্কার, হাদিয়া, উপহার, সাওগাত।

يَدٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَيْدِىْ অর্থ– হাত, হস্ত, সাহায্য। কুরআনে আছে– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

তারকীব ঃ اَلْوَحْدَةُ – মুবতাদা, خَيْرٌ الخ – খবর। تُحْفَةُ – মুবতাদা, اَلْمَوْتُ – খবর। يَدُ اللّٰهِ – মুবতাদা, واقع ـ عَلَى الْجَمَاعَةِ-এর সাথে মিলে خبر

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْوَحْدَةُ الخ ঃ সমাজ বা পরিবেশ যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করাই একজন মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। তবে এ কাজে যদি সে ব্যর্থ হয়, তখন খারাব পরিবেশের সাথে নিজকে জড়িত না করে নির্জনতা অবলম্বন করাই উত্তম। কেননা এ ক্ষেত্রে যদি সে খারাপ পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, তবে নিজেও খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

একাকী বসে থাকার চেয়ে সৎলোকের সাহচর্য অবলম্বন করা উত্তম। কেননা নির্জনতা অবলম্বন করলে যেমন নিজে কারো দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, অনুরূপভাবে জনগণও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সে যদি লোকজনের সাথে মেলামেশা করে, তাহলে সেও যেমন মানুষের দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তেমনি মানুষও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং একাকী জীবন যাপন করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং মানুষের থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য ভাল লোকদের সান্নিধ্য লাভ করা উচিত।

قَوْلُهُ تُحْفَةُ الخ ঃ একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় পাওনা ও প্রত্যাশা আল্লাহর সাক্ষাৎ, পাশাপাশি বেহেশতের আরাম-আনন্দ। কিন্তু এ পার্থিব জীবনে তা আদৌ সম্ভব নয় একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যম ছাড়া। এ জন্য বলা হয়েছে মৃত্যুই মু'মিনের উপহার।

قَوْلُهُ يَدُ الخ ঃ অর্থাৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে দলবদ্ধ থাকলে সে দলের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়।

(عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضـ) كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ (تِرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَةَ) (عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رضـ) مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَايَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ আদম সন্তানের সকল কথাই তার জন্য ক্ষতিকর (বিপদ বয়ে আনে) কেবলমাত্র সৎকাজের নির্দেশ মন্দ কাজে বাধা প্রদান ও আল্লাহর জিকির ছাড়া। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যারা স্মরণ করে না তাদের উদাহরণ জীবিত এবং মৃতের ন্যায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَلَيْهِ ঃ على হরফটি প্রতিকূল ও ক্ষতি বুঝানোর জন্য আসে। তার পূর্বে ضرب শব্দটি উহ্য আছে।

مَعْرُوْفٌ ঃ সকল প্রকার পছন্দনীয় ও সৎ কাজকে বলে।

مُنْكَرٌ ঃ অপছন্দনীয় মন্দ কাজকে বলে। কুরআনে আছে– يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اَلْحَيُّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أحياء, অর্থ– জীবিত, সবুজ-শ্যামল ভূমি। কুরআনে আছে–

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

اَلْمَيِّتُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে مَيِّتُوْنَ، مَوْتٰى، أَمْوَاتٌ অর্থ– মৃত।

তারকীব ঃ كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ – মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা আর عليه টি ضار، حسرة কিংবা وبال-এর সাথে متعلق হয়ে খবর। لَا -এর অর্থে لَيْسَ এর-ليس-এর اسم আর الخ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ উহ্য থেকে كل كلام ابن ادم থেকে نَهْيٌ مستثنى ،لَهٗ - -এর সাথে মিলে ليس -এর খবর। مَثَلُ- মুযাফ, اَلَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ এটা موصول صله মিলে معطوف عليه এর حرف عطف واو আর হচ্ছে وَالَّذِيْ لَايَذْكُرُ رَبَّهٗ টি হচ্ছে معطوف এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে مَثَلُ-এর مضاف اليه এবং مضاف আর مضاف اليه মিলে হচ্ছে مبتدا। مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ – খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كُلُّ كَلَامِ الخ ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাকে বাকশক্তি দান করেছেন, দান করেছেন বলার যোগ্যতা, কিন্তু তাই বলে যে তাকে নিয়ন্ত্রণহারা পশুর মতো লাগামহীন ছেড়ে দেবে এবং যখন যা ইচ্ছা বলে ফেলবে এমন যেন না হয়, কারণ এতে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তার সকল কথাবার্তার হিসাব নেওয়া হবে। তাই আজে-বাজে প্রলাপ না বকে মঙ্গলময় ও কল্যাণকর কাজে সময় ব্যয় করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

قَوْلُهٗ مَثَلُ الخ ঃ আলোচিত হাদীস দ্বারা অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, সর্বদা জিকির-ফিকিরে থাকলে অন্তর সতেজ ও তরুতাজা থাকে এবং বিচার দিনে তার পক্ষে সুপারিশ করবে। কিন্তু তার বিপরীত জিকির থেকে উদাসীন ব্যক্তির অন্তর থাকে মুর্দা এবং তার পক্ষে সুপারিশও হবে না।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَثَلُ الْعِلْمِ لَايُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَايُنْفَقُ مِنْهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ . (اَحْمَدُ وَ دَارِمِىٌّ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ جَابِرٍ رض) أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَافْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ . (تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ أَبِىْ عَبَّاسٍ رض) أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ . (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ ঃ যে ইল্‌ম দ্বারা কারো উপকার সাধিত হয় না, তার উদাহরণ ঐ ধন-ভাণ্ডারের মতো যা হতে আল্লাহর রাস্তায় কিছুই খরচ হয় না। সর্বোত্তম জিকির হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দোয়া আল্‌হামদু লিল্লাহ। কিয়ামতের দিন বেহেশতের দিকে সর্বপ্রথম তাদেরকে আহবান করা হবে, যারা সুখে-দূঃখে আল্লাহর প্রশংসা করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايُنْتَفَعُ ঃ বাব افتعال মাসদার اِنْتِفَاعًا মাদ্দাহ (ن ـ ف ـ ع) জিনসে صَحِيْح অর্থ– উপকৃত হয় না।

كَنْزٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে كُنُوْزٌ অর্থ– ভাণ্ডার, গচ্ছিত। কুরআনে আছে– لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ

لَايُنْفَقُ ঃ বাব افعال মাসদার اِنْفَاقًا মাদ্দাহ (ن ـ ف ـ ق) জিনসে صحيح অর্থ– ব্যয় করা হয় না। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

يُدْعٰى ঃ বাব نصر মাসদার دَعْوًا মাদ্দাহ (د ـ ع ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– আহবান করা হবে। কুরআনে আছে– يَوْمَ يُدْعٰى إِلٰى جَهَنَّمَ دَعًا

اَلسَّرَّاءُ ঃ বাব نصر মাসদার سرورا মাদ্দাহ (س ـ ر ـ ر) জিনসে مضاعف অর্থ– সুখ, স্বচ্ছলতা। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

اَلضَّرَّاءُ ঃ এটি سراء-এর বিপরীত, অর্থ– দুঃখ, অভাব।

তারকীব ঃ مَثَلُ الْعِلْمِ – মুবতাদা, لَايُنْتَفَعُ بِهِ – العلم থেকে حال, كَمَثَلِ كَنْزٍ – খবর, لَايُنْفَقُ ـ كنز-এর صفت। أَفْضَلُ الذِّكْرِ – মুবতাদা, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – খবর। أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى – মুবতাদা, اول ـ من-এর مضاف اليه আর مَنْ يُدْعٰى الخ-এর صله, الذين খবর, يَحْمَدُوْنَ الخ ـ اَلَّذِيْنَ-এর صله।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَثَلُ الْعِلْمِ الخ ঃ এখানে উপকারবিহীন বিদ্যাকে বাহ্যিক ধন-সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সঞ্চিত ও গচ্ছিত ধন-সম্পদ দ্বারা ব্যক্তি নিজেও উপকৃত হয় না এবং অন্যদেরও উপকার সাধন হয় না। উপকারবিহীন বিদ্যার অবস্থাও অবিকল অনুরূপ। অন্য এক হাদীসে আমলবিহীন ইলমকে শক্ত ছিপি বা কাক দ্বারা মুখ বন্ধ আতর ভরা শিশি ইত্যাদির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মোটকথা, ধন সম্পদ ব্যয়ে করলে নিজের বা সমাজের যেমন উপকারে আসে অনুরূপভাবে বিদ্যা বা ইলমকেও প্রচার করলে উহার মূল্যায়ন হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ধন-সম্পদ ব্যয় করলে বাহ্যত হ্রাস পায় কিন্তু ইলম বা জ্ঞান ব্যয় করলে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

قَوْلُهُ أَفْضَلُ الخ ঃ কালিমার মধ্যে রয়েছে ইসলামের মূল ভিত্তি এবং খোদার একত্বতা। তাই এ কালিমা যত বেশি জপবে ততো বেশি প্রকাশিত হবে আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্ফুটিত হবে তার জ্যোতি ও আলো দ্বারা। তদ্রূপভাবে আলহামদু লিল্লাহ হলো উত্তম দোয়া, কেননা তাতে খোদার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি রয়েছে বান্দার আবেদন নিবেদন।

সচ্ছলতা ও অভাবে, সুখে ও দুঃখে, রুগ্ণ ও সুস্থায় সর্বাবস্থা যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আল্লাহ তার ওপর খুশি হন এবং বিনিময় স্বরূপ তাকে প্রদান করেন বেহেশত।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهَا

জুমলায়ে ইসলামিয়ার অপর একটি প্রকার যার শুরুতে لا نفي جنس প্রবিষ্ট হয়েছে

(عَنْ أَنَسٍ رض) لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَهْدَلَهُ . (بَيْهَقِيٌّ)

(عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رض) لَاحَلِيْمَ إِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا ذُوْتَجْرِبَةٍ . (اَحْمَدُ وَ تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ যার আমানত নেই তার ঈমানও নেই। আর যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দীনও নেই। যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছে সে ব্যতীত কেউ সহনশীল হয় না এবং যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে ব্যতীত কেউ (অভিজ্ঞ) বিচারক হয় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَمَانَةٌ ঃ আমানত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে স্থান বিশেষে ব্যবহার হয়। (ক) আমরা সাধারণত এটাকে ধন-সম্পদ সংরক্ষণ রাখা, গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করি। আর যে লোক ইহাতে তছররূপ করে সে খেয়ানতকারী বা আত্মসাৎকারী। (খ) দ্বিতীয় অর্থ হলো– শরিয়তের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করার নাম হলো আমানত। আর তার বিপরীত কাজ করার মানে হলো খেয়ানত।

عَهْدٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে عُهُوْدٌ অর্থ–চুক্তি, অঙ্গীকার। কুরআনে আছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

حَلِيْمٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حُلَمَاءُ বহছ اسم مبالغه অর্থ– ধৈর্যশীল, সহনশীল। কুরআনে আছে– إن إبراهيم لاواه حليم

عَثْرَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে عَثَرَاتٌ অর্থ– ভুল-ত্রুটি, বাধা-বিপত্তি। বাব ضرب، نصر، كرم، سمع অর্থ– পদস্খলিত হওয়া।

تَجْرِبَةٌ ঃ এটি مصدر বাব تفعيل মাদ্দাহ (ج ـ ر ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– পরীক্ষা করা, অভিজ্ঞতা অর্জন করা, ذوتجربة অভিজ্ঞ, পারদর্শী।

حَكِيْمٌ ঃ এটি اسم مبالغه একবচন, বহুবচনে حكماء অর্থ– দার্শনিক, অভিজ্ঞ।

তারকীব ঃ لَا ঃ لا نفى جنس আর اِيْمَانَ -لَا-এর اسم, لِمَنْ لَا الخ . ثابت -এর সাথে মিলে খবর। দ্বিতীয় বাক্যটিও অনুরূপ। حَلِيْمَ - لا-এর اسم আর اِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ খবর, তার পূর্বে উহ্য আছে اَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَاإِيْمَانَ الخ ঃ 'আমানত' রক্ষা করা ও 'ওয়াদা' পালন করা ঈমানের মৌলিক শর্ত নয়; বরং এগুলো হলো অংশ বিশেষ। কাজেই এখানে হাদীসে বর্ণিত 'ঈমান' নেই বা 'দীন' নেই মানে পরিপূর্ণ ঈমান ও দীন নেই। অর্থাৎ পরিপূর্ণতাকে রহিত করা হয়েছে, মূল বস্তুটিকে অস্বীকার করা হয়নি। এ জাতীয় বহু বাক্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا حَكِيْمَ الخ ঃ যে ব্যক্তি কথাবার্তা, ভাষণ-বক্তৃতা কিংবা লেখা-রচনায় বারবার ভুল-ত্রুটি করে লজ্জিত হয়েছে, অবশেষে মানুষ তার ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাকে মাফ করেছে, কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিকেই সহনশীল বলা যেতে পারে। কেননা বারবার হোঁচট খাওয়ার পর তার মধ্যে ধৈর্য কি জিনিস, তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। ফলে যদি কেউ কোনো অন্যায় করে বসে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই সেটাকে সহনশীলতার সাথে বরণ করতে পারবে, যে পূর্বে হোঁচট খেয়েছে।

আবার বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যে ব্যক্তি সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে বিশেষ অভিজ্ঞতার মালিক হয়েছে। কেননা, এমন ব্যক্তি ভাল-মন্দ, উপকারী ও অপকারী ইত্যাদি চিহ্নিত করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সুতরাং অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ব্যতীত কেউ-ই বিচারক, চিকিৎসক বা দার্শনিক হতে পারে না।

(عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضـ) لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ . (بَيْهَقِيٌّ) (عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضـ) لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (شَرْحُ السُّنَّةِ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ) لَا صَرُوْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ . (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ) لَابَأْسَ بِالْغِنَيِّ لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ . (اَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ তদবীর বা পরিণাম দর্শিতার মতো কোনো জ্ঞান নেই; নিবৃত্ত থাকর মতো কোনো আল্লাহ্ ভীতি নেই এবং উত্তম চরিত্রের মতো কোনো আভিজাত্য নেই। স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির অনুকরণ উচিত নয়। ইসলামে একঘরোয়া (বৈরজ্ঞতা) নেই। খোদাভীরুদের জন্য ধনী হওয়াতে দোষ নেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلتَّدْبِيْرُ ঃ এটি مصدر বা تفعيل মাদ্দাহ (د ـ ب ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– চিন্তা করা, পরিণামদর্শিতা, বিবেচনা। কুরআনে আছে– وَمَنْ يُّدَبِّرِ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ

وَرَعٌ ঃ এটি مصدر باب كرم، فتح، سمع জিনসে صحيح অর্থ– বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, পরহেযগারী।

اَلْكَفُّ ঃ এটি مصدر باب نصر জিনসে مضاعف অর্থ– বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা। কুরআনে আছে–

هُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

حَسَبٌ ঃ অর্থ– বংশীয় মর্যাদা, সম্মান, আভিজাত্য।

طَاعَةٌ ঃ اِطَاعَةٌ، اَطَاعَةٌ، طَاعَةٌ এটি مصدر মাদ্দাহ (ط ـ و ـ ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– অনুসরণ করা, অনুকরণ করা। কুরআনে আছে– وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

اَلْمَخْلُوْقُ ঃ সৃষ্টি, সৃষ্টজীব, বহুবচনে مَخْلُوْقَاتٌ ।

صَرُوْرَةٌ ঃ صَارُوْرَةٌ، صَرَارَةٌ এটি مصدر অর্থ– একাগ্রতা অবলম্বন করা, হজ ও বিবাহকে বারণ করা।

তারকীব ঃ عَقْلَ - لَا এর اسم, كَالتَّدْبِيْرِ - ثابت -এর সাথে মিলে খবর। طَاعَةَ - لَا -এর ইস্‌ম, لِمَخْلُوْقٍ - ثابت খবর। صَرُوْرَةَ - لَا -এর اسم, فِي الْاِسْلَامِ টি ثابت -এর সাথে মিলে খবর। بَأْسَ - لَا -এর اسم, بِالْغِنَيِّ - باس -এর সাথে متعلق - لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا عَقْلَ الخ ঃ তদবীর তথা পরিণাম চিন্তা করে কাজ করলে অনেক সময় বিপদ থেকে এড়িয়ে চলা যায়। তেমনিভাবে নিবৃত্ত থাকার মতো কোনো খোদাভীতি নেই, অর্থাৎ নিজের হাত ও মুখকে অন্যায় কাজ বা কথা থেকে বিরত রাখা এবং সকল প্রকার অবৈধ বস্তু হতে নিজকে বারণ করা। উত্তম চরিত্র হলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে সহনশীল ও মননশীল আচরণ এবং ন্যায় ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার মতো আভিজাত্য আর কিছু নেই।

قَوْلُهُ لَا طَاعَةَ الخ ঃ বিভিন্ন কাজে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে, অনুসরণ করে চলে একে অপরকে। এটাই একজন মানুষের স্বভাব হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে যে, শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করে অন্যকে আনন্দ দান করবে তা যেন না হয়।

قَوْلُهُ لَا صَرُوْرَةَ الخ ঃ শক্তি-সমর্থ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ থেকে অনীহা কিংবা হজব্রতে শীথিলতা করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

قَوْلُهُ لَا بَأْسَ الخ ঃ কারণ যারা খোদাভীরু হয়, তারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করতে কার্পণ্যতা করে না। আবার অপব্যয়ও করে না, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সচ্ছল হওয়াতে কোনো দোষ নেই।

اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ الَّتِىْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا حَرْفُ إِنَّ

যে সকল جمله اسميه -এর শুরুতে حرف ان প্রবিষ্ট হয়েছে।

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا . (بُخَارِىٌّ) (عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رض) إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً . (بُخَارِىٌّ) (عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ) إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا . (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুময়। নিশ্চয় কোনো কোনো কবিতা কৌশলমাত্র। নিশ্চয় অনেক বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْبَيَانُ ঃ এটি مصدر বাব تفعيل মাদ্দাহ (ب - ى - ن) জিনসে اجوف يائى অর্থ– বর্ণনা করা, বক্তৃতা দেওয়া, বাগ্মি কথা যা মানুষকে মুগ্ধ করে। কুরআনে আছে– خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

سِحْرٌ ঃ এটি مصدر বাব فتح জিনসে صحيح অর্থ– যাদু করা, প্রতারণা করা। কুরআনে আছে– يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

اَلشِّعْرُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَلْاَشْعَارُ অর্থ– কবিতা, ছন্দ।

حِكْمَةٌ ঃ এটি مصدر বাব كرم জিনসে صحيح অর্থ– বিচক্ষণতা, জ্ঞানগর্ভ, কৌশল। কুরআনে আছে– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اَلْعِلْمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে علوم অর্থ– জ্ঞান, বিদ্যা।

তারকীব ঃ إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর مِنَ الْبَيَانِ - متعلق محذوف -এর সাথে মিলে খবর, لَسِحْرًا ইসম। إِنَّ - مِنَ الشِّعْرِ -এর খবর, حِكْمَةً ইসম। إِنَّ - مِنَ الْعِلْمِ -এর খবর, جَهْلًا ইস্‌ম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الخ ঃ "سِحْرٌ" শব্দের অর্থ– পরিবর্তন। যাদু দ্বারা মানুষকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে ফেলা হয়। অনুরূপভাবে বক্তৃতা, বাক-নিপুণতা ও কথা শিল্পের সম্মোহনী শক্তি মানুষকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে। কখনো হক থেকে বাতিলের দিকে, আবার কখনো বাতিল থেকে হকের দিকে নিয়ে আসে।

কেউ কেউ বলেন, অত্র হাদীসে রাসূল ﷺ বাক কৌশলতার তিরস্কার করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা বক্তৃতা-শিল্পের প্রশংসা করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ الخ ঃ কবিতা ও ছন্দের মধ্যে সাধারণত অশ্লীল ও মন্দটাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, তদুপরী কতিপয় কবিতা আছে, যা ধর্মীয় উপদেশ এবং জ্ঞানগর্ভে পরিপূর্ণ। যার দ্বারা কোনো মন্দকে ভালোতে পরিণত করা যায়। যেমন– অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– اَلشِّعْرُ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ

قَوْلُهُ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ الخ ঃ যে বিদ্যার ফল ব্যক্তি বা সমাজের জন্য অকল্যাণকর, যেমন– চৌর্যবৃত্তি শিক্ষা, হস্তরেখা শিক্ষা, যাদু বিদ্যা ইত্যাদি। আল্লামা আযহারী (র)-এর মতানুসারে যে বিদ্বান নিজের বিদ্যানুসারে আমল করবে না, তাকেও মুর্খ বলা হবে। কাজেই তার এ বিদ্যাও মূর্খতারই নামান্তর।

(عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ) إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عَيَالًا . (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ رض) إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ . (اِبْنُ مَاجَةَ)
(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض) إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ . (اَبُوْدَاوُدَ)
(عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ কোনো কোনো কথা জীবনের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রিয়া (লৌকিকতা, লোক দেখানো আমল) অতি স্বল্প হলেও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে ফিতনাসমূহ থেকে এড়িয়ে রইল। নিশ্চয়ই পরামর্শদাতাকে আমানতদার হওয়া উচিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْقَوْلُ ঃ এটি مصدر বাব نصر অর্থ– কথাবার্তা, আলোচনা। কুরআনে আছে– فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا

عَيَالٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَيْلَةٌ অর্থ– দুর্ভোগ, বিপদ. যার ওপর অন্যের ভরণ-পোষণ আবশ্যক।

يَسِيْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে يسر অর্থ– সরল, সহজ, স্বল্প। কুরআনে আছে– اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

اَلرِّيَاءُ ঃ অর্থ– লৌকিকতা লোক দেখানো।

اَلسَّعِيْدُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سُعَدَاءُ অর্থ– সুখী, সৌভাগ্যবান। কুরআনে আছে– فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيْدٌ

اَلْفِتَنُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে فِتْنَةٌ অর্থ– পরীক্ষা, বিপদ, ফ্যাসাদ, পথভ্রষ্টতা। কুরআনে আছে–
اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

جُنِّبَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَجَنُّبًا মাদ্দাহ (ج ـ ن ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– যে এড়িয়ে রইল। (الشيء) দূর করা। কুরআনে আছে– وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى

اَلْمُسْتَشَارُ ঃ এটি اسم مفعول একবচন, বাব استفعال মাসদার إِسْتِنَارًا মাদ্দাহ (ش ـ و ـ ر) জিনসে اجوف واوى অর্থ– পরামর্শ চাওয়া।

مُؤْتَمَنٌ ঃ বাব افتعال মাসদার اِيْتِمَانًا মাদ্দাহ (ء ـ م ـ ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– আমানতদার। কুরআনে আছে–
فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ أُوْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ

তারকীব ঃ اِنَّ - يَسِيْرَ الرِّيَاءِ-এর ইসম, شِرْكٌ খবর। اِنَّ - اَلسَّعِيْدَ-এর ইসম - لِمَنْ جُنِّبَ - খবর, مَنْ - جنب-এর صله আর اِنَّ - اَلْمُسْتَشَارَ-এর ইসম, مُؤْتَمَنٌ - খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْقَوْلِ الخ ঃ কোনো কোনো কথা মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়। যেমন– অসংযত কথাবার্তা মানুষের সম্মান ও ইজ্জত লাঘব করে। নিজের কথায় নিজেই বিপদে পতিত হয়। সুতরাং সংযতভাবে কথাবার্তা বলা উচিত। কিংবা এমন কথা আছে, যা আলেম কিংবা জাহেল কেউই বুঝতে পারে না। সুতরাং কথা বা আলোচনা সরল-সহজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهٗ اِنَّ يَسِيْرَ الخ ঃ বান্দার সকল ইবাদত-বন্দেগি ও কল্যাণকর কর্মের পিছনে উদ্দেশ্য থাকতে হবে ইখলাস ও খোদার সন্তুষ্টি। যদি লোক দেখানো কিংবা সুনাম কুড়ানোর জন্য হয়, তাহলে তা হবে শিরক এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের নামান্তর। তাই আমাদেরকে সকল প্রকার ছোট বড় রিয়া পরিত্যাগ করা উচিত।

قَوْلُهٗ اِنَّ السَّعِيْدَ الخ ঃ যে ব্যক্তি শিরক, বিদ'আত, ধর্মদ্রোহীতা ও সকল প্রকার দীনি-দুনিয়াবী অনিষ্টতা হতে বিরত রইল, সে যেন সকল বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে সৌভাগ্যের আসনে অধিষ্ঠিত হলো।

قَوْلُهٗ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ الخ ঃ পরামর্শদাতার পরামর্শের ওপর হয়তো নির্ভর করবে সেই ব্যক্তির ভাগ্যলিপি। সুতরাং পবিত্র আমানত রক্ষার্থে সেই ব্যক্তির জন্য যা উত্তম এবং মঙ্গলজনক, সেই পরামর্শই দিতে হবে।

(عَنْ يَعْلٰى رض) إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ . (اَحْمَدُ) (عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رض) إِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ - (تِرْمِذِيٌّ وَنَسَائِيٌّ وَاَحْمَدُ) (عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض) إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ - (مُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً - (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় সন্তান কার্পণ্য ও ভীরুতার কারণ। নিশ্চয় সত্যই শান্তি এবং মিথ্যা হলো অশান্তি। নিশ্চয় আল্লাহা তা'আলা সুন্দর, সৌন্দর্যকেই পছন্দ করেন। নিশ্চয়ই প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে রয়েছে উত্তেজনা ও তীব্রতা। অতঃপর প্রত্যেক তীব্রতা (এক সময়) শীতল হয়ে পড়ে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَبْخَلَةٌ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ب ـ خ ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– কৃপণতা করা, কার্পণ্যের হেতু।

مَجْبَنَةٌ ঃ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ج ـ ب ـ ن) জিনসে صحيح অর্থ– ভীরু হওয়া, ভীরুতার কারণ।

طَمَانِيْنَةٌ ঃ اِطْمِيْنَانًا ، طَمَانِيَّةٌ এটি مصدر অর্থ– শান্তি, স্থীরতা।

رِيْبَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رِيَبٌ বাব ضرب মাদ্দাহ (ر ـ ء ـ ب) জিনসে مهموز عين অর্থ– সন্দেহ করা, অস্থিরতা। কুরআনে আছে– لَا رَيْبَ فِيْهِ

شِرَّةٌ ঃ অর্থ– তীব্রতা, তেজ, উত্তেজনা, উগ্রতা।

فَتْرَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে فَتَرَاتٌ অর্থ– দুর্বলতা, অলসতা, শিথিলতা, ক্লান্ত। কুরআনে আছে– يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُوْنَ

তারকীব ঃ اَلْوَلَدَ - إِنَّ -এর ইসম, مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ - খবর। اَلصِّدْقَ - إِنَّ -এর ইস্ম। طَمَانِيْنَةٌ – খবর। اَللّٰهَ - إِنَّ -এর ইসম, جَمِيْلٌ প্রথম খবর, يُحِبُّ الْجَمَالَ দ্বিতীয় খবর। شِرَّةً - إِنَّ -এর ইস্ম, لكل شىء - متعلق محذوف -এর সাথে মিলে খবর। لِكُلِّ شِرَّةٍ - لِكُلِّ شَىْءٍ -এর ওপর عطف

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الْوَلَدَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ সন্তানদের কার্পণ্য ও ভীরুতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, মানুষ স্বভাবতই সন্তানদের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তাদের ব্যয় বহনকেই অন্যান্য ব্যয়ের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং অনেক সময় এদের কারণেই আল্লাহর পথে ব্যয় থেকে নিবৃত থাকে। এ জন্য নবী করীম ﷺ এদেরকে কার্পণ্যের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এদেরকেই ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা মানুষ মৃত্যুর ভয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় জিহাদ হতে বিরত থাকে। তারা মনে করে মরে গেলে সন্তানরা দরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়বে, তাদের জীবন নির্বাহের কোনো উপায় থাকবে না। ফলে তাদের মধ্যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা জন্ম লাভ করে। এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার মূল কারণ হলো সন্তানগণ।

قَوْلُهُ إِنَّ الصِّدْقَ الخ ঃ নীরবে নির্জনে, রাতের অন্ধকারে সর্বাবস্থায় কোনো কাজ করলে বা বললে যদি অন্তরের মধ্যে আনন্দ ও শান্তি অনুভব হয়, মন থাকে ব্যাকুল ও চিন্তামুক্ত। তাহলে মনে করতে হবে এটা সত্যেরই প্রতিচ্ছবি। আর যে কাজে অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়, বিবেকের দংশনে জ্বলতে পুড়তে হয়, মনের মধ্যে বিরাজ করে অশান্তির জ্বালা তাহলে বলতে হবে এটা মিথ্যা ও অন্যায়ের ফলাফল।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ الخ ঃ আল্লাহ তা'আলা সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা ও অধিকারী। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সবকিছুই সুন্দর। আর তাঁর সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া ও ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিকুলে। তাই সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে ও অঙ্গে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার যাবতীয় গঠনে রয়েছে এক অবর্ণনীয় বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য। সুন্দর করেই তিনি এ নিখিল বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

قَوْلُهُ إِنَّ لِكُلِّ الخ ঃ আলোচিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, মানুষ সাধারণত প্রত্যেক ইবাদত-বন্দেগি ও অন্যান্য কাজের সম্পাদনায় প্রথম প্রথম খুব আগ্রহ ও উত্তেজনা দেখায়, অতঃপর ধীরে ধীরে তা নিস্তেজ হয়ে যায়, থাকে না তাতে পূর্বেকার ন্যায় উত্তেজনা তীব্রতা। তাই অতি উগ্রতা ও শিথিলতা ত্যাগ করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই হবে শ্রেয়।

(عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رض) إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ . (أَبُوْ نُعَيْمٍ) (عَنْ أَنَسٍ رض) إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ . (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ كَعْبِ بْنِ عَيَاضٍ رض) إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ . (تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض) إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ - (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই রিজিক মানুষকে এমনভাবে খুঁজে বেড়ায়, যেমন খুঁজে বেড়ায় তাকে মৃত্যু। নিশ্চয়ই শয়তান মানবদেহের শিরা উপশিরায় বিচরণ করে। নিশ্চয়ই সকল উম্মতের জন্য রয়েছে একটি পরীক্ষার বস্তু, আর আমার উম্মতের পরীক্ষার বস্তু হলো অর্থ-সম্পদ। নিঃসন্দেহে ঐ দোয়াটি অতিদ্রুত গৃহীত হয়, যে দোয়াটি একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَجْرِىْ ঃ বাব ضرب মাসদার جَرْيًا ، جَرَيَانًا মাদ্দাহ (ج ـ ر ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– চলাচল করে। কুরআনে আছে– وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

مَجْرٰى ঃ এটি একবচন, اسم ظرف কিংবা مصدر-ও হতে পারে। অর্থ– প্রবাহের স্থান, প্রবাহিত হওয়া। কুরআনে আছে– بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا

اَلدَّمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে دِمَاءٌ অর্থ– রক্ত, খুন। مَجْرَى الدَّمِ – খুন চলাচলের পথ, রগ, শিরা উপশিরা।

فِتْنَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে فِتَنٌ অর্থ– পরীক্ষা, ফ্যাসাদ, ঝগড়া, সম্পদ। কুরআনে আছে– إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

إِجَابَةٌ ঃ এটি مصدر বাব افعال মাদ্দাহ (ج ـ و ـ بْ) জিনসে اجوف واوى অর্থ– কবুল করা, গ্রহণ করা। কুরআনে আছে– اُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

أَسْرَعُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বাব سمع - كرم মাদ্দাহ (س ـ ر ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– তাড়াহুড়া করা, দ্রুত করা। أَسْرَعُ - অতিদ্রুত। কুরআনে আছে– إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

তারকীব ঃ اَلرِّزْقَ - إِنَّ-এর ইসম। لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ جمله فعليه হয়ে খবর। كَمَا يَطْلُبُهُ - طلبا - موصوف محذوف-এর صفت হয়ে يطلب - فعل-এর متعلق আর إِنَّ-এর ইসম। جمله - يَجْرِىْ الخ হয়ে খবর। فِتْنَةً - إِنَّ-এর ইসম, لِكُلِّ أُمَّةٍ - متعلق محذوف-এর সাথে মিলে খবর। فِتْنَةُ أُمَّتِىْ – মুবতাদা, اَلْمَالُ খবর। أَسْرَعَ الدُّعَا - إِنَّ-এর ইসম। إِجَابَةً - أَسْرَعَ-এর নিসবত থেকে তমীয। دَعْوَةُ غَائِبٍ - খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الرِّزْقَ الخ ঃ মানুষের ভাগ্য এবং তাকদীরে যা বরাদ্দ রয়েছে তা অবশ্যই সে পাবে, প্রয়োজন মোতাবেক তাকে কিছু চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সর্বদা ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর ওপর। অযথা হৈ চৈ করা কিংবা সীমাতীত ক্লান্তহীন চেষ্টা করা হবে নিষ্ফল।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, রিজক মৃত্যুর চেয়েও দ্রুত গতিতে বান্দার নিকট পৌঁছে যায়। কারণ রিজক সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে মৃত্যু আসবে না।

قَوْلُهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ الخ ঃ মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন খুন প্রবাহিত হয় অথচ সে টের পায়না, তেমনিভাবে শয়তানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও কুমন্ত্রণা মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করে যে, তার কোনো খবরও থাকে না। যদ্দরুন পুণ্যের কাজে তার অনীহা সৃষ্টি হয়। কিংবা তাকে এমন শক্তি প্রদান করা হয়েছে যে, সে সরাসরি মানুষের রগে রন্ধ্রে প্রবেশ করে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়।

قَوْلُهُ إِنَّ لِكُلِّ الخ ঃ ফিতনা বলা হয়, যে সকল বস্তুর অবলম্বনে মানুষ পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আর উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ-এর পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থ-সম্পদকে। মানুষকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন যে, সে কিভাবে তা ব্যয় করল, কোন পথে ব্যয় করল। অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে আল্লাহ ও বান্দার হক কতটুকু আদায় করল।

قَوْلُهُ إِنَّ أَسْرَعَ الخ ঃ চক্ষুর অন্তরালে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য যে দোয়াটি হয়ে থাকে, তা হয় সম্পূর্ণ ইখলাস সম্মত, লৌকিকতা বিবর্জিত। আর এ ধরনের নিষ্কলুষ দোয়া আল্লাহ তা'আলা দ্রুত কবুল করেন।

(عَنْ ثَوْبَانَ رض) إِنَّ الرَّجُلَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ - (اِبْنُ مَاجَةَ)
(عَنْ ثَوْبَانَ رض) إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا - (اِبْنُ مَاجَةَ)
(عَنْ اَنَسٍ رض) إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ . (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ কৃত পাপ ব্যতীত আর কিছুই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে না। নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি তার স্বীয় রিজিক পূর্ণাঙ্গ না করা পর্যন্ত মরবে না। নিঃসন্দেহ দান-খায়রাত পালনকর্তার ক্রোধকে নির্বাপিত করে এবং প্রতিহত করে অশোভনীয় মৃতকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُحْرَمُ ঃ বাব نصر মাসদার حِرْمَانًا মাদ্দাহ (ح ـ ر ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– বঞ্চিত করা হয়। কুরআনে আছে– وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

يُصِيْبُ ঃ বাব افعال মাসদার اِصَابَةً মাদ্দাহ (ص ـ و ـ ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ– যা সে করেছে (কৃত)। কুরআনে আছে– فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

تَسْتَكْمِلُ ঃ বাব افعال মাসদার اِسْتِكْمَالًا মাদ্দাহ (ك ـ م ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– পূর্ণ করে।

رِزْقٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَرْزَاقٌ অর্থ– জীবিকা, রুজি। কুরআনে আছে– وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

تُطْفِئُ ঃ বাব افعال মাসদার اِطْفَاءً মাদ্দাহ (ط ـ ف ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– নির্বাপিত করে। কুরআনে আছে– يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ

غَضَبٌ ঃ অর্থ– ক্রোধ, অসন্তুষ্টি। কুরআনে আছে– وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ

تَدْفَعُ ঃ বাব فتح মাসদার دَفْعًا অর্থ– প্রতিহত করে। কুরআনে আছে– وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ

مِيْتَةٌ ঃ এটি স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে مَيِّتٌ বহুবচনে مِيْتَاتٌ অর্থ– মৃতদেহ, মৃত।

اَلسُّوْءُ ঃ অর্থ– মন্দ, অশোভনীয়। কুরআনে আছে– يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ

তারকীব ঃ اَلرَّجُلَ - اِنَّ-এর ইসম। يُحْرَمُ - খবর, يُصِيْبُ - اَلذَّنْبِ থেকে حال আর نَفْسًا - اِنَّ-এর ইসম, لَنْ تَمُوْتَ - খবর। اَلصَّدَقَةَ - اِنَّ-এর ইসম। تُطْفِئُ - খবর। تَدْفَعُ تُطْفِئُ-এর ওপর عطف।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الرَّجُلَ الخ ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অনেক পাপী, অপরাধী ও কাফির রয়েছে, যাদের জীবিকা ও অর্থ-সম্পদ একজন ধর্মভীরু মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে কৃত পাপের কারণে জীবিকা সংকুচিত হওয়ার বাণীর সাথে বাস্তবের সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তরে বলা হয় যে, এখানে জীবিকা অর্থে পরকালের জীবিকা বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো গুনাহের কারণে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর যদি জীবিকা বলতে ইহকালীন জীবিকা বুঝায়, তাহলে এক্ষেত্রে জবাব এই যে, কাফির ও পাপীদের যদিও পার্থিব অনেক ধন-সম্পদ হাতে আসে, তবুও প্রকৃত স্বস্তি ও আন্তরিক পরিতৃপ্তি কখনো আসে না। অতএব এ প্রচুর সম্পদ আপত দৃষ্টিতে সম্পদ হলেও পরিতৃপ্তি প্রদানে অক্ষম বিধায় সম্পদ নামের অযোগ্য।

قَوْلُهُ اِنَّ نَفْسًا الخ ঃ মানুষ যখন দুনিয়াতে পা রাখে, তখন তার জন্য বরাদ্দকৃত জীবিকাও তার অনুসরণ করে। সে রিজিককে পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা ব্যতীত তার মৃত্যু হবে না।

قَوْلُهُ اِنَّ الصَّدَقَةَ الخ ঃ সচ্ছলতায় এবং অভাবে আল্লাহর রাস্তায় দান-খায়রাত করলে পার্থিব অনিষ্টতা হতে নিরাপদ থাকা যায়। তেমনিভাবে মৃত লগ্নে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আখিরাতের শাস্তি হাত মুক্তি পাওয়া যায়।

(عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ (رض) إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى . (أَحْمَدُ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (مُسْلِمٌ) (عَنْ جَابِرٍ رض) إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ - (أَحْمَدُ وَتِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ তুমি লাল (সুশ্রী) কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ (বিশ্রী) এর চেয়ে উত্তম নয়; হাঁ-যদি খোদাভীরুতায় তাদের থেকে অগ্রগামী হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং সম্পদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিন্তু তোমাদের অন্তরের অবস্থা ও আমলসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যমুখে মিলিত হওয়াও একটি ভাল কাজ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَحْمَرُ ঃ এটি সীগায়ে সিফাত। অর্থ- অতি লাল (সুন্দর)।

أَسْوَدُ ঃ অতি কালো, কৃষ্ণাঙ্গ, (কুশ্রী)।

لَايَنْظُرُ ঃ বাব نصر মাসদার نَظْرًا জিনসে صحيح অর্থ- ভ্রূক্ষেপ করে না। কুরআনে আছে- وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ

صُوَرٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে صُوْرَةٌ অর্থ- আকৃতি, চেহারা।

اَلْمَعْرُوْفُ ঃ পরিচিত, প্রশংসিত, সকল প্রকার ভাল-কর্ম।

طَلْقٌ ঃ طا-এর মধ্যে তিন হরকত হতে পারে। এটি صيغة صفت বাব كرم অর্থ- হাস্যমুখ, হাসিমুখে।

তারকীব ঃ كاف خطاب - إِنَّ-এর ইস্‌ম, لَسْتَ بِخَيْرٍ - খবর। اَللّٰهَ - إِنَّ-এর ইসম, لَايَنْظُرُ الخ - খবর। مِنَ الْمَعْرُوْفِ - إِنَّ-এর خبر مقدم আর بتاويل مصدر হয়ে إِنَّ-এর ইস্‌ম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّكَ الخ ঃ ইসলাম লাল গোরা, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকল প্রকার বর্ণবাদ ও সকল বংশীয় পদ-মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। বর্ণ ও বংশে কেউ কারো ওপর শ্রেষ্ঠ নয়। কেবলমাত্র ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। কুরআনে আছে- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ الخ ঃ মানুষ সাধারণত চেহারার বাহ্যিক সুন্দর-লাবণ্যতা ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে গর্ব করে থাকে এবং এটাকে সাফল্যের মাপকাঠি মনে করে। অথচ আল্লাহর নিকট এগুলো তুচ্ছ, মূল্যহীন এবং বান্দার অন্তরের অবস্থা ও আমলসমূহে কতটুকু ইখলাস-তাকওয়ার দখল রয়েছে সেটাই আল্লাহর নিকট বিবেচ্য। তাই বান্দার আমলের মধ্যে ইখলাস ও অন্তর যেন পরিষ্কার থাকে সেদিক দৃষ্টি রাখতে হবে।

قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ الخ ঃ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হওয়া। তাকে হতে হবে আপাদমস্তক ভালবাসার প্রতীক। সুতরাং পরস্পর যখন সাক্ষাৎ হবে হাস্যমুখে কথাবার্তা বলাও তার একটি নিদর্শন।

(عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رض) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ - (تِرْمِذِيٌّ)
(عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رض) إِنَّ الرِّبٰو وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلٰى قُلٍّ - (اِبْنُ مَاجَةَ) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةِ الْقُشَيْرِيِّ) إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ۔

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট অগ্রগণ্য সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়। সুদের পরিমাণ বাহ্যত যত অধিকই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ অতি নগণ্য। নিশ্চয় রাগ ঈমানকে বিনিষ্ট করে দেয়, যেমন সাবির (গাছের তিক্ত আঠা) মধুকে বিনিষ্ট করে দেয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

إِنَّ أَوْلٰى ঃ বাব ضرب, মাসদার وَلْيًا, মাদ্দাহ (و ـ ل ـ ى), জিনসে لفيف مفروق, অর্থ– অতি নিকটবর্তী। কুরআনে আছে– أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا

بَدَأَ ঃ বাব فتح, মাসদার بَدْأً মাদ্দাহ (ب ـ د ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– শুরু করল।

اَلرِّبٰوا ঃ অর্থ– সুদ, সম্পদের অবৈধ বৃদ্ধি। কুরআনে আছে– أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

عَاقِبَةً ঃ এটি একবচন, বহুবচনে عَوَاقِبُ, অর্থ– পরিণাম ফল, শেষফল। কুরআনে আছে– وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ

قُلٌّ ঃ قلا ، قلا ، قلة এটি مصدر, অর্থ– ঘাটতি হওয়া, হ্রাস পাওয়া।

اَلْغَضَبُ ঃ এটি مصدر, বাব ضرب, জিনসে صحيح অর্থ– ক্রোধ, রাগ। কুরআনে আছে– وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

يُفْسِدُ ঃ বাব افعال, মাসদার اِفْسَادًا, মাদ্দাহ (ف ـ س ـ د) জিনসে صحيح অর্থ– বিনষ্ট করে দেয়। কুরআনে আছে– وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا

اَلْعَسَلُ ঃ এটি اسم جامد, একবচন, বহুবচনে اَعْسَالٌ ، عُسُوْلٌ অর্থ– মধু।

তারকীব ঃ اَوْلَى النَّاسِ - اِنَّ-এর ইসম, بِاللّٰهِ - اولى-এর সাথে متعلق ، مَنْ بَدَأَ الخ – খবর। اَلرِّبٰوا - اِنَّ-এর ইসম, وَاِنْ كَثُرَ - جملة تعليليه আর তার خبر محذوف لا يعتدبه। اَلْغَضَبَ - اِنَّ-এর ইসম। يُفْسِدُ - اِنَّ-এর খবর, كَمَا يُفْسِدُ - موصوف افساد মাহযূফের صفت ، موصوف صفت মিলে يُفْسِدُ-এর مفعول مطلق

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ الخ ঃ অত্র হাদীসের অর্থ হলো, এমন দু ব্যক্তির মধ্যে সে নৈকট্য লাভের অধিকারী হবে, যে দু' ব্যক্তি অবস্থাগতভাবে সমান। যেমন– উভয়ে আরোহী অবস্থায় রাস্তা অতিক্রম করছে। এমতাবস্থায় যে অগ্রে সালাম দেবে, সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় এবং আল্লাহর রহমত, মাগফিরাতের বিশেষ অধিকারী হবে। কেননা সে-ই প্রথমে একটি ভালকাজের সূচনা করেছে।

قَوْلُهٗ اِنَّ الرِّبٰوا الخ ঃ নবী করীম ﷺ প্রদর্শিত ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার একটি বিশেষ মূলনীতি হলো সুদকে হারাম করা এবং সাথে সাথে তার ইহলৌকিক, পারলৌকিক ক্ষতি সম্পর্কেও মানুষকে অভিহিত করা। যেমন, বলা হয়েছে– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ "আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন আর সদকাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।" এ প্রেক্ষিতে হুযূর ﷺ বলেছেন, যে সুদ বাহ্যিক যতই অধিক হোকনা কেন তার শেষ পরিমাণ অতি নগণ্য। কারণ এতে কোনো বরকত ইত্যাদি হয় না।

قَوْلُهٗ اِنَّ الْغَضَبَ الخ ঃ সাবির এক জাতীয় তিক্ত ফল। সাধারণত আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, সেটা নির্দিষ্ট এক জাতীয় গাছের তিক্ত রস বা আঠা যাকে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় 'মুসাব্বর' বলে। আমরা পূর্বেই বলেছি ক্রোধ হলো ঈমানের পরিপন্থী। ক্রোধের সময় ঈমানের বিপরীতে অনেক কাজ সংঘটিত হয়ে যায়। ক্রোধ হলো শয়তানের প্ররোচনা। এসব কারণে হুযূর ﷺ বলেছেন, সাবির যেভাবে মধুকেবিনষ্ট করে ফেলে, অনুরূপভাবে ক্রোধও ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

(عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض) إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ - (مُسْلِمٌ) (عَنْ الْمُغِيْرَةِ رض) إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ সত্যবাদিতা পুণ্যের কাজ, আর পুণ্য মানুষকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যা বলা পাপের কাজ, আর পাপ মানুষকে দোজখে নিয়ে যায়। নিঃসন্দেহ আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন– তোমাদের মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্ট অপছন্দনীয় করেছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْبِرُّ ঃ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ب ـ ر ـ ر) জিনসে مضاعف অর্থ– পুণ্য, সদাচরণ। কুরআনে আছে– لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

فُجُوْرٌ ঃ এটি اسم مبالغة অর্থ– পাপাচারিতা, অশ্লীল। কুরআনে আছে– فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

عُقُوْقٌ ঃ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ع ـ ق ـ ق) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– অবাধ্যতা করা দুঃখ কষ্ট দেওয়া।

وَأْدٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب মাদ্দাহ (و ـ أ ـ د) জিনসে مثال واوى ، مهموز عين অর্থ– জীবন্ত কবর দেওয়া, জীবন্ত প্রোথিত করা। কুরআনে আছে– وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ

اَلْبَنَاتُ ঃ বহুবচন, একবচনে بِنْتٌ অর্থ– কন্যাসমূহ। কুরআনে আছে– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

هَاتِ ঃ এটি اسم فعل অর্থ– اَعْطِ – দাও, দান করো। এখানে উদ্দেশ্য ভিক্ষাবৃত্তি।

اِضَاعَةٌ ঃ এটি مصدر বাব افعال মাদ্দাহ (ض ـ ى ـ ع) জিনসে اجوف يائى অর্থ– বিনষ্ট করা, ধ্বংস করা। কুরআনে আছে– مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

তারকীব ঃ اَلصِّدْقَ - اِنَّ-এর ইসম, بِرٌّ - খবর। اَلْبِرَّ - اِنَّ-এর ইসম, يَهْدِىْ - খবর। اَللّٰهَ - اِنَّ-এর ইসম, حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الصِّدْقَ الخ ঃ সত্য ও মিথ্যা এমন দু'টো পরস্পর বিরোধী গুণ, যা মানুষের সহজাত স্বভাব। এ দু'টোর একটি মানুষকে হয়তো মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করে, অপরটি অপমানের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। সুতরাং নবী করীম ﷺ পৃথক পৃথকভাবে উভয় বস্তুর প্রতিক্রিয়া বা তাসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সে সর্বদা নেক কাজ করতে থাকে। ফলে সে পুণ্য কাজই তাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তখন সেই মিথ্যা তাকে পাপাচারের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং সেই পাপাচার তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। তাই হুযূর ﷺ এ জঘন্য পাপ হতে বেঁচে থাকার জন্য কঠোরভাবে সাবধান করেছেন।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الخ ঃ অত্র হাদীসে মায়েদের কথা বিশেষভাবে আলোচনা এ জন্য করা হয়েছে যে, মায়েরা জন্মগতভাবে দুর্বল হয়ে থাকে। বার্ধক্যে পিতাদের তুলনায় মায়েরাই সন্তানের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তা ছাড়া এতে মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

وَأْدُ الْبَنَاتِ-এর অর্থ– কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিতকরণ। জাহিলিয়া যুগে বংশীয় কলঙ্ক থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত মাটি চাপা দেওয়া হতো। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কেননা এটা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে বৃহত্তর।

"مَنَعَ" শব্দের অর্থ– নিষেধ করা অর্থাৎ অন্যকে কিছু দান করার ব্যাপারে নিষেধ করা। এটা দ্বারা কার্পণ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর "هَاتِ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে– দাও, আনো। অর্থাৎ অন্যের কাছে যা রয়েছে তা পেতে আগ্রহী হওয়া। এককথায়, مَنَعَ وَهَاتِ দ্বারা কার্পণ্য ও অন্যের সম্পদ সম্পর্কে লোভ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ করা হারাম। قِيْلَ وَقَالَ দ্বারা অযথা তর্ক-বিতর্ক ও অধিক বাক্য ব্যয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটা ছিদ্রান্বেষণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অযথা তর্ক-বিতর্ক করা ও অন্যের ছিদ্রান্বেষণকে হারাম করেছেন।

(عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رض) إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ - (أَبُوْ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ - (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কাজ হলো, একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসা এবং একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা। হুঁশিয়ার! সমগ্র দুনিয়া অভিশপ্ত এবং তার মধ্যে যা রয়েছে সবই অভিশপ্ত, কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণ এবং যা কিছু তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আলেম ও ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْحُبُّ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ح ـ ب ـ ب) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– ভালবাসা, মহব্বত।

اَلْبُغْضُ ঃ এটি مصدر বাব نصر জিনসে صحيح অর্থ– ঘৃণা, শত্রুতা পোষণ করা।

مَلْعُوْنَةٌ ঃ এটি اسم مفعول একবচন, বহুবচনে مَلَاعِيْنُ বাব فتح মাসদার لَعْنًا মাদ্দাহ (ل ـ ع ـ ن) জিনসে صحيح

অর্থ– অভিশপ্ত করা, ধিকৃত করা, গালি দেওয়া, বদদোয়া করা। কুরআনে আছে–

أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ

وَالَا ঃ বাব مفاعلة মাসদার وَلَاءً ، ومولاة মাদ্দাহ (و ـ ل ـ ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– নিকটবর্তী হলো, পরস্পর বন্ধুত্ব করল। ماوالاه – যা তার নিকটবর্তী হয়, (সংশ্লিষ্ট)।

তারকীব ঃ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ - إِنَّ-এর ইসম اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ - খবর। اَلدُّنْيَا - إِنَّ-এর ইসম, مَلْعُوْنَةٌ - খবর, مَلْعُوْنٌ - দ্বিতীয় খবর, ذِكْرُ اللّٰهِ الخ - مَلْعُوْنَةٌ থেকে مستثنى।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ الخ ঃ কাউকে ভালবাসা, ভাল জানা এবং কাউকে ঘৃণা করা, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হবে। কোনো মানুষ দীনদার ও খোদাভীরু হলে তাকে এ দীনদারীর জন্য ভালবাসতে হবে। হয়তো সে ব্যক্তিকে ভালবাসার মাঝে বিধাতার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে কারো মধ্যে খোদাদ্রোহীতা পরিলক্ষিত হলে একমাত্র এ কারণেই তাকে ঘৃণা করা যাবে বা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে।

পার্থিব জগতের জাঁকজমক ও লোভ-লালসায় মানুষ ভুলে বসে তার স্রষ্টাকে। তাঁর আদেশ-নিষেধের কোনো প্রকার তোয়াক্কা করে না। নিমজ্জিত হয় বিভিন্ন প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচারে। এহেন অবস্থায় তারা খোদার আক্রোশ ও ক্রোধের শিকার হয়। এ জন্যই দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হিসাবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবে, দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং অন্যকে শিক্ষা দেবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত-বরকতের প্রতিশ্রুতি।

(عن أبي هريرة رض) إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . (ابْنُ مَاجَةَ) .

অনুবাদ ঃ মু'মিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যেগুলোর ছওয়াব তার কাছে পৌঁছতে থাকবে, তাহলো ঃ (১) এমন ইলম যা সে শিক্ষা করেছে, অতঃপর তা বিস্তার লাভ করেছে। (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়াতে রেখে গেছে। অথবা, (৩) কুরআন যা মিরাস রূপে রেখে গেছে। অথবা, (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে। অথবা, (৫) সরাইখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য তৈরি করে গিয়েছে। অথবা (৬) খাল, কূপ, পুকুর ইত্যাদি ইত্যাদি যা সে খনন করে গেছে। অথবা, (৭) দান-সদকা যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকা কালে তার ধন-সম্পদ হতে করে গিয়েছে। এসব গুলোর ছওয়াব তার মৃত্যুর পর তার নিকট পৌঁছতে থাকবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَلْحَقُ ঃ বাবে فتح মাসদার لُحُوقًا জিনসে صحيح মাদ্দাহ (ل ـ ح ـ ق) অর্থ– সে পৌঁছে, যুক্ত হয়। কুরআনে আছে– وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

نَشَرَ ঃ বাব نصر ، ضرب মাসদার نَشْرًا ، نُشُورًا জিনসে صحيح অর্থ- সে প্রচার করল। কুরআনে আছে– وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

مُصْحَفٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে مَصَاحِفُ অর্থ– কুরআন, পুস্তিকা।

وَرَّثَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَوْرِيثًا মাদ্দাহ (و ـ ر ـ ث) জিনসে مثال واوى অর্থ– উত্তরাধিকার করেছে। কুরআনে আছে– وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

بَنَى ঃ বাব ضرب মাসদার بِنَاءً ، بُنْيَانًا মাদ্দাহ (ب ـ ن ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে নির্মাণ করেছে। কুরআনে আছে– وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

بَيْتٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে بُيُوتٌ অর্থ– ঘর, সরাইখানা। কুরআনে আছে– فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

اِبْنُ السَّبِيلِ ঃ পথিক, মুসাফির। কুরআনে আছে– وَفِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

نَهْرٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে انهار অর্থ– নদী, ঝরনা। কুরআনে আছে– وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا

اَجْرَى ঃ বাব افعال মাসদার اجراء মাদ্দাহ (ج ـ ر ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে চালু করেছে। কুরআনে আছে– تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

صِحَّةٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب জিনসে مضاعف অর্থ– সুস্থতা, দোষমুক্ত হওয়া।

তারকীব ঃ إِنَّ - مِمَّا يَلْحَقُ الخ -এর خبر مقدم ، اسم موخر হলো عِلْمًا আর عَلِمَهُ হলো صفت -এর عِلْمًا ، صَالِحًا আর وَلَدًا - দ্বিতীয় صفت ، وَلَدًا ، مُصْحَفًا ইত্যাদি عِلْمًا -এর ওপর عطف ও تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِهِ হচ্ছে- ولد -এর প্রথম صفت ، تركه - جمله مستانفه -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ مِمَّا الخ ঃ نَشَرٌ অর্থ– প্রচার-প্রসার, এতে ধর্মীয় গ্রন্থের রচনা, অনুবাদ, সংকলন ও ওয়াজ-নসিহত সবই অন্তর্ভুক্ত। مُصْحَفًا وَرَّثَهُ – অর্থ কোনো কুরআন ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছে, এর মধ্যে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রচার-প্রসার ও প্রকাশনা এবং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যাওয়া উদ্দেশ্য।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (بُخَارِىٌّ)

(عَنْ أَنَسٍ رض) إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ (أَبُوْدَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এ দীনকে কখনো অসৎ ব্যক্তি দ্বারা শক্তিশালী (সাহায্য) করেন। কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে একটি হলো যে, মানুষ মসজিদ সমূহ–এর নির্মাণ নিয়ে গর্ব করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُؤَيِّدُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَأْيِيْدًا মাদ্দাহ (أ ـ ى ـ د) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء - اجوف يائى অর্থ– সাহায্য করে।

اَلْفَاجِرُ ঃ অর্থ– বদকার, অসৎ, পাপী।

اَشْرَاطٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে شَرْطٌ অর্থ– নিদর্শন, চিহ্ন, আলামত। কুরআনে আছে– فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

يَتَبَاهٰى ঃ বাব تفاعل মাসদার تَبَاهِيًا মাদ্দাহ (ب ـ ه ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– গর্ব করে, অহঙ্কার করে।

তারকীব ঃ اَللّٰهَ - اِنَّ-এর ইসম, لَيُؤَيِّدُ الخ - جمله فعليه হয়ে খবর। اَلْفَاجِرِ - اَلرَّجُلِ-এর صفت আর مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ - ان-এর خبر مقدم ، اَنْ يَّتَبَاهٰى - بتاويل مفرد হয়ে ان-এর ইসম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ الخ ঃ فَاجِرٌ অর্থ– বদকার, অসৎ, এখানে ফাজের দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য, কিংবা অসৎ মুসলমানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

قَوْلُهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ الخ ঃ কেবলমাত্র লোক দেখানোর জন্য মসজিদের কর্মকাজে হস্তক্ষেপ করবে এবং পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত হবে। কিংবা মসজিদের ভিতর অযথা তর্কবিতর্ক ও গল্প গুজবে মশগুল হবে। এটিও কিয়ামতের একটি আলামত।

إِنَّمَا

যে সকল বাক্যের শুরুতে إنما আসে এবং সীমিতকরণের অর্থ দেয়।

(عَنْ جَابِرٍ رض) إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ . (أَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رض) إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ (জ্ঞানীকে) জিজ্ঞাসা করাই হলো মূর্খতার (রোগের) চিকিৎসা। বস্তুত ব্যক্তির কর্মফল তার শেষ কর্মের উপরই নির্ভরশীল। কবর হবে বেহেশতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান, কিংবা জাহান্নামের গর্তসমূহ হতে একটি গর্ত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

شِفَاءٌ ঃ এটি مصدر একবচন, বহুবচনে أَشْفِيَةٌ অর্থ– সুস্থতা, চিকিৎসা। কুরআনে আছে– فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

اَلْعِيُّ ঃ এটি مصدر باب سمع অর্থ– অজ্ঞতা, মূর্খতা। بالامر عن الامر - অক্ষম হওয়া। কুরআনে আছে– أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ

اَلْخَوَاتِيْمُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে خَاتِمَةٌ বহুবচনে خَوَاتِمُ ، خَاتِمَاتٌ-ও আসে। অর্থ– পরিণতিসমূহ, শেষ পরিণাম। কুরআনে আছে– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

رَوْضَةٌ ঃ এটি اسم جامد বহুবচনে رِيَاضٌ ، رَوْضَاتٌ অর্থ– বাগান, উদ্যান। কুরআনে আছে– فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ

حُفْرَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حُفَرٌ অর্থ– গর্ত, সুড়ঙ্গ। কুরআনে আছে– وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

তারকীব ঃ شِفَاءُ الْعِيِّ – মুবতাদা, اَلسُّؤَالُ – খবর। اَلْأَعْمَالُ – মুবতাদা, بِالْخَوَاتِيْمِ - متعلق محذوف -এর সাথে মিলে খবর। الاعمال -এর পূর্বে عبرة - مضاف টি উহ্য আছে। اَلْقَبْرُ – মুবতাদা, رَوْضَةٌ – খবর। مِنْ - متعلق - رِيَاضِ الْجَنَّةِ -এর সাথে মিলে روضة -এর صفت । حُفْرَةٌ - روضة -এর ওপর عطف -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّمَا شِفَاءُ الخ ঃ আলোচিত বাক্যটি একটি বৃহত্তর হাদীসের অংশ বিশেষ। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমরা কতেক লোক এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় একটা পাথরের চোট লাগল এবং তার মাথাকে জখমি করে দিল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি মনে কর এ অবস্থায় আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পেয়েছ। সুতরাং সে গোসল করল এবং এতে সে মারা গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, তারাই এ লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহও তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন নিজে জানে না অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা অজানা রোগের চিকিৎসাই হলো জিজ্ঞেস করা। এ হাদীস থেকে কয়েকটি মাসআলা নির্গত হয়। প্রথমত না জেনে ফতোয়া দান করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত কোনো মুফতি ভুল ফতোয়া দিলেও এর জন্য তার ওপর কিসাস বা জরিমানা ওয়াজিব হয় না।

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ الخ ঃ মৃত্যুকালীন শেষ পরিণাম ভাল হলে তার সবই ভালো, আর শেষ পরিণাম মন্দ হলে তার সবই মন্দ। তাই কথায় বলে, 'শেষ ভালো যার সব ভালো তার।' মানুষদেরকে নেক আমল বা ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহ এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই হাদীসের অবতরণ করা হয়েছে। কেননা এমনও হতে পারে যে, এ মুহূর্তই তার শেষ মুহূর্ত এবং এ কাজেই তার শেষ কাজ। কাজেই সর্বদা নেক কাজ করা এবং মন্দ আমল হতে দূরে সরে থাকার চেষ্টা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْقَبْرُ الخ ঃ বান্দার কর্ম ও আমলের ভাল-মন্দের ওপর নির্ভর করবে তার অবস্থান। নেক আমল করলে তার ঠিকানা হবে বেহেশত। আর মন্দ কাজের ফল স্বরূপ তার জন্য নির্ধারিত হবে জাহান্নাম।

اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ

فعل বাচক বাক্য সমূহ

(عَنْ أَنَسٍ رض) كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا - (بَيْهَقِيٌّ) (عَنْ جَابِرٍ رض) يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ - (مُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ অচিরেই দরিদ্রতা মানুষকে কুফরির সীমানায় পৌঁছে দেবে। প্রত্যেক মানুষ সে অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে যে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা বলে বেড়াবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَادَ ঃ كيدودة এটি فعل مقارب অর্থ– শীঘ্রই, অচিরেই। কুরআনে আছে– وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

اَلْفَقْرُ ঃ এটি مصدر বাব كرم অর্থ– অভাব, দরিদ্রতা। কুরআনে আছে– أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ

يُبْعَثُ ঃ বাব نصر মাসদার بَعْثًا জিনসে صحيح অর্থ– উত্থিত হবে।

يَوْمَ الْبَعْثِ ঃ কিয়ামত দিবস। কুরআনে আছে– إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

كَفٰى ঃ বাব ضرب মাসদার كِفَايَةٌ মাদ্দাহ (ك ـ ف ـ ى) জিনসে اجوف يائى অর্থ– যথেষ্ট হয়েছে। কুরআনে আছে– وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

اَنْ يُحَدِّثَ ঃ এখানে ان ناصبه -এর কারণে يحدث পদ যবর বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থ– সে বর্ণনা করে।

তারকীব ঃ اَلْفَقْرُ - كَادَ -এর ইসম, اَنْ يَّكُوْنَ - খবর। كُلُّ عَبْدٍ - يُبْعَثُ -এর نائب فاعل আর عَلٰى مَا হচ্ছে متعلق আর مَاتَ হচ্ছে ما - اسم موصول -এর صله আর اَنْ يُّحَدِّثَ হলো كَفٰى -এর فاعل আর كَذِبًا হলো اَلْمَرْءِ থেকে حال কিংবা تميز হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَادَ الْفَقْرُ الخ ঃ গরিব-ধনী অর্থের বিবেচনায় নয়; বরং হৃদয় যার গরিব সে-ই প্রকৃত অভাবী। এ গরিব হৃদয়ই হলো কুফরির কারণ। এটা কখনো আল্লাহর সর্ব ক্ষমতার ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, আবার কখনো তার সিদ্ধান্তের ওপর অনীহা সৃষ্টি করে অথবা কখনো এ দরিদ্রতাই সরাসরি কুফরির মধ্যে লিপ্ত করে ফেলে। আর এটা এভাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কাফির-মুশরিক আল্লাহর দ্রোহীরা পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতার মাঝে ডুবে রয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমান দরিদ্রতার চরম নিচু সীমায় বসবাস করে। স্বভাবত এটা দেখে অনেকেই বিব্রত হতে পারে। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, দরিদ্রতা যেন কুফরির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

قَوْلُهُ يُبْعَثُ كُلُّ الخ ঃ যদি ঈমান ও পুণ্যের কাজ রত মৃত্যু হয়, তাহলে তার উত্থানও হবে মু'মিন এবং অনুগত বান্দা হিসাবে। পক্ষান্তরে যদি তার মৃত্যু হয় কুফরি ও শিরকী অবস্থায়, কাল কিয়ামতের দিবসে সে অবস্থাই খোদার সম্মুখীন হবে। তাই বান্দার উপস্থিতির ভাল-মন্দ নির্ভর করবে তার শেষ পরিণতির ওপর। সুতরাং নেক আমল ও পুণ্যের কাজে বেশি বেশি অগ্রগামী হওয়া উচিত।

[এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض) يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ - (مُسْلِمْ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدَّرَاهِمِ (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ শহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অভিসম্পাত করা হয়েছে দিনারের গোলামকে, এবং অভিসম্পাত করা হয়েছে দিরহামের গোলামকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلشَّهِيْدُ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচনে شُهَدَاءُ অর্থ– শহীদ, আল্লাহর পথে যারা মৃত্যুবরণ করে।

اَلدَّيْنُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে دُيُوْنٌ অর্থ– ঋণ, উধার। ঋণ গ্রহীতাকে مديون ও প্রদানকারীকে دائن বলা হয়।

لُعِنَ ঃ বাব فتح জিনসে صحيح অর্থ– অভিসম্পাত করা হয়েছে। কুরআনে আছে– لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

اَلدِّيْنَارُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে دَنَانِيْرُ অর্থ– স্বর্ণমুদ্রা।

اَلدِّرْهَمُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে دَرَاهِمُ অর্থ– রৌপ্যমুদ্রা।

তারকীব ঃ للشهيد - يغفر -এর متعلق ، كل ذنب - নায়েবে ফায়েল। الدين - كل ذنب হতে مستثنى আর عبد الدينار - لعن -এর نائب فاعل

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ كَفٰى بِالْمَرْءِ الخ ঃ কোনো কথার সত্যতা যাচাই না করে বলে বেড়ানোও মিথ্যার শামিল। কেননা কোনো কথার বর্ণনাকারী ফাসেকও হতে পারে। অধুনা আমাদের সমাজে এমন লোক আছে যারা এই প্রকৃতি সম্পন্ন। তারা যেখানে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। কাউকে খুশি করার জন্য এবং কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য প্রভৃতি কারণে কথাকে কমিয়ে বাড়িয়ে বলে। আর বাস্তবতা হতে এরূপ কমানো বাড়ানোকেই মিথ্যা বলা হয়। এহেন চরিত্র বড় জঘন্য। তাই আমাদেরকে এরূপ চরিত্র পরিহার করতে হবে।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ يُغْفَرُ الخ ঃ الا الدين – 'ঋণ ব্যতীত' অর্থাৎ মুসলমানদের ঐ সমস্ত হক ও অধিকার যা তার দায়িত্বে রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, حقوق الله – 'আল্লাহর হক' মাফ হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু বান্দার হক সম্পর্কে ওলামাদের ধারণা হলো মাফ হবে না। অবশ্য আদায়ের সদিচ্ছা ও সচেষ্টা থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হকদার ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে দেবেন। ফলে সে ক্ষমা করে দেবে বলে আশা করা যায়।

قَوْلُهُ لُعِنَ الخ ঃ মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে টাকা-পয়সা উপার্জন করে এবং করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের অনুসৃত পথকে উপেক্ষা করে অবৈধ পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে। অতি সচ্ছলতার মোহে পড়ে মিথ্যা ও অসৎ উপার্জনে সচেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি এমন করবে সে যেন সম্পদের দাসে পরিণত হয়েছে। তার ওপর পতিত হবে আল্লাহর অভিশাপ, বঞ্চিত হবে খোদার রহমত-বরকত থেকে। জনসম্মুখে হবে ঘৃণিত ও ধিকৃত।

(عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ اَنَسٍ رض) يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمَرِ

অনুবাদ ঃ দোজখকে আবৃত করা হয়েছে আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ দিয়ে এবং বেহেশতকে আবৃত করা হয়েছে কষ্টদায়ক বস্তু দিয়ে। আদম সন্তান বৃদ্ধ হতে থাকে অথচ তার দু'টি বস্তু যৌবনে থেকে যায়, অর্থের লোভ এবং জীবনের লালসা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حُجِبَتْ ঃ বাব نصر মাসদার حِجَابًا ، حَجْبًا মাদ্দাহ (ح ـ ج ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ- আবৃত করা হয়েছে। কুরআনে আছে- كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ

اَلنَّارُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে نِيْرَانٌ ، نِيْرَةٌ অর্থ- অগ্নি, জাহান্নাম। কুরআনে আছে- وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

مَكَارِهُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مَكْرَهٌ অর্থ- অপছন্দনীয়, কঠোর, কঠিন।

اَلشَّهَوَاتُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে شَهْوَةٌ অর্থ- প্রবৃত্তি, আবেগ, আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ। কুরআনে আছে- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

يَهْرَمُ ঃ বাব سمع মাসদার هَرَمًا মাদ্দাহ (ه ـ ر ـ م) জিনসে صحيح অর্থ- বৃদ্ধ হয়।

يَشُبُّ ঃ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার شَبَابًا ، شَبِيْبَةً মাদ্দাহ (ش ـ ب ـ ب) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ- যৌবন থেকে যায়।

اَلْحِرْصُ ঃ এটি مصدر অর্থ- লোভ-লালসা।

তারকীব ঃ النار - حجبت -এর نائب فاعل ، بالشهوات - متعلق আর ابن ادم - يهرم -এর جمله حاليه ويشب منه ، فاعل -এবং اثنان - يشب -এর فاعل আর الحرص على المال - اثنان থেকে বদল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُجِبَتْ الخ ঃ বেহেশতের পথকে বলা হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ, কঠিন। আর কঠিনবোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনা রাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। শরিয়ত এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সময় সাপেক্ষ না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্য-বাধকতার ফলে মন অতিষ্ট হয়ে পড়ে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্টবোধ করতে থাকে। এদিক লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বেহেশতের পথকে কঠিন ও কষ্ট দ্বারা আবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়।

قَوْلُهُ يَهْرَمُ الخ ঃ প্রাকৃতিকভাবে মানুষের মাঝে আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে অর্থ-সম্পদ ও জীবনের মায়া। কিন্তু ইলম, আমল ও রিয়াজতের মাধ্যমে তার ওপর যদি নিয়ন্ত্রণ রাখা না যায়, আত্মিকভাবে যদি পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সে নিমজ্জিত হয় প্রবৃত্তির অনুসরণে এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য কামনা করে দীর্ঘ জীবন ও প্রচুর অর্থ-সম্পদের। কিংবা স্বভাবগতভাবে তদুভয়ের প্রতি আকর্ষণ দেওয়া হয়েছে। যদ্দরুন বার্ধক্যে পৌঁছলেও এদের লোভ-লালসা ছাড়তে সক্ষম হয় না।

(عَنْ عَلِيٍّ رض) نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ فِى الدِّيْنِ إِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتَغْنٰى عَنْهُ أَغْنٰى نَفْسَهٗ - (رَزِيْن) (عَنْ اَنَسٍ رض) يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلٰثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهٗ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهٗ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَعَمَلُهٗ فَيَرْجِعُ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ وَيَبْقٰى عَمَلُهٗ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ দীন সম্বন্ধীয় ফকীহ কতইনা উত্তম (চমৎকার) লোক। যদি তার কাছে লোক মুখাপেক্ষী হয় তিনি তার উপকার করেন। আর তার প্রতি যদি লোকের কোনো আবশ্যকতা থাকে না তখন তিনিও নিজকে নিরপেক্ষ করে রাখেন। তিনটি বস্তু মৃত্যু ব্যক্তির অনুসরণ করে। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে দু'টি, তার সাথে অবশিষ্ট থাকে একটি। তার অনুসরণ করে পরিবার-পরিজন, কিছু অর্থ-সম্পদ এবং আমল। ফিরে আসে তার পরিবার ও অর্থ-সম্পদ এবং অবশিষ্ট থাকে তার কৃতকর্ম-আমল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْفَقِيْهُ ঃ বাব كرم মাসদার فِقْهًا মাদ্দাহ (ف - ق - ه) জিনসে صحيح অর্থ- ফিকহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।
কুরআনে এসেছে- فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

اِحْتِيْجَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِحْتِيَاجًا মাদ্দাহ (ح - و - ج) জিনসে اجوف واوى অর্থ- সে মুখাপেক্ষী হয়েছে।

اَغْنٰى ঃ বাব افعال মাসদার اِغْنَاءً মাদ্দাহ (غ - ن - ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- নিরপেক্ষ থাকে, বিমুখ করে থাকে।
কুরআনে আছে- مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

يَتْبَعُ ঃ বাব سمع মাসদার تَبْعًا ، تِبَاعًا মাদ্দাহ (ت - ب - ع) জিনসে صحيح অর্থ- সে সঙ্গী হয়, অনুসরণ করে।
কুরআনে আছে- فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ نِعْمَ الرَّجُلُ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসে প্রকৃত দীনি আলেমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে-(১) মানুষের প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মানুষের উপকার করা। এটাতে কার্পণ্য না করা ; বরং অকাতরে ইলম দান করা। (২) কেউ তার দ্বারস্থ হলো না বলে ক্ষোভে ফেটে না পড়া বা কেউ অন্য আলেমের শরণাপন্ন হলো বলে হিংসা-বিদ্বেষ না করা এবং নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখা। এ দু'টি মহৎ গুণ যে আলেমের মধ্যে বিদ্যমান আছে প্রকৃতপক্ষে তিনিই ফকীহ, তিনিই জ্ঞানী।

قَوْلُهٗ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষ মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সংস্পর্শে থাকে। অতঃপর তার মৃত্যুন্তর মৃতদেহের সঙ্গতাও গ্রহণ করে তারা। অবশেষে সমাধীস্থ করার পর কাল-বিলম্ব না করে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে আসে কিন্তু কেউ তার সঙ্গী হয় না। তেমনিভাবে দুনিয়াতে কত অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল সে। প্রয়োজনে তার দ্বারা যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হতো। এমনকি তার কাফন-দাফনেও চাকর-বাকর, খাট, কোদাল ইত্যাদির সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে। কিন্তু হায়- অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন! কোথায়? কবরস্থ করার পর কেউ তো কাজে আসছে না। কেবলমাত্র একটি বস্তু রয়েছে তার সঙ্গীরূপে, আর তা হলো আমল। সুতরাং আমলেরই হিসাব-নিকাশ হবে। তাই দুনিয়াতে যদি ভাল কাজ করে যেতে পারে, সেটাই তার কাজে আসবে। বলা হয়- اَلْقَبْرُ صَنْدُوْقُ الْعَمَلِ - কবর হলো আমলসমূহের সিন্দুক।

(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسَدِ الْحَضْرَمِيِّ رض) كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ - (أَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ مُعَاذٍ رض) بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ رَخَّصَ اللّٰهُ الْأَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ - (بَيْهَقِيْ)

অনুবাদ ঃ সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো এই যে, তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে এমন কথা বললে যে, সে তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার কথাটি সত্য মনে করল। অথচ তুমি জান যে, প্রকৃতপক্ষে তুমি তাকে মিথ্যা কথাই বলেছ। গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতইনা মন্দ লোক, আল্লাহ যদি দর কমিয়ে (মূল্য হ্রাস) দেন সে ব্যথিত হয়। আর যদি দাম বাড়িয়ে দেন তবে আনন্দিত হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَبُرَتْ ঃ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كرم মাসদার اَلْكِبَرُ ، اَلْكِبَارَةُ মাদ্দাহ (ك ـ ب ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- সে বড় হয়েছে। কুরআনে আছে- كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

خِيَانَةً ঃ এটি مصدر বাব نصر জিনসে اجوف واوى মাদ্দাহ (خ ـ و ـ ف) অর্থ- আত্মসাৎ করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা। কুরআনে আছে- وَإِنْ يُرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ

مُصَدِّقٌ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَصْدِيْقًا মাদ্দাহ (ص ـ د ـ ق) জিনসে صحيح অর্থ- বিশ্বাসস্থাপনকারী। কুরআনে আছে- وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا

اَلْمُحْتَكِرُ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বাব افتعال মাসদার اِحْتِكَارٌ মাদ্দাহ (ح ـ ك ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- গুদামজাত করা, অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা। اَلْمُحْتَكِرُ গুদামজাতকারী।

رَخَّصَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَرْخِيْصًا মাদ্দাহ (ر ـ خ ـ ص) জিনসে صحيح অর্থ- দর কমিয়ে দেন।

اَلْأَسْعَارُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে سِعْرٌ অর্থ- দর, দাম, মূল্য।

اغلا ঃ বাব افعال মাসদার اغلاء মাদ্দাহ (غ ـ ل ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- সে বৃদ্ধি করে।

তারকীব ঃ خيانة - كبر হতে তমীয। ان تحدث - مصدر بتاويل ফায়েল হয়ে تحدث جملة - وانت به كاذب -এর ضمير থেকে حال আর العبد - بئس -এর فاعل، المحتكر - مخصوص بالذم ، رخص الله الخ ، وان اغلاها তদুভয় جملة مستانفة

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَبُرَتْ الخ ঃ যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আস্থা রাখে এবং তোমার যে কোনো পরামর্শকে সে বিশ্বাস করে, তার কাছে এমন কোনো কথা বা পরামর্শ দেওয়া জায়েজ হবে না, যা তুমি সত্য মনে কর না। সেটা হবে প্রকাশ্য প্রতারণা বা খেয়ানত করা। সুতরাং এরূপ খেয়ানত হারাম।

بِئْسَ الْعَبْدُ الخ ঃ اِحْتِكَارٌ বলা হয় কোনো বস্তু ক্রয়ের পর অধিক বিক্রয়ের অপেক্ষায় গুদামজাত (স্টক) করা। এটা বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে হারাম। কেননা মানুষ দুর্ভিক্ষ ও অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে, অথচ সে অধিক লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তা ধরে রেখেছে। জনগণ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত আর সে আনন্দের প্রহর গুণছে।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ

جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ-এর দ্বিতীয় একটি প্রকার যার শুরুতে لَائِى نَفِىْ প্রবিষ্ট হয়েছে

(عَنْ حُذَيْفَةَ رض) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ . (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ . (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

অনুবাদ ঃ চোগলখোর বা পরোক্ষ নিন্দাকারী বেহেশতে যাবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَتَّاتٌ ঃ এটি اسم مبالغة একবচন, বাব نصر ، ضرب মাসদার قَتًّا মাদ্দাহ (ق ـ ت ـ ت) জিনসে مضاعف ثلاثى

অর্থ– চোগলখোর, পরনিন্দাকারী।

لَايَدْخُلُ ঃ বাব نصر মাসদার دُخُوْلًا মাদ্দাহ (د ـ خ ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– সে প্রবেশ করবে না।

قَاطِعٌ ঃ বাব فتح মাসদার قَطْعًا মাদ্দাহ (ق ـ ط ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– আত্মীয়তা ছিন্নকারী। কুরআনে আছে–

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ

তারকীব ঃ لَايَدْخُلُ টি فعل আর الجنة হচ্ছে مفعول ، قتات ফায়েল। الجنة হচ্ছে فعل - لايدخل -এর مفعول فيه ، قاطع ফায়েল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَدْخُلُ الخ ঃ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এর মর্মার্থ হলো, পরনিন্দাকারী অন্যান্য সফলকাম ব্যক্তিদের সাথে প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ অর্থ নয় যে, এসব ব্যক্তি কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না ; বরং তার কৃতকর্মের প্রতিফল তথা শাস্তি ভোগ করার পর প্রবেশ করবে।

পরনিন্দা করা কবীরা গুনাহ। এটা সমাজেব মধ্যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়। অতএব আমরা যদি বাস্তব জীবনে হাদীসের শিক্ষাকে অনুসরণ করতে পারি, তবেই আশা করা যায় একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারব।

قَاطِعٌ الخ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম জানা সত্ত্বেও যদি হালাল বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। আর যদি হারাম তো মনে করল কিন্তু তাদের সাথে সদাচরণ করে নি এবং সম্পর্কও ছিন্ন করেছে, তাহলে বেহেশতে তো প্রবেশ করবে, কিন্তু অন্যান্য সফলকামদের সাথে প্রথম পর্যায়ে নয়।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِىْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ أَنَسٍ رضـ) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - (مُسْلِمْ وَبُخَارِىْ) (عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رضـ) لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِىَ بِالْحَرَامِ - (بَيْهَقِىْ)

অনুবাদ ঃ এক গর্ত থেকে মু'মিন কে দু'বার দংশন করা যায় না। সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়। হারাম জীবিকায় প্রতিপালিত দেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايُلْدَغُ ঃ বাব فتح মাসদার لَدْغًا মাদ্দাহ (ل ـ د ـ غ) জিনসে صحيح অর্থ– দংশন করা হয় না, কাটা হয় না।

جُحْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَجْحَارٌ অর্থ– গর্ত, ছিদ্র।

مَرَّتَيْنِ ঃ দ্বিবচন, একবচনে مَرَّةٌ বহুবচনে مِرَارٌ ، مَرَّاتٌ অর্থ– দু'বার। কুরআনে আছে– لَتُفْسِدُنَّ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

جَارٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে جِيْرَانٌ ، جَوَارٌ অর্থ– প্রতিবেশী। কুরআনে আছে– وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى

بَوَائِقُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে بَائِقَةٌ অর্থ– অনিষ্ট, ক্ষতি।

جَسَدٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَجْسَادٌ অর্থ– দেহ, শরীর। কুরআনে আছে– جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ

غُذِىَ ঃ বাব نصر মাসদার غَذْوًا মাদ্দাহ (غ ـ ذ ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– ভক্ষণ করেছে। غذى খাদ্য বহুবচনে اغذية।

তারকীব ঃ المومن - لايلدغ -এর نائب فاعل আর فى حجر হচ্ছে متعلق এবং مرتين - لدغة بعد لدغة -এর অর্থে হয়ে مفعول مطلق আর من لايأمن - لايدخل -এর فاعل, لايامن - من-এর صله - جاره - يامن-এর فاعل আর بوائقه তার مفعول به আর جسد ফায়েল, غذى بالحرام - جسد-এর صفت।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايُلْدَغُ الخ ঃ **হাদীসের পটভূমি ঃ** 'আবুল উজ্জা' নামক কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি ছিল। সে কবিতার ছন্দে মুসলমান ও মু'মিনদের কুৎসা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করত। অপরদিকে স্বীয় দলের দুরাচার লোকদেরকে কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ময়দানে আসলে সে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হয়। তখন সে হুযূর ﷺ-এর কাছে এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে ভবিষ্যতে আর এরূপ করবে না। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হুযূর ﷺ তাকে কয়েদী থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এ পাপিষ্ঠ তার সেই মন্দ চরিত্র থেকে ফিরেনি। এমনকি পরবর্তী বছর ওহুদের যুদ্ধেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। এবারও সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হলো এবং হুযূর ﷺ তাকে কতল করার নির্দেশ দিলেন। এবারো সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না বলে শক্তভাবে প্রতিশ্রুতি দিল এবং সাহাবায়ে কেরামও তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এ সময় হুযূর ﷺ বললেন এক গর্ত থেকে মু'মিনকে দু'বার দংশন করা যায় না। অর্থাৎ একবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মুসলমান দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অবশেষে হুযূর ﷺ-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

لَايَدْخُلُ الخ ঃ ইসলাম প্রতিবেশীর দায়িত্বের ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছে। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন, সে তার দীনের দায়িত্বের ব্যাপারেও উদাসীন বলে গণ্য। তাই নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার ক্ষতিসমূহ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। এর অর্থ এই নয়, সে কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। অবশ্যই পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর সে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

جَسَدٌ غُذِىَ الخ ঃ ইবাদত গৃহীত হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো রিজক হালাল হওয়া। যেমন, অন্য বর্ণনায় আছে যে, তার নামাজ, রোজা কিভাবে গৃহীত হবে অথচ তার খাবার হারাম, পানাহার হারাম। সুতরাং ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হারাম জীবিকা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض) لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتَ بِهٖ (شَرْحُ السُّنَّةِ) (عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى رض) لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّرَوِّعَ مُسْلِمًا (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رض) لَاتَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি ঐ জিনিসের অধীনে হবে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে (অযথা) ভয় দেখানো বৈধ নয়। এমন ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যার মধ্যে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

هَوًى ঃ প্রবৃত্তি, চাহিদা। কুরআনে আছে– وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا

جِئْتَ ঃ মাসদার مَجِيْئًا মাদ্দাহ (ج ـ ى ـ ء) জিনসে اجوف يائى مركب লাম এবং مهموز অর্থ– নিয়ে আসা, আমি নিয়ে এসেছি। কুরআনে আছে– وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

يُرَوِّعَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَرْوِيْعًا মাদ্দাহ (ر ـ و ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– ভয় দেখানো, ভীতি প্রদর্শন করা। কুরআনে আছে– فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ

اَلْمَلَائِكَةُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مَلَكٌ অর্থ– ফেরেশতা, আল্লাহর আজ্ঞাবাহী প্রাণী। কুরআনে আছে–
وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

كَلْبٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে كِلَابٌ ، اَكْلُبٌ বহুবচনের বহু اَكَالِيْبُ অর্থ– কুকুর।
কুরআনে আছে– وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

تَصَاوِيْرُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে تَصْوِيْرٌ অর্থ– ছবি, ফটো, প্রতিমা।

তারকীব ঃ احدكم – لايؤمن -এর ফায়েল। حتى يكون – لايؤمن -এর সাথে متعلق; هواه – يكون -এর اسم ، تبعا – খবর, لما جئت – تبعا -এর সাথে متعلق আর ان يروع – بتاويل مصدر – لايحل -এর فاعل ، لمسلم – لايحل -এর সাথে متعلق আর الملائكة – لاتدخل-এর ফায়েল। بيتا – مفعول فيه ، فيه كلب – جملة اسمية হয়ে بيتا -এর صفت।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايُؤْمِنُ الخ ঃ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বলা হয়েছে ধ্বংস করার নয়। কারণ প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করা অনেক সময় সম্ভবপর নয় এবং এটা মানুষের বহুবিধ ক্ষতির কারণও হয়। আর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার অর্থ হলো, দীনকে সম্পূর্ণ হক জেনে সেই মতো আমল করা। বিশ্বাসে ও কাজে-কর্মে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। এ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন।

لَايَحِلُّ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। একদা হুযূর ﷺ তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে রাত্রে তাঁবু ফেললেন। জনৈক সাহাবী যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন দ্বিতীয় একজন সাথী তাঁর স্থান থেকে উঠে ঘুমন্ত সাথীর নিকট এসে তার পাশে রাখা একটি রশিকে নাড়া দিলে সে ভয় পেয়ে যায়। তখন হুযূর ﷺ বললেন, একজন মুসলমানের জন্য অপর একজন মুসলমানকে ভয় দেখানো উচিত নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক কোনো অবস্থাতেই একজন মুসলমান ভাইকে ভয় দেখানো সমীচীন নয়।

لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ ঃ ছবির দ্বারা প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি তা পায়ের নিচে পদদলিত হয় তখন নিষিদ্ধ নয়। জীবহীন বস্তু যথা– বৃক্ষ, পাহাড়, ঘর ইত্যাদির ছবি আঁকতেও বাধা নেই। শিকার ও পাহারার কুকুরও উক্ত নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ফেরেশতা বলতে রহমতের ফেরেশতা উদ্দেশ্য। কুকুর কিংবা ছবি থাকলে এদের প্রবেশ না করার কারণ হলো, কতিপয় হাদীসে কুকুরকে শয়তান বলা হয়েছে, তা ছাড়া এরা নাপাক ভক্ষণ করে তাই ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘৃণা করে থাকেন। তেমনিভাবে আল্লাহর স্থলে ছবি ইত্যাদির উপাসনা করা হয় বলে উহাকেও ঘৃণা করে।

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) لَايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ তোমাদের কেউ (পূর্ণাঙ্গ) ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর না হই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَحَبَّ ঃ মাদ্দাহ (ح ـ ب ـ ب) জিনসে مضاعف অর্থ– অধিক প্রিয়। কুরআনে আছে– أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ

أَجْمَعِيْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে أجمع ، تاكيد معنوى -এর শব্দ। অর্থ– সকলেই। কুরআনে আছে–

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

তারকীব ঃ احدكم - لايؤمن -এর ফায়েল। احب اليه - اكون -এর খবর। اجمعين - والناس - والد و ولده -এর تابع ও تاكيد

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহব্বত (ভালবাসা)-এর অর্থ ও প্রকারভেদ ঃ

মহব্বত অর্থ– ভালবাসা। আভিধানিক অর্থ হলো– مَيَلَانُ الْقَلْبِ إِلٰى شَيْءٍ بِكَمَالٍ فِيْهِ কোনো বস্তুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের কারণে তার প্রতি অন্তর ঝুঁকে যাওয়া। ইসলামিক দর্শনে তাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–

(১) স্বাভাবিক (طبعى) (২) প্রযুক্তিক (عقلى) ও (৩) আত্মিক (ايمانى)

১. طبعى ঃ বাহ্যিক কোনো প্রভাব বা চাপ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র স্বভাব ও অন্তরের দাবিতে কাউকে ভালবাসা। যেমন– বাপ-মা তাদের সন্তানকে ভালবাসে।

২. عقلى ঃ গুণ ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মহব্বত করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুর রূপে বা গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে মহব্বত করা। যেমন, তিক্ত হলেও ঔষধকে মহব্বত করতে হয় গুণে ও যুক্তিতে।

৩. ايمانى ঃ আর ঈমানের দাবিতে কাউকে মহব্বত করা হলো ঈমানী বা আত্মিক মহব্বত। যেমন, একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে মহব্বত করা শুধু এজন্যই যে, সে মু'মিন মুসলমান।

হাদীসে বর্ণিত 'ভালবাসার' মর্মার্থ ঃ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, নবী করীম ﷺ-এর মহব্বত ব্যতীত কোনো ব্যক্তি মু'মিনই হবে না, বরং এটার অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হবে না। হাদীসে বর্ণিত মহব্বত মানে স্বভাবগত (طبعى) মহব্বত নয়। কেননা যে কাজ মানবীয় ক্ষমতা বা আওতার বহির্ভূত, শরিয়ত তার প্রতি নির্দেশ দেয় না। কাজেই এখানে স্বভাবগত ভালবাসার কথা বলা হয় নি। অতএব পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভের জন্য হুযূর ﷺ-এর মহব্বত লাভ করা, ঈমান ভিত্তিক গুণ ও বুদ্ধিগত ভালবাসাই হলো পূর্বশর্ত। বস্তুতরূপে, সৌন্দর্যে, চরিত্রে, মহত্ত্বে এককথায় মানবীয় সার্বিক গুণ বৈশিষ্ট্যে হুযূর ﷺ ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মূর্ত প্রতীক। আর ইহসান ও কৃতজ্ঞতায় তিনি হলেন মুক্তির দূত। আবার স্বভাবগত ভালবাসাও এখানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায় না। কেননা চরিত্র মাধুর্য ও গুণগত মহব্বতের ক্রমবিকাশ অচিরেই স্বাভাবিক ও আত্মিক মহব্বত সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। অতএব হাদীসে বর্ণিত মহব্বতের মর্মার্থে আমরা বুঝছি যে, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রকার ভালবাসা থাকা এবং সব বস্তুর তুলনায় অধিক ভালবাসা থাকাই একজন মু'মিনের প্রধান কর্তব্য।

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارُ . (اَحْمَدُ اَبُوْ دَاوٗدَ) (عَنْ اَبِيْ حُرَّةَ الْقُرَشِىْ عَنْ عَمِّهٖ) اَلَا لَا يَحِلُّ مَالِ امْرِئٍ إِلَّابِطِيْبِ نَفْسِهٖ مِنْهُ - (بَيْهَقِىُّ)

অনুবাদ ঃ কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করল, আর এ সময় তার মৃত্যু হলো, তবে সে দোজখে প্রবেশ করবে। সাবধান! কারো সম্পদ বৈধ হবে না যতক্ষণ না তার মনের সন্তুষ্টি না পাওয়া যায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

هَجَرَ ঃ বাব نصر মাসদার هَجْرًا মাদ্দাহ (ه ـ ج ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সে ত্যাগ করল।

طِيْبٌ ঃ এটি مصدر বাব ضرب মাদ্দাহ (ط ـ ى ـ ب) জিনসে اجوف يائى অর্থ– খুশি, সন্তুষ্টি। কুরআনে আছে– فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ

তারকীব ঃ ان يهجر - بتاويل مصدر - لايحل-এর فاعل আর فوق ثلث হচ্ছে يهجر-এর مفعول فيه আর مال হচ্ছে اخاه হলো مفعول به আর فمن هجر হচ্ছে شرط مخذوف এবং اذا كان الامر كذالك -এর جزاء হচ্ছে লايحل امرئ -এর ফায়েল, مستثنى منه - بطيب نفسه, মাহযুফ-এর مستثنى মূল ইবারত এভাবে– لايحل بحال الا بطيب نفسه

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ الخ ঃ এখানে اخ বলতে মুসলমান ভাই উদ্দেশ্য। আর এটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত। আত্মীয়তা সূত্রে ভাই হোক বা রক্ত সম্পর্কে ভাই হোক বা সঙ্গী-সাথী। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে তিন দিন তিন রাত্রের অতিরিক্ত সময় সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় থাকবে না। যদি কারণ বশত মনোমালিন্য হয়ে থাকে, এ সময়সীমার মধ্যে আপোষ করে নেবে। তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত কোনো মুসলমানের সাথে রাগ করে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামে যাবে। আসলে এ হুকুমটি কঠোরতা প্রকাশার্থে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন কেউ এ কাজ করতে উদ্যত না হয়। অথবা, এ কাজের গুনাহ এরূপ কঠোর যে, তার ওপর জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে কিনা, এ হাদীসের ভাষ্যে তা স্পষ্ট নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, সেই ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

اَلَا لَا يَحِلُّ الخ ঃ মুসলমান হোক কিংবা জিম্মি যতক্ষণ না তার অনুমতি ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত দান না করবে তার মাল হালাল হবে না এবং প্রদান কালে মনে কোনো কুণ্ঠা থাকতে পারবে না। আর সন্তুষ্টি বুঝা যাবে তার সরাসরি অনুমতি, নির্দেশ কিংবা চুপ থাকার মাধ্যমে।

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ) لَاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ - (اَحْمَدُ وَتِرْمِذِيٌّ)

(عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضـ) لَاتَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ - (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ অনুগ্রহ ও দয়া পাপী লোকের অন্তর থেকেই বের করে দেওয়া হয়। যে কাফেলার সাথে কুকুর কিংবা ঘণ্টি থাকে সেই কাফেলার সাথে ফেরেশ্তা থাকে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَاتُنْزَعُ ঃ বাব فتح মাসদার نَزْعًا মাদ্দাহ (ن ـ ز ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– বের করে দেওয়া হয় না। কুরআনে আছে– وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ

شَقِيٌّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَشْقِيَاءُ অর্থ– পাপী, হতভাগা। কুরআনে আছে– فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ

لَاتَصْحَبُ ঃ বাব سمع মাসদার صَحَابَةٌ ، صُحْبَةٌ মাদ্দাহ (ص ـ ح ـ ب) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সে সঙ্গী হয় না।

رِفْقَةٌ ঃ ر তে যবর, যের, পেশ তিন হরকত হতে পারে। একবচন, বহুবচনে رُفَقٌ ، رُفُقٌ ، رِفَاقٌ অর্থ– দল, কাফেলা।

جَرَسٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَجْرَاسٌ অর্থ– ঘণ্টি, ঝুমঝুম।

তারকীব ঃ الرحمة হচ্ছে لاتنزع -এর نائب فاعل আর رحمة -এর صله محذوف অর্থাৎ الرحمة على الخلق আর الملئكة হচ্ছে لاتصحب -এর فاعل আর رفقة - مفعول ، فيها كلب - رفقة এর صفت

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تُنْزَعُ الخ ঃ দয়া ও অনুগ্রহ মানুষের জন্মগত স্বভাব। কোনো শিশু জন্ম নেওয়ার সময় 'ফিতরত'-এর ওপর জন্ম লাভ করে, অনুরূপভাবে দয়া-অনুগ্রহ ও তাকে সৃষ্টির সূচনায় মাতৃ গর্ভে দান করা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, যারা পাপী ও দুর্ভাগ্যবান, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের অন্তঃকরণ থেকেই বের করে দেয়া হয়। কেননা মাখলুকের মধ্যে দয়া বস্তুটি হলো অন্তরের কোমলতার নাম। আর সে কোমলতাটি হলো ঈমানের চিহ্ন বা নিদর্শন। কাজেই যার অন্তরে কোমলতা নেই, তার অন্তরে ঈমান নেই। ফলে যার মধ্যে ঈমান নেই, সে হলো পাপী ও হতভাগ্য।

لَاتَصْحَبُ الخ ঃ অবশ্যই শিকারি কুকুর বা পশু পাহারার জন্য নেওয়া জায়েজ আছে। আর ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রহমতের ফেরেশতা।

আরবের লোকেরা বিভিন্ন কারণে পশুর গলায় ঘুঙুর ঘণ্টি বাঁধত। (১) বদ-নযর হতে হেফাজত থাকার জন্য, এটা একটি বিশ্বাস ও জাহিলিয়া যুগের কু-সংস্কার হিসেবে চলে আসছিল। (২) ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেলে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করতে সাহস পেতো না ইত্যাদি। তবে হুযূর ﷺ বিভিন্ন কারণে নিষেধ করেছেন। (১) বিকট আওয়াজ শ্রুতিকটু। (২) অন্ধকার যুগে কু-সংস্কার রহিত করা। (৩) এ ধরনের শব্দে শয়তান খুশি হয়। তবে এটা বাঁধা হারাম নয়, বরং মাকরূহে তানযীহী। তবুও না বাঁধা উত্তম।

صِيَغُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

امر এবং نهى-এর সীগাহসমূহ

(عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو رض) بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً - (بُخَارِيْ)

(عَنْ عَائِشَةَ رَضـ) اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও। মানুষকে তার পদ-মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান কর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَلِّغُوا ঃ বাব تفعيل মাসদার تَبْلِيْغًا মাদ্দাহ (ب ـ ل ـ غ) জিনসে صحيح; অর্থ– তোমরা পৌঁছিয়ে দাও। কুরআনে আছে– يَآ أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اٰيَةً ঃ এটি একবচন, বহুবচনে ايات অর্থ– নিদর্শন, চিহ্ন, (বাণী)। কুরআনে আছে– تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ

اَنْزِلُوْا ঃ বাব افعال মাসদার اِنْزَالًا মাদ্দাহ (ن ـ ز ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– অবতীর্ণ করো। কুরআনে আছে– كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ

مَنَازِلَ ঃ এটি جمع বহুছ مَنْزِلٌ একবচনে اسم ظرف বাব ضرب মাসদার نُزُوْلًا মাদ্দাহ (ن ـ ز ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– অবতীর্ণের স্থানসমূহ, পদমর্যাদাসমূহ। কুরআনে আছে– وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

তারকীব ঃ الناس হচ্ছে مفعول به আর منازلهم হচ্ছে منصوب بنزع خافض অর্থাৎ فِيْ مَنَازِلِهِمْ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَلِّغُوْا الخ ঃ এ বাক্যটির দু'টো অর্থ রয়েছে। (১) মহানবীর ﷺ হাদীসসমূহ অবিকল ধারাবাহিক সনদ সহকারে প্রকাশ করা। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আদালাত ও সেকার ভিত্তিতে তা অন্যের নিকট পৌঁছাতে হবে। এ ব্যাপারে শাব্দিক রদবদল করা যাবে না। (২) যেভাবে অন্যের নিকট হতে শুনেছে সেভাবেই উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে শব্দে শব্দে আদায় করতে হবে। আর প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করাই 'তাবলীগ'। আর এ নির্দেশ بَلِّغُوْا عَنِّيْ শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাবলীগে দীনের ন্যূনতম সীমারেখা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে وَلَوْ اٰيَةً কথাটি বলা হয়েছে। আল্লাহর ঘোষণা وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ সর্বযুগে কুরআন সংরক্ষণকারীদের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে। আর রাসূল ﷺ -এর হাদীস পাশাপাশি উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যদের কাছে প্রচারের তাকিদ করা হয়েছে যদিও তা একটি মাত্র কথা হয়।

اَنْزِلُوا النَّاسَ ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করো এবং সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করো। যদিও সকল মানুষ এক আদম থেকে সৃষ্টি, তদপুরি স্থান ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন আচরণ করতে বলা হয়েছে।

তার প্রকৃত রহস্য হলো যে, মর্যাদার এ তারতম্য প্রকৃতপক্ষে সমাজের তারতম্যতা রক্ষার জন্য বৃহৎ স্বার্থে সমতা রয়েছে। ছোট-বড় যন্ত্রাংশ নিয়ে যেমন একটি সচ্ছল ইঞ্জিন বিদ্যমান, এর সচলতা রক্ষার জন্য ছোট-বড় যন্ত্রাংশগুলো যেটা যেখানে স্থাপন করা প্রয়োজন, সেটাকে সেখানে স্থাপন করতে হবে। তদ্রূপ সমাজকে সচল রাখতে হলেও ছোট-বড় তারতম্য থাকতে হবে। যেমন– বিয়ে বাড়িতে জামাতার মর্যাদা, যদিও সেখানে তার পিতা-মাতা, বয়োঃজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনরা উপস্থিত থাকেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ অর্থাৎ আমি তাদের কারো ওপর কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি।' তাই আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, তাবেয়ীদের তুলনায় সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, মূর্খদের তুলনায় জ্ঞানীদের মর্যাদা, অশিক্ষিতের তুলনায় শিক্ষিতের মর্যাদা, প্রজার তুলনায় রাজার মর্যাদা বেশি ইত্যাদি। এককথায় বলা যায়– ফিতরাতের দিক দিয়ে সকল মানুষ ও তাদের মর্যাদা সমান। কিন্তু আমালিয়াতের দিক দিয়ে তাদের মর্যাদা বিভিন্ন। দ্বিতীয়ত মর্যাদার প্রকৃতি নিরূপণ করতে পারলেই আচরণের প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়। এভাবে মর্যাদা অনুসারে তাদের ইজ্জত করা হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো অবস্থাতেই মনিবকে সম্মান এবং চাকরকে অসম্মান করা যাবে না।

(عَنْ أَبِى مُوْسٰى رض) اِشْفَعُوا فَلْتُوجَرُوْا - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)
(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ) قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - (مُسْلِمْ)

অনুবাদ ঃ তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমাদের সুপারিশের ছওয়াব দেওয়া হবে। তুমি বলো, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর (এ কথা ও বিশ্বাসের ওপর) অটল অবিচল থাকো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِشْفَعُوا ঃ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فتح মাসদার شَفَاعَةٌ মাদ্দাহ (ش ـ ف ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা সুপারিশ কর। কুরআনে আছে– لَايَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

تُوجَرُوا ঃ বাব ضرب মাসদার اَجْرًا মাদ্দাহ (ء ـ ج ـ ر) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে বিনিময় প্রদান করা হবে। কুরআনে আছে– عَلٰى أَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ

اٰمَنْتُ ঃ বাব افعال মাসদার اِيْمَانًا মাদ্দাহ (ء ـ م ـ ن) জিনসে مهموز فا অর্থ– আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কুরআনে আছে– رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ

اِسْتَقِمْ ঃ মাসদার اِسْتِقَامَةٌ মাদ্দাহ (ق ـ و ـ م) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তুমি অবিচল থাকো। কুরআনে আছে– فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ

তারকীব ঃ اشفعوا হচ্ছে امر, আর فلتوجروا হচ্ছে جواب امر আর امنت - فعل আর ضمير **ফায়েল**, بالله হচ্ছে متعلق

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِشْفَعُوا الخ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন আমার সম্মুখে অথবা অন্য কারো নিকট কোনো অভাবী ভিক্ষুক অথবা অন্য কেউ প্রয়োজনের হাত সম্প্রসারিত করবে, তখন তার অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমরা সুপারিশ করবে, সে সুপারিশ গৃহীত হোক বা না হোক। এর ফলে সুপারিশকারী অধিক ছওয়াব অর্জন করবে।

قُلْ اٰمَنْتُ الخ ঃ اَلْاِسْتِقَامَةُ -এর আভিধানিক অর্থ– স্থিতিশীল থাকা, প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর শরিয়তের পরিভাষায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের ওপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকাকে اِسْتِقَامَتْ বলে।

আল্লামা তীবীর মতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ-এর ব্যাপারে কর্তব্য পালনকে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাপক শব্দ হলো استقامت। কেননা কিছু বিধান পালন করা আর কিছু বিধান বর্জন করাকে استقامت বলে না। আলোচ্য হাদীসখানিতে ইস্তেকামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিধায় এ হাদীসটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাকে অন্তর্ভুক্তকারী جَوَامِعُ الْكَلِمْ হিসেবে পরিগণিত।

(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضـ) دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَايُرِيْبُكَ - (تِرمِذِيْ وَنَسَائِيّ)

(عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضـ) اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا .

অনুবাদ ঃ সন্দেহে নিক্ষিপ্তকারী বস্তুকে ত্যাগ করো সংশয়হীন বস্তু গ্রহণ করে নাও। তুমি যখন যেভাবে থাকবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, মন্দ কাজ করার পর ভাল কাজ করবে। কারণ ভাল কাজ মন্দকে মুছে ফেলে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دَعْ ঃ বাব فتح মাসদার وَدْعًا মাদ্দাহ (و ـ د ـ ع) জিনসে مثال واوى অর্থ– তুমি ত্যাগ করো। কুরআনে আছে– مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

يُرِيْبُ ঃ বাব افعال মাসদার ارابة মাদ্দাহ (ر ـ ى ـ ب) জিনসে اجوف يائى অর্থ– সে সংশয়ে নিক্ষেপ করে।

اِتَّقِ ঃ বাব افتعال মাসদার اتقاء মাদ্দাহ (و ـ ق ـ ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– তুমি ভয় করো। কুরআনে আছে– يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ

اَتْبِعْ ঃ বাব افعال মাসদার اتباعا মাদ্দাহ (ت ـ ب ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– অনুগত হও। কুরআনে আছে– وَاتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

تَمْحُ ঃ বাব نصر মাসদার محوا মাদ্দাহ (م ـ ح ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে মোচন করবে। কুরআনে আছে– يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ

তারকীব ঃ ما হচ্ছে موصول – صله – يريبك جملة فعليه আর موصوله হয়ে صله এখন دع -এর মিলে مفعول, الى ما يريبك – ذاهبا -এর সাথে متعلق হয়ে دع -এর ضمير থেকে حال আর حيثما – اتق -এর اتبع -এর ظرف مكان ، السيئة – -এর প্রথম مفعول ,الحسنة দ্বিতীয় مفعول-

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ الخ ঃ কুরআন, হাদীস ও ফিকহী গ্রন্থাদির মধ্যে কোনো মাসআলা যদি স্পষ্টভাবে না পাও এবং হালাল-হারাম ব্যাপারে তোমার সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করো এবং দৃঢ় ও সন্দেহহীন বস্তুর ওপর আমল কর। কারণ, একজন মুসলমানের অন্তরে কোনো বস্তু সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া তা ভ্রান্ত ও বাতিল হওয়ারই প্রমাণ।

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ – যেখানে যে অবস্থায় থাকো আল্লাহকে ভয় করো। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আদেশগুলো পালন এবং নিষেধগুলো পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ আল্লাহর ভীরুতার নিম্নস্তর হলো, আল্লাহর শিরক থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ ভীরু লোকেরা প্রথমে বড় বড় গুনাহগুলো পরিহার করে এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গুনাহগুলোও আল্লাহর ভয়ে পরিত্যাগ করে। অনুরূপভাবে ফরজ-ওয়াজিব আদেশগুলো পালন করে ক্রমান্বয়ে সুন্নত-মোস্তাহাব ইত্যাদিরও পাবন্দ হয়।

اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ঃ পাপ করার পর পুণ্য কাজ করার অর্থ এই নয় যে, প্রথমে পাপ অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভুলবশত কোনো পাপ করার কথা বলা হয়েছে। আর কারো মতে পাপ বলতে সগীরা গুনাহের কথা বলা হয়েছে, আর পুণ্য বলতে আনুগত্যমূলক ইবাদত ও তওবার কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, অনুরূপ বস্তু ছাড়া বস্তুর চিহ্ন মুছে ফেলা যায় না। যেমন– কালো রং সাদা রং দ্বারা মোছা যায়। এখানেও মাজাযী অর্থে পাপকে পুণ্য দ্বারা মোছার কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - (اَحْمَدُ وَتِرْمِذِيٌّ) (عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رض) لَاتُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ - (اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ)

অনুবাদ ঃ আর মানুষের সাথে সদাচরণ করবে। মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার খাদ্য খোদাভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خَالِقْ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُخَالَقَةٌ মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ ق) জিনসে صحيح অর্থ- উত্তম আচরণ করো।

لَاتُصَاحِبْ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُصَاحَبَةٌ মাদ্দাহ (ص ـ ح ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি সাথী হয়ো না।
কুরআনে আছে- وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

تَقِيٌّ ঃ একবচন, বহুবচনে اَتْقِيَاءُ অর্থ- পুণ্যবান।

তারকীব ঃ الا تقى এবং الا مؤمنا উভয়টি مستثنى مفرغ। মূল ইবারত এভাবে لاتصاحب احدا الا مؤمنا ولا يأكل طعامك احد الا تقى

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ **ঃ** আলোচ্যাংশের অর্থ- মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা। "خالق" শব্দটি এখানে المخالقة মাসদার থেকে সীগায়ে আমর; কিন্তু الخلق থেকে اسم فاعل নয়। خلق حسن তথা উত্তম চরিত্র হলো, সহাস্য মুখে প্রস্ফুটিত চেহারায় মিলিত হওয়া, লজ্জার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করা, দানের ক্ষেত্রে ব্যয় করা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা। অর্থাৎ মানুষের সাথে আচার-আচরণের মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির নিদর্শন উপস্থাপন করা এবং তদনুরূপ আচরণ করা।

لَاتُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا - 'ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না' অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার ব্যতীত কারো সংশ্রবে থাকার ইচ্ছে করবে না। এ হাদীস দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও গুনাহগারদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা তাদের সঙ্গ দীনের ব্যাপারে অকল্যাণ বয়ে আনে। اَلصُّحْبَةُ مُتَأَثِّرَةٌ - তথা সংশ্রব প্রতিক্রিয়াশীল বিধায় নাফরমানদের সঙ্গ মু'মিনদের জন্য ক্ষতিকর।

لَايَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّاتَقِيٌّ - 'তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু ব্যতিত অন্য কেউ যেন না খায়।' অর্থাৎ পরহেজগার মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কাউকে খাদ্য খাওয়াবে না। কারণ গুনাহগারকে খাদ্য দিলে সে খেয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করবে, আর নেক্কারদেরকে খাওয়ালে তা খেয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করবে।

طعام দ্বারা কোন খাদ্যটি উদ্দেশ্য ? হাদীসটি দাওয়াতের খাদ্যের বেলায় প্রযোজ্য। অনাহারীর খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا - "আর তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকিন, এতিম ও বন্দীদের আহার্য দান করে।" লক্ষণীয় যে, এখানে তাকওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা যায় হাদীসে উক্ত "طَعَامٌ" দ্বারা দাওয়াতের খাদ্য উদ্দেশ্য। অনাহারী হিসেবে খাদ্যের মুখাপেক্ষীকে দেওয়া খাদ্য উদ্দেশ্য নয়।

(عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَاتَخُنْ مَنْ خَانَكَ - (تِرْمِذِىٌّ)

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّائُكُمْ - (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত আদায় করে দাও, আর যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমিও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে উত্তম, সে আযান দেবে এবং যে সব চেয়ে ভাল কুরআন পাঠ করে সে ইমামতি করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَدِّ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَأْدِيَةً মাদ্দাহ (ء ـ د ـ ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তুমি প্রদান করো। কুরআনে আছে– إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

اِئْتَمَنَ ঃ বাব إفتعال মাসদার إِيْتِمَانًا মাদ্দাহ (ء ـ م ـ ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাস রাখল, আমানতদার বানাল।

لِيُؤَذِّنْ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَأْذِيْنًا মাদ্দাহ (أ ـ ذ ـ ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তার আযান দেওয়া উচিত।

لِيَؤُمَّكُمْ ঃ বাব نصر মাসদার إِمَامَةً মাদ্দাহ (ا ـ م ـ م) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء ও مضاعف ثلاثى অর্থ– তার ইমামতি করা উচিত।

قُرَّاءُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে قَارِئٌ অর্থ– ক্বারী।

তারকীব ঃ الامانة - اد-এর مفعول , الى من - متعلق , ائتمن - من-এর صله ,من خانك - موصول صله মিলে لاتخن-এর مفعول - خياركم - আর قراءكم যথাক্রমে তাদের স্ব-স্ব فعل-এর فاعل হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَدِّ الْأَمَانَةَ الخ-এর ব্যাখ্যা হযরত গাঙ্গূহী (র.) এভাবে করেছেন যে, (১) কোনো ব্যক্তি তোমার নিকট কোনো কথা বা বস্তু আমানত রেখেছে তাকে তা যথারীতি প্রদান করে দাও। (২) দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি তোমার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, তাহলে এমন কাজ করো না যাতে তোমার থেকে তার আস্থা ওঠে যায়। وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ – সর্বাবস্থায় আমানতের খেয়ানত করো না, কিংবা খেয়ানত (বিশ্বাস ঘাতকতা)-এর বিনিময় খেয়ানত দ্বারা দিও না; বরং اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ 'মন্দের জাবাব উত্তমভাবেই প্রদান করো।'

يُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ঃ যে ব্যক্তি আযান দেবে, মানুষদেরকে নামাজের দিকে আহবান করবে সে যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হয়, তার মধ্যে যদি বেহায়াপনা অশ্লীলতা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে ব্যক্তির ওপর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকতে পারে না, তার আহবানে মানুষ সাড়া দেবে না। আর উত্তম গুণের মধ্যে মিষ্ট মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

(عَنْ جَابِرٍ رض) لَاتَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ . (بَيْهَقِىْ)
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ) لَاتَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ - (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض) اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ - (تِرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না করবে, তাকে তোমরা অনুমতি দেবে না। তোমরা সাদা চুল মূলোচ্ছেদ করো না, কেননা সাদা চুল মুসলমানের জন্য নূর স্বরূপ। পার্থিব জগতের (মহব্বত) থেকে দূরে থাকো, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের কাছে যা আছে তা থেকে বেঁচে থাক তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَاتَأْذَنُوْا ঃ বাব سمع মাসদার اذنا মাদ্দাহ (ء ـ ذ ـ ن) জিনসে مهموز فا অর্থ– তোমরা অনুমতি প্রদান করবে না। কুরআনে আছে– فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ

لَمْ يَبْدَأْ ঃ বাব فتح মাসদার بدء মাদ্দাহ (ب ـ د ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– সে আরম্ভ করে নি।

لَاتَنْتِفُوْا ঃ বাব ضرب মাসদার نَتْفًا মাদ্দাহ (ن ـ ت ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা মূলোচ্ছেদ করো না।

اَلشَّيْبُ ঃ অর্থ– বার্ধক্য, মাথার চুল সাদা হওয়া। কুরআনে আছে– وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

اِزْهَدْ ঃ বাব فتح ، كرم ، سمع মাসদার زُهْدًا জিনসে صحيح অর্থ– তুমি বেঁচে থাকো, ত্যাগ করো।

তারকীব ঃ لمن الخ - لاتاذنوا -এর সাথে متعلق , لم يبدأ - من-এর صله আর فانه - فاء - تعليليه এবং جمله টি تعليلة - في الدنيا - ازهد -এর সাথে يحبك الله - جواب امر ، فيما - ازهد -এর সাথে متعلق, عند الناس - ثبت -এর সাথে متعلق হয়ে ما - اسم موصول -এর صله

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ الخ ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না দিয়ে কথা শুরু করবে, তাকে না দেবে প্রবেশের অনুমতি, না দেবে খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে স্থান পাবে সর্বশেষে।

لَاتَنْتِفُوْا الخ ঃ মানুষ যখন বার্ধক্যে পৌছে, মাথার চুল সাদা ও শুভ্র হয়ে যায়, তখন ক্রমান্বয় তার গাম্ভীর্যতা বাড়ে, পাপাচার থেকে বিরত থাকে, তওবা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তরকে পূত-পবিত্র করে ফেলে, যার ফলে কিয়ামতের দিবসে তার ঈমানী নূর নসিব হবে। কুরআনে বলা হয়েছে– نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ "তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটাছুটি করবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর চুল শুভ্র হয়, তখন তিনি আল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন এটা কি? উত্তর আসল وَقَارٌ (গাম্ভীর্যতা, মাহাত্ম্য)। হযরত ইবরাহীম (আ.) আবেদন করলেন, হে আমার প্রভু! আমার وَقَارٌ (মাহাত্ম্য) আরো বৃদ্ধি করে দিন।

اِزْهَدْ الخ ঃ এটি মূলত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। পূর্ণ হাদীস এই যে, জনৈক সাহাবী হুযূর ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন আমলের কথা বলুন যার ওপর আমল করলে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষ আমাকে ভালবাসবে। তার প্রত্যুত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, "দুনিয়ার প্রেম-মুহব্বত থেকে নিজকে বারণ করে চলো এবং মানুষের অর্থ সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেনা। তাহলে আল্লাহ যেমন ভালবাসবেন অন্যান্য মানুষও তোমাকে ভাল বাসবে।" কেননা পার্থিব জগতের এ প্রেম-ভালবাসা ও লোভ-লালসা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে সরিয়ে রাখে তাই যতক্ষণ না এটা ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে না।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض) كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ - (بُخَارِىْ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض) لَاتَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا - (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ তুমি একজন পরদেশী কিংবা পথিকের ন্যায় (পথ অতিক্রমকারী) দুনিয়াতে অবস্থান করো । তোমরা (প্রয়োজনাতিরিক্ত) সম্পত্তি গ্রহণ করো না, (যার ফলে) দুনিয়ামুখী হয়ে যাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

غَرِيْبٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে غُرَبَاءُ অর্থ– মুসাফির, পথিক, পরদেশী।

عَابِرٌ ঃ এটি اسم فاعل একবচন, বহুবচনে عِبَرَةٌ وعِبَارٌ বাব نصر মাসদার عُبُوْرًا و عِبْرًا মাদ্দাহ (ع . ب . ر) জিনসে صحيح অর্থ– অতিক্রমকারী।

سَبِيْلٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে سُبُلٌ অর্থ– রাস্তা, পথ। কুরআনে আছে– وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ

لَاتَتَّخِذُوْا ঃ বাব افتعال মাসদার اِتِّخَاذًا মাদ্দাহ (ء . خ . ذ) জিনসে مهموز فا অর্থ– গ্রহণ করো না, সঞ্চয় করো না। কুরআনে আছে– اتخذوها هزوا ولعبا

اَلضَّيْعَةُ ঃ অর্থ– অর্থ-সম্পত্তি, জমিন ইত্যাদি।

তারকীব ঃ كن - فعل ناقص , ضمير - اسم ناقص , كانك غريب - بتاويل مفرد - كن -এর খবর। افترغبوا টি جواب امر হওয়াতে منصوب - ان مصدريه মাহযূফ হয়ে হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنْ فِى الدُّنْيَا الخ ঃ আলোচ্য হাদীসে পৃথিবীকে একটা মুসাফির খানার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, মুসাফির (প্রবাসী) স্বীয় ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের আশায় যেমন সেখানে বাড়ি-ঘর করে না, কারো সাথে গভীর প্রেম-মহব্বত করে না। কারণ সেখানে তার অবস্থান হচ্ছে ক্ষণিকের, অচিরেই তাকে ফিরতে হবে। তেমনিভাবে এ পার্থিব জগৎটা ও ক্ষণিকের জন্য একদিন তাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষিত না হয়ে তাকে স্থায়ী আবাসভূমি তথা আখিরাতমুখী হতে হবে বরং তার চেয়ে একটু অগ্রগামী হয়ে বলা হয়েছে যে, মুসাফির তো ক্ষণিকের জন্য হলেও অবস্থান করে, কিন্তু আখিরাত যাত্রীকে হতে হবে পথিকের ন্যায়, যেখানে বিশ্রাম করার কোনো সুযোগ নেই।

لَاتَتَّخِذُوْا الخ ঃ যে অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ইত্যাদি আল্লাহর ইবাদত ও খোদার স্মরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, মানুষকে আখিরাতের চিন্তা-ফিকর হতে বিমুখ রাখে। এ ধরনের অর্থ-সম্পদ হতে বিরত থাকার জন্য হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণের অন্তরায় না হয় তা আবার ভিন্ন ব্যাপার। কুরআনে বলা হয়েছে– رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ "এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।"

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو) اَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجُفَّ عِرَقُهُ - (اِبْنُ مَاجَةَ) (عَنْ ابْنِ عُمَرَ) خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَوْفِرُوا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

অনুবাদ ঃ শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার ঘর্ম শুষ্ক হওয়ার পূর্বেই প্রদান করে দাও। তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়িকে বাড়াও এবং গোঁফকে খাটো করো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْاَجِيْرُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أُجَرَاءُ বহছ إسم فاعل বাব ضرب - نصر মাসদার إِجَارَةً وَاَجْرًا মাদ্দাহ (ء ـ ج ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– চাকর, শ্রমিক।

اَجْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أُجُوْرٌ অর্থ– বিনিময়, পারিশ্রমিক। কুরআনে আছে–

اِنَّ أَبِىْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

يَجُفُّ ঃ বাব ضرب মাসদার جُفُوْفًا ، جِفَافًا মাদ্দাহ (ج ـ ف ـ ف) জিনসে مضاعف অর্থ– শুকিয়ে যায়, শুষ্ক হয়।

عِرَقٌ ঃ অর্থ– ঘাম, ঘর্ম।

خَالِفُوْا ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُخَالَفَةٌ মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা বিরোধিতা করো।

اَوْفِرُوْا ঃ বাব افعال মাসদার ايفارا মাদ্দাহ (و ـ ف ـ ر) জিনসে مثال واوى অর্থ– তোমরা বৃদ্ধি করো, পূর্ণ করো।

اَللُّحٰى ঃ لام-এর মধ্যে পেশ, যের উভয়টি হতে পারে। এটি বহুবচন, একবচনে لِحْيَةٌ অর্থ– দাড়ি, কুরআনে আছে–
لَاتَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ

اُحْفُوْا ঃ বাব نصر মাসদার حَفْوًا মাদ্দাহ (ح ـ ف ـ و) জিনসে ناقص واوى কিংবা বাবে افعال থেকে অর্থ– কর্তন করো, ছাঁটাই করো।

اَلشَّوَارِبُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে شارب অর্থ– গোঁফ, মোচ।

তারকীব ঃ اَلْاَجِيْرُ হচ্ছে اعطوا - فعل-এর প্রথম মাফঊল, اجرة-দ্বিতীয় মাফঊল। قبل ان يحف হচ্ছে ظرف متعلق আর اللحى - اوفروا -এর مفعول به ، الشوارب - احفوا -এর مفعول به

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَعْطُوْا الخ ঃ চাকর-বাকর, শ্রমিক যখন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে, তাহলে কাল-বিলম্ব না করে তার পারিশ্রমিক ও বিনিময় পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য উক্ত হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে।

خَالِفُوْا ঃ মুসলমান জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের কৃষ্টি-কালচার এবং সংস্কৃতি হতে হবে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং অনুকরণীয়। যথাসম্ভব বিধর্মীদের সংস্কৃতি অনুকরণ থেকে বেচে চলতে হবে। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ যে, মুশরিকরা যখন দাড়ি কাটে এবং গোঁফ বড় রাখে তাদের বিরোধিতা করতঃ তোমরা দাড়িকে বড় করবে (কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ) ও গোঁফকে কাঁচি দ্বারা কেটে খাটো করবে।

(عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رضـ) بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوا وَلَاتُعَسِّرُوْا - (بُخَارِى وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رضـ) أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ তোমরা (দীনি ব্যাপারে) সুসংবাদ প্রদান করো বিরাগ করো না এবং (ইচ্ছাধীন কর্মে) সহজ সুলভ ব্যবহার করো, কঠোরতা করো না।তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার্য দাও, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করো এবং বন্দীকে মুক্ত করে দাও।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَشِّرُوْا ঃ বাব تفعيل মাসদার تَبْشِيْرًا মাদ্দাহ (ب ـ ش ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সু-সংবাদ প্রদান করো। কুরআনে আছে– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

لَاتُنَفِّرُوْا ঃ বাব تفعيل মাসদার تَنْفِيْرًا মাদ্দাহ (ن ـ ف ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– বিরাগ করো না, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করোনা।

يَسِّرُوْا ঃ বাব تفعيل মাসদার تَيْسِيْرًا মাদ্দাহ (ى ـ س ـ ر) জিনসে مثال يائى অর্থ– তোমরা সহজ করো। কুরআনে আছে- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

لَاتُعَسِّرُوْا ঃ বাব تفعيل মাসদার تَعْسِيْرًا মাদ্দাহ (ع ـ س ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সংকীর্ণতা করো না।

اَطْعِمُوْا ঃ বাব افعال মাসদার اِطْعَامًا মাদ্দাহ (ط ـ ع ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– আহার্য দান করো। কুরআনে আছে– وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا

اَلْجَائِعُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে جِيَاعٌ، جِيْعَانٌ অর্থ– ক্ষুধার্ত।

عُوْدُوْا ঃ বাব نصر মাসদার عِيَادَةً، عَوْدًا মাদ্দাহ (ع ـ و ـ د) জিনসে اجوف واوى অর্থ–তোমরা রোগীর সেবা করো।

فُكُّوْا ঃ বাব نصر মাসদার فُكَاكًا মাদ্দাহ (ف ـ ك ـ ك) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা মুক্ত করো। কুরআনে আছে– فَكُّ رَقَبَةٍ

اَلْعَانِىْ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে عُنَاةٌ বাব سمع অর্থ– বন্দী।

তারকীব ঃ اَلْجَائِعُ، اَلْمَرِيْضُ، اَلْعَانِىْ প্রত্যেকটি সংলগ্ন فعل-এর مفعول হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَشِّرُوْا الخ ঃ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে বেশি বেশি ছওয়াব ও বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে ইবাদত-বন্দেগির দিকে অনুপ্রাণিত করা, শাস্তি ইত্যাদিতে অতিরঞ্জিত বর্ণনা করে রহমতের হক থেকে নিরাশ না করা। যার ফলে মানুষের ইবাদত-বন্দেগিতে অনীহা সৃষ্টি হতে পারে এবং যাকাত ইত্যাদি আদায়ের মধ্যে কঠোরতা এবং বাড়াবাড়ি না করা।

اَطْعِمُوْا الخ ঃ গরিব, দুঃখী, অসহায়, অনাথের সেবা করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। মানবতার সেবার এই মহতি লক্ষ্যে রাসূল (সা.) ক্ষুধার্তকে আহার্য দান, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা এবং অত্যাচারিত, নির্যাতিত বন্দীকে মুক্তি দানের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মধ্যে মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন– وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا "তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।"

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رض) لَاتَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُكَ لِلصَّلٰوةِ. (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رض) لَايَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ. (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ مُعَاذٍ رض) اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ. (اَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ তোমরা মোরগকে (তার ডাকে) গালি দিও না। কেননা সে তো তোমাদেরকে নামাজের জন্যই জাগ্রত করে। কোনো সালিশ রাগন্বিত অবস্থায় দু' ব্যক্তির মধ্যস্থলে যেন ফয়সালা না করে। তোমরা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করো। কেননা আল্লাহর বিশেষ বান্দারা (দুনিয়াতে) ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করেন নি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَاتَسُبُّوْا ঃ বাব نصر মাসদার سَبًّا মাদ্দাহ (س ـ ب ـ ب) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা গালি দিও না। কুরআনে আছে– لَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اَلدِّيْكُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে دِيَكَةٌ، اَدْيَاكٌ، دُيُوْكٌ অর্থ– মোরগ।

يُوْقِظُ ঃ বাব افعال মাসদার اِيْقَاظًا মাদ্দাহ (ى ـ ق ـ ظ) জিনসে مثال يائى অর্থ– সে জাগ্রত করে।

لَايَقْضِيَنَّ ঃ বাব ضرب মাসদার قَضَاءً মাদ্দাহ (ق ـ ض ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে যেন ফয়সালা না করে। কুরআনে আছে– اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ

غَضْبَانُ ঃ এটি صيغه صفت অর্থ– রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত। কুরআনে আছে– غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

اَلتَّنَعُّمُ ঃ এটি مصدر বাব تفعل অর্থ– সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা।

তারকীব ঃ اَلدِّيْكَ، لَاتَسُبُّوْا-এর مفعول، فانه الخ ـ جمله تعليليه আর اياك – ভীতি প্রদর্শনের জন্য। মূল ইবারত এভাবে اِتَّقِ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ اَىْ اِتَّقِ نَفْسَكَ مِنَ التَّنَعُّمِ وَالتَّنَعُّمَ مِنْ نَفْسِكَ। اِن ـ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ-এর খবর। بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ ـ لَيْسُوْا ـ فعل ناقص-এর খব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاتَسُبُّوْا ঃ নামাজ দ্বারা ফরজ কিংবা তাহাজ্জুদ উভয়টি হতে পারে। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মোরগ যখন ফেরেশ্‌তার মুখামুখি হয় তখন চিৎকার করে উঠে।

لَايَقْضِيَنَّ ঃ ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য এবং ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদি কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ সুবিচার করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে কতিপয় সমস্যার নিরসন করাই উদ্দেশ্য। তাই বলা হয়েছে যে, রাগান্বিত অবস্থায় কেউ যেন দু' পক্ষের মধ্যস্থলে ফয়সালা না করে। কেননা তখন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। তেমনিভাবে অতি শীত গ্রীষ্ম ও রুগ্‌ণ অবস্থায় বিচার করাও ঠিক নয়।

اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আনন্দকে লক্ষ্য ও বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাসী উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যত কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। কুরআনে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ "আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।"

(عَنْ اَنَسٍ رض) اِعْتَدِلُوْا بِالسُّجُوْدِ وَلَايَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ ـ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ عَائِشَةَ رض) لَاتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا. (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ তোমরা সিজদায় তা'দীল রক্ষা করো (ধীরস্থিরভাবে সিজদা করো) আর তোমাদের কেউ যেন (সিজদার সময়) কুকুরের মতো মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয়। তোমরা মৃতব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা তো পৌঁছে গেছে তাদের কৃতকর্মের দ্বারে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِعْتَدِلُوْا ঃ বাব افتعال মাসদার اِعْتِدَالًا মাদ্দাহ (ع ـ د ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো। কুরআনে আছে– فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّاتَعْدِلُوْا

لَايَبْسُطْ ঃ বাব نصر মাসদার بَسْطًا জিনসে صحيح অর্থ–সে বিছায় না। কুরআনে আছে– وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

اِنْبِسَاطٌ ঃ এটি মাসদার। অর্থ– বিছানো।

لَاتَسُبُّوْا ঃ বাব نصر অর্থ– তোমরা গালি দিও না।

اَلْاَمْوَاتُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে ميت অর্থ– মৃত। কুরআনে আছে– وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

اَفْضَوْا ঃ বাব افعال মাসদার اِفْضَاءً মাদ্দাহ (ف ـ ض ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তারা পৌঁছে গেছে। কুরআনে আছে– وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

তারকীব ঃ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ হচ্ছে– فعل مخدوف -এর مفعول مطلق অর্থাৎ فَيَنْبَسِطُ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ আর قَدْ اَفْضَوْا হচ্ছে– ان-এর খবর ـ ماقدموا موصول صله মিলে مجرور

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তা'দীলে আরকানের প্রক্রিয়া كَيْفِيَّةُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ **ঃ** সিজদায় তা'দীল করার মানে হলো স্থিরভাবে যথাযথ নিয়মে সিজদা করা, যেমন দু'হাতের তালু কিবলামুখী করে জমিনে রাখা, উভয় হাতের কনুই জমিন হতে উপরে তুলে রাখা এবং পেটকে দু'উরু হতে দূরে সরিয়ে রাখা ইত্যাদি। তবে স্মরণ রাখতে হবে এখানে জমিনের ওপর হাতের তালু রাখার অর্থ হলো বিছিয়ে না দেওয়া। যেমন–কুকুর বসার সময় সম্মুখের পা দু'খানা বিছিয়ে বসে। অবশ্যই এ আদেশ পুরুষদের জন্য। তাদের জন্য এরূপ মাকরূহ। পক্ষান্তরে মহিলাদের বেলায় এরূপে হাতকে জমিনে বিছিয়ে পেট ও রান উরুকে একত্রে করে খুব সংযমের সাথে গোটা শরীরকে গুটিয়ে সিজদা করা মোস্তাহাব।

لَاتَسُبُّوْا الـخ ঃ মানুষ যখন মরে যায় তখন দুনিয়ার সাথে তার কোনো যোগাযোগ থাকে না, সে ভোগ করে তার ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিফল। সুতরাং এ বিচ্ছিন্ন জীবনে তাকে গালা-গালি করলে কি লাভ হবে? অনর্থক সময়ই নষ্ট ছাড়া আর কি ফায়দা?

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (أَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ أَبِي مُوسٰى الْأَشْعَرِيِّ رض) تَعَاهَدُوْا الْقُرْاٰنَ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِيْ عَقْلِهَا. (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের নির্দেশ করো, যখন তারা সাত বৎসর উপনীত হয়, আর যখন দশ বৎসর পৌছে তখন অমান্য করলে) প্রহার করো এবং তাদের শয্যা ভিন্ন করে দাও। তোমরা কুরআনকে (বারবার তিলাওয়াত করে) সংরক্ষণ করো। কেননা সে সত্তার শপথ যার করায়ত্তে রয়েছে আমার আত্মা যে, (কুরআন মানুষের অন্তর থেকে) দড়িমুক্ত উটের চেয়েও অধিক দ্রুত পলায়নকারী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمَضَاجِعُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مَضْجَعٌ বহছ اسم ظرف অর্থ- শয্যা, বিছানা। কুরআনে আছে- وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

تَعَاهَدُوْا ঃ বাব تفاعل মাসদার تَعَاهُدًا، تَعَهُّدًا মাদ্দাহ (ع ـ هـ ـ د) জিনসে صحيح অর্থ- তোমরা সংরক্ষণ করো।

تَفَصِّيًا ঃ এটি مصدر বাব تفعل মাদ্দাহ (ف ـ ص ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- পৃথক হওয়া, মুক্ত হওয়া।

عُقُلٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عقلة অর্থ- দড়ি, রশি, উটের হাঁটু এবং রানকে রশি দিয়ে বাঁধা।

তারকীব ঃ اَوْلَادَكُمْ হচ্ছে مُرُوْا-فعل-এর مفعول, الخ وهم উভয় জায়গাতে যথাক্রমে اولاد এবং ضمير থেকে حال হয়েছে। فَوَالَّذِيْ এরমধ্যে فاء হচ্ছে- تعليليه আর واو قسم-এর জন্য, نفسى - মুবতাদা, مقبوض ـ بيده-এর সাথে মিলে খবর। মুবতাদা- খবর মিলে صلة, موصول صلة মিলে مجرور আর من الابل ـ اشد-এর সাথে متعلق আর فِيْ عَقْلِهَا হচ্ছে- تَفَصِّيًا-এর সাথে متعلق، تفصيا ـ اشد-এর نسبت থেকে تميز।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ الخ ঃ জীবনের প্রথম হতেই নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই এরূপ করতে বলা হয়েছে। যাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের নামাজ রোজা কাজা না হয়। অথচ বর্তমান যুগে অনেক অভিভাবকগণ তাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার পরিবর্তে স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাতে রোজা পালনে বাধা দিয়ে থাকেন। এ হাদীসের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে এ সকল অভিভাবকদের বাধা দান রাসূল ﷺ-এর বিরোধী হয়ে পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বালক-বালিকাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। যেন তাদের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনা না ঘটতে পারে। কেননা দশ বৎসর বয়সে কাম স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অপবাদের স্থানে যেন পতিত না হয়।

تَعَاهَدُوْا الخ ঃ রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ ঐশী বাণী কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থ এরূপ ছিল না। তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বুকে আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এতদসত্ত্বেও সে মহান সর্বশক্তিমান স্রষ্টার চিরন্তন বাণী অতি দুর্বল নশ্বর মানুষের স্মৃতি হতে যে কোনো মুহূর্তে উধাও হয়ে যেতে পারে, যাকে হাদীসে দড়ি থেকে মুক্ত উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই মানুষের অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী থাকতে হলে বারবার তিলাওয়াত-এর কোনো বিকল্প নেই।

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ. (بُخَارِىْ، مُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ رض) لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَاتُصَلُّوْا اِلَيْهَا. (مُسْلِمٌ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ رض) اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً. (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ তুমি নির্যাতিত মজলুম ব্যক্তির অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকো; কেননা তার বদ-দোয়া (অভিশাপ) ও আল্লাহর মধ্যখানে কোনোই আড়াল নেই। তোমরা কবরের ওপর বসো না এবং তার দিকে রুখ করে নামাজও পড়ো না। এ সকল বাকহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের ওপর আরোহণ করো সুস্থাবস্থায় এবং অবতরণ করো সুস্থ রেখেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دَعْوَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে دَعْوَاتٌ বাব نصر জিনসে ناقص واوى অর্থ– আহ্বান, (عليه) বদ-দোয়া করা, দোয়া করা। কুরআনে আছে– لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ

حِجَابٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حُجُبٌ অর্থ– আড়াল, পর্দা। কুরআনে আছে– اَوْمِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

اَلْقُبُوْرُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে قَبْرٌ অর্থ– কবর, সমাধি। কুরআনে আছে– اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ

اَلْبَهَائِمُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে بَهِيْمَةٌ অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু। কুরআনে আছে– اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

اَلْمُعْجَمَةُ ঃ এটা স্ত্রীলিঙ্গ, আর পুংলিঙ্গ اَلْمُعْجَمُ অর্থ– বোব, বাকহীন।

তারকীব ঃ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ আর হাল হয়েছে। حال যমীর থেকে ها ،صَالِحَةً ,صفت এর-البهائم– হচ্ছে المعجمة بَيْنَهٗ وَبَيْنَ আর اسم موخر এর-ليس– হচ্ছে حِجَابٌ ,جملة تعليليه ـ فانه الخ ,مفعول এর-فعل ـ اِتَّقِ– হচ্ছে لَاتَجْلِسُوْا ,এর সাথে- لَاتَجْلِسُوْا– হচ্ছে عَلَى الْقُبُوْرِ আর خبر مقدم এর সাথে মিলে -شبه فعل مقدر– হচ্ছে اللّٰهِ عطف এর ওপর-لَاتُصَلُّوْا ,متعلق

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِتَّقِ دَعْوَةَ الخ ঃ এ হাদীসটি যাকাত সংক্রান্ত বড় একটি হাদীসের অংশ বিশেষ। যাকাত উসুলের ক্ষেত্রে কোনো মানুষের প্রতি যেন কোনো প্রকারের অবিচার না করা হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। কেননা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে জন সাধারণের সাথে নিজের খেয়াল-খুশি মতো স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করতে থাকা স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যেন কারো ওপর কোনো জুলুম না করা হয়। সে দিকে দৃষ্টি রেখেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে মজলুমের বদ-দোয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

لَاتَجْلِسُوْا الخ ঃ উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবরের ওপর বসা, শোয়া, হেলান দেওয়া এবং নিষ্প্রয়োজনে তাকে পদদলিত করা মাকরূহ। তেমনিভাবে তার দিকে রুখ করে নামাজ পড়াও মাকরূহ। কিন্তু নামাজ যদি কবর বা কবরবাসীর সম্মানার্থে হয় তাহলে তা হবে কুফরির শামিল।

اِتَّقُوا اللّٰهَ الخ ঃ এখানে দু'ধরনের অর্থ হতে পারে ঃ

(ক) তারা বাক-শক্তিহীন প্রাণী। নিজের হাল-অবস্থা বা প্রয়োজন প্রকাশ করার শক্তি নেই। সুতরাং তাদেরকে প্রয়োজনীয় দানাপানি সরবরাহ করো। না খাওয়ায়ে কষ্ট দিও না।

(খ) তাদেরকে ঐ পরিমাণ কাজে লাগাও যে পরিমাণ তারা সহ্য করতে পারে। ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের খেদমত নেওয়া হতে বিরত থাক।

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَاتُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. (بُخَارِيْ مُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) لَاتَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ. (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لَاتَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ النَّفْسُ غَرَضًا. (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ কোনো পুরুষ যেন পর মহিলার সাথে একাকী না হয় এবং কোনো মহিলা মুহরিম বিহীন যেন ভ্রমণ না করে। তোমরা জীবজন্তুর পৃষ্ঠকে মিম্বর বানিওনা। কোনো জীবন্ত প্রাণীকে নিশানা (লক্ষ্যবস্তু) বানিও না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايَخْلُوَنَّ ঃ বাব نصر মাসদার خَلْوَةٌ মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে যেন একাকী না হয়।

কুরআনে আছে– وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيٰطِيْنِهِمْ

مَحْرَمٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে مَحَارِمُ অর্থ– অবৈধ, যে আত্মীয়ের সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

ظُهُوْرٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে ظَهْرٌ অর্থ– পৃষ্ঠ, পিঠ।

دَوَابُّ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে دَابَّةٌ অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু, প্রাণী। কুরআনে আছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

مَنَابِرَ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে مِنْبَرٌ অর্থ– চত্বর, ইমাম যে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে খুতবা ও বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।

نَفْسٌ ঃ অর্থ– আত্মা, প্রাণ, বহুবচনে نُفُوْسٌ।

غَرَضًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَغْرَاضٌ অর্থ– নিশানা, লক্ষ্য।

তারকীব ঃ رَجُلٌ হচ্ছে– لَايَخْلُوَنَّ-এর فاعل আর بامرأة . متعلق । الا-এর مستثنى منه মাহযূফ ای فيه –হচ্ছে شيئا আর مفعول-এর দ্বিতীয় فعل-এর لاتتخذوا –হচ্ছে منابر আর لَاتُسَافِرَنَّ اِمْرَأَةٌ حَالًا اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ । مفعول দ্বিতীয় غرضا . مفعول মিলে موصوف . صفت আর صفت হয়ে جمله اسميه –হচ্ছে النَّفْسُ، موصوف

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَخْلُوَنَّ الخ ঃ নারীদেরকে পর পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকদের অন্তরে কোনো কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটও যেন ঘেঁষতে না পারে। আর এখানে পর পুরুষ দ্বারা মুহরিম ব্যতীত সকল আত্মীয়-স্বজন তথা চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, দেবর প্রমুখ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। একটি প্রবাদ আছে যে, রাবেয়া বসরীর মতো পুণ্যবতী নারী ও ওয়াইস করণীর মতো পুণ্যবান পুরুষও যদি একাকী হয় তবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দিতে সক্ষম। তেমনিভাবে কোনো মহিলা আটচল্লিশ মাইল কিংবা তার চেয়ে অধিক পথ সফর করতে হলে মুহরিম ব্যতীত জায়েজ হবে না, যদিও হজের সফর হোকনা কেন।

لَاتَتَّخِذُوْا الخ ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রাণীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া, কিংবা তার ওপর আরোহণ করে বক্তৃতা দেওয়া ঠিক নয়। হাঁ, যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকে তা ভিন্ন কথা। হুযূর ﷺ আরাফাতের ময়দানে লোক সমাবেশে খচ্চরের ওপর আরোহণ করে খুতবা দিয়েছেন।

لَاتَتَّخِذُوْا شَيْئًا الخ ঃ এতে সৃষ্টিজীবকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার সাথে সাথে সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। অন্য হাদীসে এমন ব্যক্তির ওপর অভিশাপ করা হয়েছে।

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ) لَاتَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا (اَبُوْدَاؤدَ) (عَنْ عَلِيٍّ رض) بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّاهَا. (رَزِيْن) (عَنْ وَاثِلَةَ رض) لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ . (تِرمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ দু'ব্যক্তির মাঝখানে বসো না, যতক্ষণ না তাদের অনুমতি লাভ করো। তোমরা দান-খয়রাতে অগ্রগামী হও। কেননা বিপদাপদ সদকাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুগ্রহ করবেন, আর তোমাকে নিপতিত করে দেবেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَادِرُوْا ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُبَادَرَةً - بِدَارًا, মাদ্দাহ (ب - د - ر) জিনসে صحيح, অর্থ– তোমরা তাড়াতাড়ি করো। কুরআনে আছে– وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا

اَلْبَلَاءُ ঃ শব্দটি বহুচন, এক বচনে بَلِيَّةٌ অর্থ– বিপদ, পরীক্ষা।

اَلشَّمَاتَةَ ঃ এটি مصدر, বাব سمع, মাদ্দাহ (ش - م - ت) জিনসে صحيح অর্থ– কারো বিপদে খুশি হওয়া। কুরআনে আছে– فَلَاتُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ

يَبْتَلِيْ ঃ বাব افتعال, মাসদার اِبْتِلَاءٌ, মাদ্দাহ (ب - ل - و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– বিপদে লিপ্ত করবে, পরীক্ষা করবে। কুরআনে আছে– وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ

তারকীব ঃ لَاتَجْلِسْ হচ্ছে– فعل بافاعل আর بَيْنَ رَجُلَيْنِ হচ্ছে– ظرف متعلق আর فَاِنَّ الْبَلَاءَ – এটি পূর্বের جملہ-এর জন্য تعليل হয়েছে। لَايَتَخَطَّاهَا- جمله فعليه হয়ে ان-এর খবর হয়েছে। اَلشَّمَاتَةَ হচ্ছে– مفعولআর لِاَخِيْكَ - متعلق এবং فَيَرْحَمُهُ الخ হচ্ছে– جواب نهى

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاتَجْلِسْ اَلخ ঃ নবী করীম ﷺ-এরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা এবং তাদের মাঝে বসা কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের অনুমতি থাকে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এমনও হতে পারে যে, ঐ দু'ব্যক্তির মধ্যে গভীরতম বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির বসা তাদের মনের কষ্ট হতে পারে। তবে অনুমতি থাকলে ভিন্ন কথা।

بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ الخ ঃ এটাই সর্বযোগের বহুল প্রচলিত কথা যে, "সদকায় বালা দূর হয়"। অর্থাৎ সদকা করলে আল্লাহর অনুগ্রহে তার বদৌলতে জাগতিক বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ الخ ঃ কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে তার সাহায্য সহযোগিতায় অপরাপর মুসলমান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিত। চাই সে শত্রু হোক কিংবা মিত্র হোক। তার বিপদটা শারীরিক হোক বা আর্থিক হোক অথবা দীনি হোক, সর্বাবস্থায়ই তার সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। নবী করীম ﷺ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।

মোট কথা, বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করার জন্য এগিয়ে আসাই একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, শত্রুকে বিপদে পড়তে দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে খুশির উদ্রেক হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন– তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। হতে পরে তুমি নিজেই একদিন এ বিপদে নিপতিত হবে।

(عَنْ أَنَسٍ رض) جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. (اَبُوْ دَاؤُدَ) (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رض) اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقِّ تَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. (بُخَارِىْ) (عَنْ عَمْرِوْ بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِىْ رض) اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ . (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ তোমরা জান মাল ও মুখ দ্বারা মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ করো। খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও দোজখের অগ্নি থেকে বাঁচো। আর কেউ যদি এক টুকরো খেজুরও না পায় তাহলে ভাল কথা দিয়ে বাঁচবে।পাঁচটি বস্তুকে অপর পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ (অমূল্য সম্পদ) মনে করো। বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতা আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসরকে, মৃত্যু আসার পূর্বে হায়াতকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

شِقٌّ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে شُقُوْقٌ অর্থ– পার্শ্ব, বস্তুর অর্ধেক।

تَمَرَةٌ ঃ মীমে তিনও হরকত, একবচন, বহুবচনে تَمَرَاتٌ অর্থ– খেজুর।

اِغْتَنِمْ ঃ বাব افتعال মাসদার اِغْتِنَامًا মাদ্দাহ (غ ـ ن ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– তুমি গনিমত মনে করো।
কুরআনে আছে– وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

هَرَمٌ ঃ অর্থ– বার্ধক্য। هَرِمٌ বৃদ্ধ, বহুবচনে هَرْمٰى ، هَرِمُوْنَ।

سَقَمٌ (بفتحتين) ঃ অর্থ– অসুস্থতা, سَقِيْمٌ، سَقِمٌ অসুস্থ। কুরআনে আছে– اِنِّىْ سَقِيْمٌ

غِنًى ঃ غِنَاءٌ এটি مصدر বাব سمع অর্থ– সচ্ছল হওয়া, যথেষ্ট করা।

فقر ঃ অর্থ– দরিদ্রতা। এটি একবচন, বহুবচনে مَفَاقِيْرُ

فَرَاغٌ ঃ فُرُوْغًا এটি مصدر বাব فتح، سمع، نصر অর্থ– ব্যস্ততা, অবসর। কুরআনে আছে– وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَاهِدُوْا الخ ঃ জিহাদের প্রকার ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– সশরীরে জিহাদ করা। ইহা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ তদ্রূপ মাল-সম্পদ কিংবা মুখ ও কলমের দ্বারা জিহাদ করা প্রথমটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে আধুনিক কালে এগুলো দ্বারা জিহাদ করাকে উত্তম জিহাদ বলা যেতে পারে। মুখের দ্বারা জিহাদ; যেমন– তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, যুক্তি দ্বারা তাদের অভিযোগ খণ্ডন করা, বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা। কলমের জিহাদ হলো, লিখনীর মধ্যমে অনৈসলামিক মতবাদকে খোঁড়া করে তদস্থলে ইসলামি আদর্শ ও মতবাদকে তুলে ধরা। এ যুগে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

اِتَّقُوا النَّارَ الخ ঃ খেজুর টুকরো দ্বারা সামান্য বস্তু উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সাধারণ বস্তু দিয়ে হলেও দোজখের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ মাল-সম্পদ ছাড়া অন্য কোনো কাজের মাধ্যমেও 'দান-সদ্‌কা' হতে পারে। যেমন– অপর কোনো মুসলমানের সাথে কর্কশ ভাষা বর্জন করত হাসি মুখে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও ভাল কথা বলাও নফল সদ্‌কার অন্তর্ভুক্ত।

اِغْتَنِمْ الخ ঃ কোনো মানুষই সারা জীবন এক অবস্থার ওপর থাকে না। তাই হাদীসে বর্ণিত অবস্থাগুলো অবশ্যই এসে পড়বে। সুতরাং বিপরীত অবস্থাটি আসার পূর্বে বর্তমান অবস্থাকে নেক কাজে অতিবাহিত করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। পরে অনুশোচনা করেও কোনো কাজে আসবে না।

لَيْسَ النَّاقِصَةُ

যে সকল জুমলার শুরুতে لَيْسَ - فعل ناقص প্রবিষ্ট হয়েছে

(١) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ اِمْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا أَوْعَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ. (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ সে ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয় যে মানুষকে আছাড় দেয়; বরং সে ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে প্ররোচনা দেয় এবং মালিকের বিরুদ্ধে গোলামকে ক্ষেপায়, সে আমার দলভুক্ত নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلشَّدِيْدُ ঃ এটি صيغه صفت একবচন, বহুবচনে اَشِدَّاءُ মাসদার شِدَّةٌ মাদ্দাহ (ش ـ د ـ د) জিনসে مضاعف অর্থ– কঠোর শক্তিশালী, বীর। কুরআনে আছে– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

اَلصُّرْعَةُ ঃ اَلصَّرَاعُ، اَلصَّرَاعَةُ মানুষেকে অধিক পরাস্তকারী। মাসদার صَرْعًا،مَصْرِعًا বাব فتح অর্থ– আছাড় দেওয়া।

خَبَّبَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَخْبِيْبًا মাদ্দাহ (خ ـ ب ـ ب) জিনসে مضاعف অর্থ– সে প্ররোচিত করেছে।

তারকীব ঃ اَلشَّدِيْدُ হচ্ছে– ليس -এর اسم আর اَلصُّرْعَةُ খবর, با অতিরিক্ত, اِنَّمَا الشَّدِيْدُ মুবতাদা, اَلَّذِىْ يَمْلِكُ -এর খবর। مَنْ خَبَّبَ الخ হচ্ছে– ليس-এর اسم مؤخر আর منا হচ্ছে–متعلق محذوف-এর সাথে মিলে ليس-এর خبر الخ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَيْسَ الشَّدِيْدُ الخ ঃ আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যে কুস্তি করে অন্যকে পরাস্ত করে ধরাশায়ী করে দেয়, সে প্রকৃত বীর নয় এবং দৈহিক শক্তি ও বীরত্বের মাপ কাঠি নয়: বরং সে-ই প্রকৃত বীর, যে চরম ক্রোধের সময়ও নিজকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিণাম দর্শিতার সাথে কাজ করতে পারে। কেননা রাগের মাথায় অসঙ্গত কাজ করে পরে অনুশোচনা করতে হয়। نفس-এর কর্তৃত্ব বলতে সর্বাবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও দূরদর্শীতাকে বুঝানো হয়েছে। যারা মানুষকে চরম ক্রোধের সময় ও অবিবেচনা প্রসূত কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে পরিণাম দর্শিতার মাধ্যমে কাজ করার শক্তি দান করে।

مَنْ خَبَّبَ الخ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্যে কিংবা গোলাম-মুমিনের মধ্যস্থলে দূরত্ব সৃষ্টি করার নিমিত্তে, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার কুটুক্তি ও প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে ক্ষেপানো যেমন সমাজ বিরোধী কাজ তেমনি শরিয়তের দৃষ্টিতেও তা হারাম এবং অপছন্দনীয়। এ ধরনের হীন কাজ থেকে বিরত থাকাই হবে একজন সভ্য ব্যক্তির কাজ।

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (تِرْمِذِىْ) (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ. (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, ভাল কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে তো আমার দলের নয়। সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে উদর পূর্তি করে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

صَغِيْرٌ ঃ একবচন, বহুবচনে صِغَارٌ, অর্থ– ছোট।

لَمْ يُوَقِّرْ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَوْقِيْرًا মাদ্দাহ (و ـ ق ـ ر) জিনসে مثال واوى অর্থ– সে সম্মান করেনি।

يَشْبَعُ ঃ বাব سمع মাসদার شبعا জিনসে صحيح অর্থ– সে তৃপ্ত হবে।

جَائِعٌ ঃ বাব نصر মাসদার جوعاً মাদ্দাহ (ج ـ و ـ ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– ক্ষুধার্ত। কুরআনে আছে– اَلَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ

তারকীব ঃ لَيْسَ -হচ্ছে اَلْمُؤْمِنُ। اسم مؤخر -হচ্ছে مَنْ لَمْ يَرْحَمْ الخ আর خبر مقدم এর-لَيْسَ -হচ্ছে مِنَّا ঃ جَائِعٌ-হচ্ছে اِلٰى جَنْبِهٖ আর حال থেকে فاعل এর-يَشْبَعُ -হচ্ছে وَجَارُهٗ الخ, যায়েদ – باء, খবর – بِالَّذِىْ الخ. اسم -এর -এর সাথে متعلق।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ الخ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না, বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে না, সে আমাদের দলের নয়। এর অর্থ এই নয় যে, সে ইসলাম বহির্ভূত। উপরোক্ত গুণাবলী মানবিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ, যা শাশ্বত ইসলামের উপাদান, যে উপাদানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছেন রাসূল ﷺ। কাজেই যার মধ্যে এটা পাওয়া গেল না, তাকে মুসলমান বলা গেলেও রাসূল ﷺ-এর খাঁটি অনুসারী বলা যাবে না। সে জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, সে আমাদের নয়।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الخ ঃ যে ব্যক্তি নিজে পানাহার করে পরিতৃপ্তি লাভ করে, প্রতিবেশীর প্রতি যার লক্ষ্য নেই, তার দুঃখ-দুর্দশায় অংশীদার হয় না, সাধ্যানুসারে সাহায্য করে না, সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নয়। অপর দিকে যার প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে, অথচ তাকে খাদ্য আহার প্রদানের মতো খানা ঘরে আছে; কিন্তু সে দেয় না, সে ব্যক্তিও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারে না। যদি দেওয়ার মতো অতিরিক্ত কিছু নাও থাকে, তবুও নিজের খাদ্য থেকে কিছু অংশ দিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করতে হবে। অন্যথা কৃপণ বলে চিহ্নিত হবে। ফলে ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে।

وَجَارُهٗ جَائِعٌ ঃ প্রতিবেশী এমন ক্ষুধার্ত যে, জঠর জালায় সে কাতর হয়ে পড়েছে। এ সময় তাকে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকে দিতে হবে। যদি অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার মতো না থাকে, তবে নিজের চাহিদার চেয়ে তার চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে।

(عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشُ وَلَا الْبَذِيِّ. (تِرْمِذِيْ) (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ একজন মু'মিন তিরস্কার ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। আর অশ্লীল গালমন্দকারী ও প্রগলভ হতে পারে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে; বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সম্পর্ককে যোজন করে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

طَعَّانٌ ঃ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مبالغه বাব فتح মাসদার طَعْنًا মাদ্দাহ (ط ـ ع ـ ن) জিনসে صحيح অর্থ- অধিক তিরস্কারকারী। কুরআনে আছে- وَمَنْ نَكَسُوْا اِيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ

اَللَّعَّانُ ঃ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مبالغه বাব فتح মাসদার لَعْنًا জিনসে صحيح অর্থ- لَعَّانٌ - অধিক অভিসম্পাতকারী। কুরআনে আছে- وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ

اَلْفَاحِشُ ঃ বাব كرم মাসদার فَحْشًا মাদ্দাহ (ف ـ ح ـ ش) জিনসে صحيح অর্থ- অশ্লীল।

اَلْبَذِيُّ ঃ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر মাসদার بَذْوًا মাদ্দাহ (ب ـ ذ ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- নিলর্জ্জ, প্রগলভ।

اَلْوَاصِلُ ঃ বাব ضرب মাসদার وَصْلًا মাদ্দাহ (و ـ ص ـ ل) জিনসে مثال واوى অর্থ- সংযোগ স্থাপন কারী।

اَلْمُكَافِئُ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُكَافَاةٌ মাদ্দাহ (ك ـ ف ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দানকারী, (সম্পর্ক রক্ষাকারী)।

رَحِمٌ ঃ ر তে যবর ح তে যের নতুবা ر তে যের ح তে সাকিন, একবচন, বহুবচনে أرحام অর্থ- আত্মীয়তা, জরায়ু। কুরআনে আছে- وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

তারকীব ঃ المؤمن হচ্ছে- لَيْسَ-এর ইসম, بِالطَّعَّانِ الخ - খবর। اَلْوَاصِلُ হচ্ছে- ليس-এর ইসম, بِالْمُكَافِئِ - খবর, الواصل হচ্ছে لكن-এর ইসম, الذى الخ - তার খবর, اذا قطعت হচ্ছে الذى-এর صله

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِالطَّعَّانِ الخ ঃ মানুষের দোষ-ত্রুটি খোঁজ-অন্বেষণ করা, বেশি বেশি লানত ও অভিসম্পাত করা, অশ্লীল গালমন্দ করা এবং বেহায়াপনা আচরণ প্রদর্শন করা ফাসেক পাপীর বৈশিষ্ট্য। একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি এ জাতীয় চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন- এগুলো মু'মিনের চরিত্রের পরিপন্থী। সুতরাং এ কাজগুলো কোনো মু'মিনের মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও সে মু'মিন বটে, তবে পূর্ণ মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়; বরং মু'মিন হবে একজন সচ্চরিত্রবান সার্বিক আদর্শ মানুষ।

"اَلْمُكَافِئُ" অর্থ হলো- প্রতিদান দেওয়া বা বদলা দেয়া। অর্থাৎ কেউ যদি কারো আত্মীয়তা রক্ষা করে, সে আত্মীয়তা রক্ষাকারী গণ্য হবে না; বরং সে-ই আত্মীয়তা রক্ষাকারী হবে, যে কেউ যদি তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে, আর সে ব্যক্তি তা রক্ষা করে। এ মর্মে হযরত আলী (রা.) বলেছেন- صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلٰى نَفْسِكَ هٰذَا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক রক্ষা করো, যে তোমার সাথে অসৎ ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার করো, তুমি সত্য কথা বলো, যদিও তোমার নিজের বিপক্ষে হয়।

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ رض) لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا. (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ. (تِرْمِذِىّ)

অনুবাদ ঃ ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্য নয়; বরং অন্তরের বিমুখতাই হলো সচ্ছলতা। সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে, ভাল কথা বলে এবং ভাল কথা আদান-প্রদান করে। আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু নেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْغِنٰى ঃ অর্থ– সচ্ছলতা, বিত্তশালী হওয়া। কুরআনে আছে– وَاِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

اَلْعَرَضُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে عُرُوْضٌ অর্থ– আসবাব পত্র তথা সম্পদ। কুরআনে আছে–

لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اَلْكَذَّابُ ঃ অর্থ– অধিক মিথ্যাবাদী। তবে এখানে مبالغه-এর অর্থে ব্যবহার হয়নি। যেমন– আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ; এখানে ظلام শব্দটি مبالغه-এর জন্য নয়।

يَنْمِىْ ঃ বাব ضرب মাসদার نَمْىٌ، نُمَاءٌ মাদ্দাহ (ن ـ م ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ–সে আদান প্রদান করে।

তারকীব ঃ اَلْغِنٰى হচ্ছে– لَيْسَ-এর اسم আর عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ হচ্ছে– খবর। اَلْكَذَّابُ হচ্ছে– لَيْسَ-এর ইসম, কিন্তু খবর বলা উত্তম হবে, اَلَّذِىْ الخ খবর কিংবা ইসম। خَيْرًا হচ্ছে– مفعول مطلق-এর صفت অর্থাৎ يَقُوْلُ قَوْلًا خَيْرًا। شَيْئٌ হচ্ছে– لَيْسَ-এর ইসম, اكرم الخ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَيْسَ الْغِنٰى الخ ঃ এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, যার অল্প আছে সে গরিব নয় যে বেশির আশা করে সেই প্রকৃত গরিব। কেননা সে সর্বদা অর্থসম্পদের লোভে মত্ত থাকে, যতই হোকনা তার চাহিদার সমাপ্তি নেই। পক্ষান্তরে যে অল্প মালে তুষ্ট থাকে অন্যের সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তার মাল পরিমাণে কম হলেও মানসিক দিক দিয়ে সে সচ্ছল।

لَيْسَ الْكَذَّابُ الخ ঃ মিথ্যা দু'ধরনের হতে পারে– (১) মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা মূল ঘটনাকে গোপন করার উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলা। এটা না-জায়েজ ও হারাম। (২) বিবাদমান দু' ব্যক্তি বা দু'দলের মধ্যে সমঝতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা। এরূপ মিথ্যা বলাকে শরিয়ত বৈধ সাব্যস্ত করেছে। উল্লেখিত হাদীসাংশে এ প্রকার মিথ্যার কথা বলা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে যথাসম্ভব তাওরিয়া করা উচিত।

لَيْسَ شَيْئٌ الخ ঃ দোয়ার মধ্যে বান্দার অসহায়তা, অক্ষমতা ও নমনীয়তা সর্বাধিকভাবে প্রকাশিত হয় বিধায় বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু নেই।

(عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض) لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْد وَشَقَّ الْجُيُوْب وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. (بُخَارِىْ وَ مُسْلِمْ) (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ. (اَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ যে মুখে থাপ্পড় মারে, জামার গেরীবান ছিড়ে এবং জাহেলিয়্যাতের (যুগের) মতো ডাকাডাকি করে সে আমার (পূর্ণাঙ্গ) উম্মত নয়। শুনা কথা প্রত্যক্ষ দেখার মতো (দৃঢ়) হতে পারে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْخُدُوْدُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে خد অর্থ– মুখমণ্ডল, চেহারা।

شَقَّ ঃ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ش ـ ق ـ ق) জিনসে مضاعف অর্থ– ফাড়া, চিরধরা।

جَاهِلِيَّةٌ ঃ মূর্খতার যুগ, ইসলামের পূর্ববস্থার ওপর ব্যবহৃত হয়।

اَلْمُعَايَنَةُ ঃ এটি মাসদার, বাব مفاعلة মাদ্দাহ (ع ـ ى ـ ن) অর্থ– সচক্ষে দেখা, পরিদর্শন করা।

তারকীব ঃ مِنَّا হচ্ছে لَيْسَ-এর خبر مقدم আর مَنْ ضَرَبَ الخ তার اسم مؤخر এবং شَقَّ الْجُيُوْبَ الخ হচ্ছে- معطوف معطوف عليه মিলে من ـ موصوله-এর صله। الخبر ـ لَيْسَ-এর اسم، كَالْمُعَايَنَةِ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضَرَبَ الْخُدُوْدَ - দ্বারা আয়্যামে জাহেলিয়াতের ঐ সকল কু-সংস্কার ও কু-প্রথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা তৎকালীন কারো মৃত্যুবস্থায় প্রচলিত ছিল। উদাহারণত মহিলাগণ গালে থাপ্পড় মারা এবং পরস্পর মুখামুখি হয়ে হা-হুতাশ করা ইত্যাদি। হাদীসে এ সকল কু-প্রথা বর্জন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কারো অবৈধ আহবানে সাড়া দেওয়া, কিংবা বিপদাপদ ও হা-হুতাশের সময় কুফরি কালাম ইত্যাদি উচ্চারণ করা।

لَيْسَ الْخَبَرُ الخ ঃ এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদের মধ্যে এ ভাবে উল্লেখ আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى أَخْبَرَ مُوْسٰى بِمَا صَنَعَ قَوْمَهٗ فِى الْعِجْلِ فَلَمْ يَلْقِ الْاَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوْا أَلْقَى الْاَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ.

"হুযূর (সা.) বলেছেন– শুনা কথা প্রত্যক্ষ দেখার মতো নয়, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর গোত্রের গরু বাছুর সম্পর্কিত ঘটনা যখন অবহিত করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেন নি; বরং কাওমের কর্ম যখন প্রত্যক্ষ করলেন তখনি তখতিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর তা ভেঙ্গে গেল।" এ হাদীস দ্বারা মানুষের স্বভাবজাত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, শুনা কথা যত সত্য হোক না কেন প্রত্যক্ষ দেখার মতো নয়।

اَلشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ

شرط এবং جزاء বিশিষ্ট জুমলাসমূহ

(عَنْ عُمَرَ رض) مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ. (بَيْهَقِى) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ. (اَحْمَدُ وَتِرْمِذِىُّ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না; সে মূলতঃ আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَوَاضَعَ ঃ বাব تفاعل মাসদার تَوَاضُعًا মাদ্দাহ (و ـ ض ـ ع) জিনসে مثال واوى অর্থ- সে বিনয়ী হয়।

وَضَعَ ঃ বাব فتح অর্থ- হেয় করেছে।

لَمْ يَشْكُرْ বাব نصر মাসদার شُكْرًا، شُكْرَانًا মাদ্দাহ (ش ـ ك ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, সৎ ব্যবহারে প্রশংসা করেনি।

তারকীব ঃ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ হচ্ছে شرط আর رَفَعَهُ اللّٰهُ হচ্ছে جزاء এখন شرط ও جزاء মিলে جمله شرطيه হয়েছে। لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ হচ্ছে شرط আর لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ـ جزاء। لم يسأل হচ্ছে شرط আর يَغْضَبْ عَلَيْهِ হচ্ছে جزاء।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَوَاضَعَ الخ ঃ গর্ব-অহঙ্কার করা একমাত্র আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বিভিন্ন হাদীসে-এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীসেও হুযূর ﷺ বলেছেন, দুনিয়ায় যদি কোনো ব্যক্তিবর্গ অহঙ্কার করে, সেটার সাজা সে দুনিয়াতেই ভোগ করবে। মানুষের কাছে সে কোনো সম্মানের অধিকারী হয় না। মানুষ তাকে অহঙ্কারী বলে বর্জন করে, এমনকি তাকে নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুর শূকর অপেক্ষা ঘৃণার চোখে দেখে।

مَنْ لَمْ يَشْكُرْالخ ঃ আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া জ্ঞাপন তাঁর নির্দেশাবলি পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহর নির্দেশাবলির মধ্যে আছে বান্দার শোকরিয়া জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের শোকরিয়া প্রকাশ করে নি সে যেন আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করেছে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, যে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয় মানুষের অবাধ্যতা অকৃজ্ঞতা এমন ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করবে।

مَنْ لَمْ يَسْئَلْ الخ ঃ অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঞ্ছা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত। পক্ষান্তরে যে অহঙ্কারে বশবর্তী হয়ে নিজকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে ইতস্ত করে, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। কুরআনে আছে- قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ـ "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো. আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহঙ্কার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدِى الْاَنْصَارِيِّ رضـ) مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ. (مسلم) (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضـ) مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. (تِرْمِذِيٌّ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ) مَنْ صَمَتَ نَجَا . (تِرْمِذِيٌّ) (عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بُخَارِيْ)

অনুবাদ ঃ যে কোনো ব্যক্তি কোনো সৎ কার্যের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি কারো মাল ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে হাতিয়ার উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دَلَّ ঃ বাব نصر মাসদার دَلَالَةٌ মাদ্দাহ (د ـ ل ـ ل) জিনসে مضاعف অর্থ– যে পথ প্রদর্শন করে। কুরআনে আছে– مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ

اِنْتَهَبَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِنْتِهَابًا মাদ্দাহ (ن ـ ه ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– সে ছিনতাই করেছে।

نُهْبَةً ঃ এটি একবচন, বহুবচনে نِهَابٌ অর্থ– ছিনতাইকৃত মাল।

صَمَتَ ঃ বাব نصر মাসদার صَمْتًا মাদ্দাহ (ص ـ م ـ ت) জিনসে صحيح অর্থ– সে চুপ থাকে।

نَجَا ঃ বাব نصر মাসদার نَجَاةً মাদ্দাহ (ن ـ ج ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে মুক্তি পেয়েছে। কুরআনে আছে– لَاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

حَمَلَ ঃ বাব ضرب মাসদার حَمْلًا . حُمْلَانًا জিনসে صحيح অর্থ– সে উত্তোলন করেছে। কুরআনে আছে– وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

اَلسِّلَاحَ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَسْلِحَةٌ অর্থ– অস্ত্র, হাতিয়ার। কুরআনে আছে– وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ

তারকীব ঃ دَلَّ عَلَيْهِ হচ্ছে شرط আর فَلَهٗ مِثْلُ الخ হচ্ছে جزاء আর له ـ ثابت-এর সাথে মিলে مبتدأ مؤخر ـ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ হলো خبر مقدم; انتهب হচ্ছে شرط আর فليس منا বাক্যটি جملہ اسميه হয়ে جزاء। صمت হচ্ছে شرط আর نَجَا হচ্ছে– তার جزاء। حَمَلَ عَلَيْنَا হচ্ছে شرط আর لَيْسَ مِنَّا বাক্যটি جمله اسميه হয়ে جزاء হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ دَلَّ عَلٰى الخ ঃ কল্যাণময় কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করলে কি পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়। অন্যান্য হাদীসে তা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে সেই ভালো কাজটি করার জন্য পথ প্রদর্শনকারী শুধু মাধ্যম ও উপলক্ষ। ঐ লোকটি যদি ভালো কাজটি করার সংবাদ না দিতো বা সেই সম্পর্কে তাকে অবহিত না করতো, তাহলে সম্পাদনকারী এ ভালো কাজটি করার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকত। সুতরাং এ পথ প্রদর্শনকারী তার জন্য একজন নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই তার এ বদন্যতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তাকে অতিরিক্ত সমপরিমাণ ছওয়াব প্রদান করেন। কিন্তু সম্পাদনকারীর অংশ হতে এতটুকুও হ্রাস করা হয় না।

مَنِ انْتَهَبَ الخ ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের উক্তি দ্বারা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। কিংবা কেউ যদি হালাল মনে করে কোনো মুসলিম ভাইয়ের মাল ছিনতাই করে তাহলে সে মুসলমান থাকবে না।

مَنْ صَمَتَ الخ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা ও পাপাচারী থেকে মুক্ত রইল সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে যেন নিরাপদ রইল। কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হলো।

مَنْ حَمَلَ الخ ঃ হাসি-ঠাট্টা কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কেউ যদি অন্য মুসলমানের দিকে অস্ত্র তাক করে কিংবা হাতিয়ার উঠায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে কামিল মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা, যে বৈধ মনে করে এমন ভয়-ভীতির কাজ করল, সে বাস্তবিকেই ইসলাম থেকে বাহির হয়ে যাবে।

(عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدِى الْأَنْصَارِىْ رضـ) مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ. (مُسْلِمٌ) (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضـ) مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا. (تِرْمِذِىْ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ) مَنْ صَمَتَ نَجَا . (تِرْمِذِىْ) (عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যে কোনো ব্যক্তি কোনো সৎ কার্যের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কার্য সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি কারো মাল ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে হাতিয়ার উত্তোলন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دَلَّ ঃ বাব نصر মাসদার دلالة মাদ্দাহ (د ـ ل ـ ل) জিনসে مضاعف অর্থ– যে পথ প্রদর্শন করে। কুরআনে আছে– مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ

اِنْتَهَبَ ঃ বাব افتعال মাসদার انتهابا মাদ্দাহ (ن ـ ه ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– সে ছিনতাই করেছে।

نُهْبَةً ঃ এটি একবচন, বহুবচনে نهاب অর্থ– ছিনতাইকৃত মাল।

صَمَتَ ঃ বাব نصر মাসদার صمتا মাদ্দাহ (ص ـ م ـ ت) জিনসে صحيح অর্থ– সে চুপ থাকে।

نَجَا ঃ বাব نصر মাসদার نجاة মাদ্দাহ (ن ـ ج ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে মুক্তি পেয়েছে। কুরআনে আছে– لَاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

حَمَلَ ঃ বাব ضرب মাসদার حملا ، حملانا জিনসে صحيح অর্থ– সে উত্তোলন করেছে। কুরআনে আছে– وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

اَلسِّلَاحَ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اسلحة অর্থ– অস্ত্র, হাতিয়ার। কুরআনে আছে– وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ

তারকীব ঃ دل عليه হচ্ছে شرط আর فله مثل الخ হচ্ছে جزاء আর له ـ ثابت-এর সাথে মিলে مبتدأ مؤخر ـ خبر مقدم; مثل اجر فاعله হলো جملة اسمية হয়ে جزاء । انتهب হচ্ছে شرط আর فليس منا বাক্যটি جملة اسمية হয়ে جزاء । صمت হচ্ছে شرط আর نجا হচ্ছে– তার جزاء । حمل علينا হচ্ছে شرط আর ليس منا বাক্যটি جملة اسمية হয়ে جزاء হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ دَلَّ عَلٰى الخ ঃ কল্যাণময় কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করলে কি পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়। অন্যান্য হাদীসে তা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রকৃতপক্ষে সেই ভালো কাজটি করার জন্য পথ প্রদর্শনকারী শুধু মাধ্যম ও উপলক্ষ। ঐ লোকটি যদি ভালো কাজটি করার সংবাদ না দিতো বা সেই সম্পর্কে তাকে অবহিত না করতো, তাহলে সম্পাদনকারী এ ভালো কাজটি করার সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকত। সুতরাং এ পথ প্রদর্শনকারী তার জন্য একজন নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই তার এ বদন্যতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তাকে অতিরিক্ত সমপরিমাণ ছওয়াব প্রদান করেন। কিন্তু সম্পাদনকারীর অংশ হতে এতটুকুও হ্রাস করা হয় না।

مَنِ انْتَهَبَ الخ ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের উক্তি দ্বারা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। কিংবা কেউ যদি হালাল মনে করে কোনো মুসলিম ভাইয়ের মাল ছিনতাই করে তাহলে সে মুসলমান থাকবে না।

مَنْ صَمَتَ الخ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা ও পাপাচারী থেকে মুক্ত রইল সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে যেন নিরাপদ রইল। কিংবা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হলো।

مَنْ حَمَلَ الخ ঃ হাসি-ঠাট্টা কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কেউ যদি অন্য মুসলমানের দিকে অস্ত্র তাক করে কিংবা হাতিয়ার উঠায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে কামিল মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা, যে বৈধ মনে করে এমন ভয়-ভীতির কাজ করল, সে বাস্তবিকেই ইসলাম থেকে বাহির হয়ে যাবে।

(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضـ) مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا (بُخَارِى وَمُسْلِمٌ) (عَنْ جَرِيْرٍ رضـ) مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে (অর্থাৎ তাকে যুদ্ধের প্রস্তুত করে দেয়,) সে যেন নিজেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতে তার পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখা-শুনা করে, সে যেন নিজেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

جَهَّزَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَجْهِيْزًا মাদ্দাহ (ج ـ ه ـ ز) জিনসে صحيح অর্থ– সে প্রস্তুত করেছে।

غَازِيًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে غُزَاةٌ বহছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার غَزْوًا মাদ্দাহ (غ ـ ز ـ و) জিনসে ناقص واوى
অর্থ– যোদ্ধা। কুরআনে আছে– أَوْ كَانُوْا غُزًّى

خَلَفَ ঃ বাব نصر মাসদার خِلَافَةً জিনসে صحيح অর্থ– স্থলবর্তী হলো কুরআনে আছে– فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

يُحْرَمُ ঃ বাব افعال মাসদার إِحْرَامًا মাদ্দাহ (ح ـ ر ـ م) জিনসে صحيح অর্থ– তাকে বঞ্চিত করা হবে।

اَلرِّفْقَ ঃ এটি مصدر বাব ضرب অর্থ– কোমলতা।

তারকীব ঃ جَهَّزَ غَازِيًا الخ বাক্যটি جمله فعليه হয়ে شرط হয়েছে। আর فَقَدْ غَزَا বাক্যটি جزاء । يُحْرَمُ الرِّفْقَ হলো شرط আর يُحْرَمُ الْخَيْرَ হচ্ছে جزاء ;

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ جَهَّزَ الخ ঃ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করা, আর পিছনে থেকে তার পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করা বা যুদ্ধরত মুজাহিদের যে কোনো প্রকারের সাহায্য দ্বারাও জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায়।

مَنْ يُّحْرَمُ الخ ঃ নম্রতা-কোমলতা যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আর এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ গুণ। তিনি যাকে স্বীয় মেহেরবানীতে আবদ্ধ করতে চান, তাকে সেটা দান করেন। পক্ষান্তরে যাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখতে চান, তাকে এ গুণটি থেকে বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে সকল প্রকার পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়।

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ. (تِرْمِذِيْ) (عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رض) مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. (اَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তির বসবাস হয় মরুভূমিতে সে হৃদয়হীন হয়, যে ব্যক্তি শিকারের পিছনে পড়ে সে উদাসীন হয় এবং যে ব্যক্তি বাদশার দরবারে আসা যাওয়া করে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে যেন শিরক করল, যে লোক দেখানোর জন্য রোজা রেখেছে সে যেন শিরক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করে সে শিরক করল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَكَنَ ঃ বাব نصر মাসদার سَكَنًا জিনসে صحيح অর্থ– সে বসবাস করেছে।

اَلْبَادِيَةَ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে بَادِيَاتٌ অর্থ– মরুভূমি, জঙ্গল।

جَفَا ঃ বাব نصر মাসদার جَفْوًا ، جَفَاءً ، جَفًّا মাদ্দাহ (ج ـ ف ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে কঠোর হয়েছে।

صَيْدٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে صُيُوْدٌ অর্থ– শিকার। কুরআনে আছে– أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

اَلسُّلْطَانُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سَلَاطِيْنُ অর্থ– রাজা, বাদশাহ, প্রমাণ। কুরআনে আছে– لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

اِفْتَتَنَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِفْتِتَانًا মাদ্দাহ (ف ـ ت ـ ن) জিনসে صحيح অর্থ– পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। কুরআনে আছে– اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ

يُرَائِيْ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مِرَاءَةً মাদ্দাহ (ر ـ ء ـ ى) জিনসে মুরাক্কাবে عن مهموز এবং ناقص يائى অর্থ– সে লোক দেখায়। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

তারকীব ঃ سَكَنَ الْبَادِيَةَ হচ্ছে– شرط আর جَفَا হচ্ছে– جزاء দ্বিতীয় جملة গুলোও তদ্রূপ। صَلَّى শর্ত, اَشْرَكَ– জাযা। দ্বিতীয় جملة-ও তদ্রূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا الخ যে মরুপ্রান্তরে বসবাস করে সে হৃদয়হীন ও কঠোর হয়। কেননা আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী গুণীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকায় তাদের মধ্যে একগুঁয়েমী এসে যায়। যদ্দরুন নম্রতা-ভদ্রতা ও শোভনীয় আচরণ করতে পারে না।

শিকারের পিছনে পড়া তখনি অনুচিত হবে যখন তা নিছক বিনোদন ও খেলাধুলার উদ্দেশ্য হয় নতুবা হালাল রিজিক অন্বেষণ যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। অনেক সাহাবীর ইতিহাসে আছে তাঁরা জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে শিকার করতেন।

তেমনিভাবে নিষ্প্রয়োজনে আমীর উমারাদের নিকটস্থ হলে কখনো দীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাদের সঙ্গতা পরিহার করাই হবে নিরাপদ। পক্ষান্তরে শাসক কর্তৃপক্ষের ভুল-ত্রুটি গোচরীত হলে তার প্রতিবাদ ও সংশোধন করার নিমিত্তে যদি মুখোমুখি হয়, তাহলে তা শুধু বৈধ নয় বরং ছওয়াবও হবে। হাদীসে আছে, জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ الخ ঃ শিরক দ্বারা এখানে শিরকে খফীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সে রিয়ার দ্বারা ইবাদতের মধ্যে গায়রুল্লাহকে শরিক করেছে।

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ) مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ اَنَسٍ رضـ) مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (بُخَارِىْ) (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ) مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সদৃশতা গ্রহণ করে সে তাদেরেই অন্তর্ভুক্ত হবে। যে আমার সুন্নত (রীতি-নীতি) থেকে বিমুখ হয় সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি হজের ইচ্ছা করে, সে যেন তাড়াতাড়ি করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَشَبَّهَ ঃ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تفعل মাসদার تَشَبُّهًا মাদ্দাহ (ش ـ ب ـ ه) জিনসে صحيح অর্থ– সে সদৃশ্যতা গ্রহণ করেছে।

رَغِبَ ঃ বাব سمع মাসদার رَغْبًا - رَغْبَةً জিনসে صحيح অর্থ– সে বিমুখ হয়েছে। (اِلٰى) ধাবিত হওয়া (عَنْ) বিমুখ হওয়া। কুরআনে আছে– وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ

سُنَّةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سُنَنٌ অর্থ– রীতি-নীতি, অভ্যাস। কুরআনে আছে– وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

اَرَادَ ঃ বাব إفعال মাসদার اِرَادَةٌ মাদ্দাহ (ر ـ و ـ د) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে ইচ্ছে করেছে। কুরআনে আছে– اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

لِيُعَجِّلْ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَعْجِيْلًا, মাদ্দাহ (ع ـ ج ـ ل) জিনসে صحيح, অর্থ– সে যেন তাড়াতাড়ি করে। কুরআনে আছে– فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ

তারকীব ঃ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ হচ্ছে شرط আর فَهُوَ مِنْهُمْ বাক্যটি جملہ اسميہ হয়ে اجزاء আর رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ হচ্ছে– شرط আর لَيْسَ مِنِّىْ হচ্ছে– جزاء আর اَرَادَ الْحَجَّ হচ্ছে– جملة فعليه হয়ে شرط আর لِيُعَجِّلْ হচ্ছে– جزاء।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَشَبَّهَ الـخ ঃ প্রত্যেক ধর্ম, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য রয়েছে স্ব-স্ব কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি। সে কৃষ্টি দ্বারা তাদের পরিচিতি হয়। এখন কেউ যদি অন্য কারো ভাল বা মন্দ সংস্কৃতি এবং তামাদ্দুন গ্রহণ করে, তাহলে পাপ-পুণ্যে তাকে সে দলেরই গণ্য করে বিচার করা হবে।

مَنْ رَغِبَ الـخ ঃ এখানে সুন্নত দ্বারা ফরজ, ওয়াজিবের বিপরীত সে সুন্নত উদ্দেশ্য নয়। সুন্নত অর্থ এখানে রীতি-নীতি। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর আনীত সুন্নত ও পথ ছাড়া যে পথেই চলুক না কেন তা হবে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

مَنْ اَرَادَ الـخ ঃ তার অর্থ এই নয় যে, বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে। তবে হাঁ, হজ না করে মৃত্যুবরণ করলে কঠোর গুনাহ হবে। বস্তুত মৃত্যু কখনও হবে বা স্বাস্থ্য-সামর্থ্য কখনও রহিত হয়ে যায়, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। কাজেই হজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা উচিত। আর এখানে নির্দেশ মানাই মোস্তাহাব।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (مُسْلِمٌ)

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (مُسْلِمٌ)

(عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رض) مَنْ عَزَّى ثَكْلٰى كُسِىَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি সন্তানহারা নারীকে সান্ত্বনা দেবে, বেহেশতের মাঝে তাকে উত্তম চাদর পরিধান করানো হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

غَشَّ ঃ বাব نصر মাসদার غَشًّا মাদ্দাহ (غ ـ ش ـ ش) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ধোঁকা দিয়েছে।

صَلَّى ঃ বাব تفعيل মাসদার تَصْلِيَةً মাদ্দাহ (ص ـ ل ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে দরুদ পড়েছে, সে রহমত বর্ষণ করেছে। কুরআনে আছে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

عَزَّى ঃ বাব تفعيل মাসদার تَعْزِيَةً মাদ্দাহ (ع ـ ز ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে সান্ত্বনা দিয়েছে।

ثَكْلٰى ঃ এটি একবচন, বহুবচনে ثَوَاكِلُ অর্থ– সন্তানহারা নারী।

كُسِىَ ঃ বাব نصر মাসদার كَسْوًا মাদ্দাহ (ك ـ س ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– পরিধান করানো হবে। কুরআনে আছে– فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

بُرْدًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে بُرُوْدٌ অর্থ– পাড় বিশিষ্ট কাপড়, চিত্রাঙ্কিত চাদর।

তারকীব ঃ غَشَّنَا হচ্ছে– جمله فعليه হয়ে شرط আর لَيْسَ مِنَّا হচ্ছে– جزاء অর্থাৎ لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِاَخْلَاقِنَا অথবা, لَيْسَ غَشُّهٗ هٰذَا مِنْ اَخْلَاقِنَا وَسُنَّتِنَا। صَلَّى عَلَىَّ হচ্ছে– شرط আর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ হলো جزاء। আর عَشْرًا এর تميز - মাহযূফ আছে অর্থাৎ عَشَرَ صَلَوَاتٍ ও وَاحِدَةً এর موصوف صَلٰوةً وَاحِدَةً। ثَكْلٰى হচ্ছে– عَزَّى-এর مفعول আর كُسِىَ بُرْدًا হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ غَشَّنَا الخ ঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমান থেকে সাহায্য-সযোগিতা ও সদ্ভাব কামনা করে থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে যদি প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়, তা হবে চরম অন্যায়। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সত্য গোপন করে মিথ্যার মাধ্যম নেওয়া। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– যে মুসলমান ভাইকে ধোঁকা দেয় সে পরিপূর্ণ মুসলমান দাবি করতে পারে না। একদা হুযূর ﷺ বাজারে দেখতে পেলেন যে, এক স্তূপ খাদ্যশষ্য যার ভিতরের অংশ ভিজা এবং তার ওপরে রাখা হয়েছে শুকনো। তখন হুযূর ﷺ বললেন– مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا - যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ الخ ঃ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সমপরিমাণে দশগুণ ছওয়াব পুরস্কার দান করেন। নবী করীম ﷺ -এর প্রতি 'সালাত' পাঠ করা নিশ্চয় একটি ভাল ও পুণ্যের কাজ। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা পূরণ করবেন।

مَنْ عَزَّى الخ ঃ অধৈর্য হয়ে মহিলারা কখনো পরনের কাপড় খুলে অস্থির হয়ে যায়। এ মুহূর্তে সান্ত্বনাদাতা যেহেতু তাকে বিবস্ত্র থেকে রক্ষা করল তার সুবাদে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুরস্কার স্বরূপ উত্তম মানের চাদর প্রদান করবেন। (والله اعلم)

(عَنْ مُعَاوِيَةَ رض) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ـ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ(بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দীন ইসলামের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। যে ব্যক্তি কোনো সন্ধিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে, সে বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُرِدْ ঃ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إفعال মাসদার إِرَادَةً মাদ্দাহ (ر ـ و ـ د) জিনসে اجوف واوى
অর্থ– সে কামনা করে।

يُفَقِّهْهُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَفْقِيْهًا মাদ্দাহ (ف ـ ق ـ ه) জিনসে صحيح অর্থ– সে বুঝ প্রদান করে। কুরআনে আছে–
لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

مُعَاهِدً ঃ বাব مفاعله মাসদার مُعَاهَدَةً মাদ্দাহ (ع ـ ه ـ د) জিনসে صحيح অর্থ– মৈত্রি, সন্ধিবদ্ধ। কুরআনে আছে–
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا

তারকীব ঃ يُرِدِ اللّٰهُ হচ্ছে– شرط আর خير হচ্ছে– يُرِدْ-এর مفعول به আর يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ হলো جزاء; قَتَلَ مُعَاهِدًا বাক্যটি جمله فعليه হয়ে شرط হয়েছে لَمْ يَرِحْ হচ্ছে– جزاء এবং رَائِحَةَ الْجَنَّةِ হচ্ছে– لَمْ يَرِحْ-এর مفعول به

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ يُرِدِاللّٰهُ الخ ঃ চিন্তা, ভাবনা, ফিকির ও গবেষণা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কালামের স্থানে স্থানে নির্দেশ করেছেন। কেননা তা হলো জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের বিকাশ। সঠিক ও সুষ্ঠু জ্ঞান দ্বারা মানুষ ধর্মের বিধি-নিষেধ এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। সে তখন তার অদৃষ্টবাদিতার কবলে পড়ে। চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত কারো অনুসরণ করে না। বরং উপলব্ধি ও অনুভূতি সহকারে নিজের জীবনের প্রতি পদে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করে থাকে। তার নিকট উহা সঠিক আকারে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা এবং তাঁর আদেশ পালনের মধ্যেই মানুষের কামিয়াবি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব অত্র হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিই অতি সৌভাগ্যবান যাকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক দীন, জ্ঞান, মেধা, গবেষণা, অনুভূতি ও সূক্ষ্মদর্শিতা দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন। মূলত এগুলোই কল্যাণ লাভের মাধ্যম।

مَنْ قَتَلَ الخ ঃ এখানে مُعَاهِدً দ্বারা এমন কাফিরকে বুঝানো হয়েছে যার সাথে তৎকালীন মুসলিম শাসনকর্তা নিরাপত্তা বিধান ও যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধের ওপর চুক্তি করেছে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তির ওপর জুলুম করে, যার সাথে তার সন্ধি হয়েছে বা তার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামতের দিন আমিই তার প্রতিবাদ করব। বেহেশতের ঘ্রাণ পাবে না। অর্থ এই নয় যে, যে কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না; বরং এটা বলে ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। কিংবা প্রথম প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ করতে পারবে না।

(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضـ) مَنْ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ (تِرْمِذِيْ) (عَنْ عُثْمَانَ رضـ) مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ عَمَّارٍ رضـ) مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَارٍ . (دَارِمِيْ)

অনুবাদ ঃ যার প্রতি উপকার করা হয়েছে, অতঃপর সে উপকারীকে উদ্দেশ্য করে বলল 'আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দেন'। সে যেন উপকারীর পূর্ণ প্রশংসাই করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দ্বি-মুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

صَنَعَ ঃ বাব فتح মাসদার صَنْعًا ، صُنْعًا মাদ্দাহ (ص ـ ن ـ ع) জিনসে صحيح অর্থ– অনুগ্রহ করা, উপকার করা।

مَعْرُوْفٌ ঃ প্রসিদ্ধ, অনুগ্রহ, উপকার, সৎকাজ।

اَلثَّنَاءُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَثْنِيَةٌ অর্থ– প্রশংসা।

وَجْهَيْنِ ঃ দ্বিবচন, একবচনে وَجْهٌ বহুবচনে وُجُوْهٌ অর্থ– দুটো চেহারা, দু'মুখো।

তারকীব ঃ صَنَعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ - جملہ فعلیہ হয়ে شرط আর فَقَالَ لِفَاعِلِهِ - صَنَعَ-এর উপর عطف; جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا - جملہ فعلیہ دعائیہ হয়ে قال-এর مقولہ। فَقَدْ اَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ - جملہ فعلیہ হয়ে جَزَاء আর بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا বাক্যটি جملہ فعلیہ হয়ে شرط আর بَنَى اللّٰهُ لَهٗ হচ্ছে– جزاء আর كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ বাক্যটি شرط আর ذَا وَجْهَيْنِ - كان-এর খবর, ضمير مستتر তার اسم আর كَانَ لَهُ الخ হচ্ছে– جزا - كان ثانى-এর خبر আর لِسَانٌ - اسم আর مِنْ نَارٍ হচ্ছে– لسان এর صفت

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ صَنَعَ الخ ঃ এ ব্যক্তি অনুগ্রহকারীর পূর্ণাঙ্গ বিনিময় ও প্রতিদান দিতে অক্ষমতা স্বীকার করত এমন সত্তার ওপর সোপর্দ করে দিয়েছে, যার ওপর কোনো উত্তম প্রদানকারী হতে পারে না। তাই এর চেয়ে বড় বিনিময় ও প্রশংসা কি হতে পারে?

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ الخ ঃ "আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যে ঘর নির্মাণ করবেন" বাক্যটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে সে বেহেশতী হবে। কেননা মসজিদ হলো নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট সে ব্যক্তির পক্ষেই মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব। আর যে সামগ্রিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট তার জন্যই বেহেশত। সুতরাং মসজিদ নির্মাণকারী বেহেশতে যাবে।

আর বেহেশতে ঘর পাওয়ার জন্য পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ শর্ত নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য সহযোগিতা করলেও তার এ সৌভাগ্য অর্জিত হবে। অন্য হাদীসে আছে, কাতাত (ক্ষুদ্র) পাখির ডিম পাড়ার গর্ত পরিমাণ মসজিদ নির্মাণ করলেও তার জন্য বেহেশতে গৃহ নির্মাণ হবে। এটা দ্বারা সামান্য অংশকে বুঝানো হয়েছে যে, তার বিনিময়ও আল্লাহ ছওয়াব দান করবেন।

مَنْ كَانَ ذَاوَجْهَيْنِ الخ ঃ (১) কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজকে কারো সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। অথচ সে তার অবর্তমানে এমন কথা বলে, যা ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (২) আবার কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শত্রুকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, সে তার বন্ধু ও সাহায্য- সহযোগিতাকারী, অথচ সে ঐ ব্যক্তির শত্রুর কাছে গিয়ে এ ব্যক্তির দুর্নাম করে এবং ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ ব্যক্তির দুর্নাম করে। মোট কথা ذَا وَجْهَيْنِ দ্বারা মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। যে সামনে বলে এক কথা, আর পেছনে বলে অন্যকথা। আর এমন মুনাফিকের শাস্তি হলো– তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে।

(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض) مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْؤُدَةً (تِرْمِذِيْ) (عَنْ أَنَسٍ رض) مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ .(بَيْهَقِيْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ত্রুটি দেখে, অতঃপর সেটা গোপন করে, তার ছওয়াব সেই সমান হবে, যে জীবন্ত প্রোথিত কোনো কন্যাকে বাঁচালো। যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে থামিয়ে রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ওপর থেকে শাস্তি (মাফ করে) থামিয়ে দেন। যে ব্যক্তি নিজের কৃত পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে অজুহাত দর্শায়, আল্লাহ তা'আলা তার অজুহাত কবুল করেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَوْرَةً ঃ একবচন, বহুবচনে عَوْرَاتٌ অর্থ– সতর, লজ্জাস্থান। কুরআনে আছে– اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

سَتَرَ ঃ বাব نصر মাসদার سِتْرًا মাদ্দাহ (س ـ ت ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সে গোপন করল।

اَحْيٰى ঃ বাব افعال মাসদার اِحْيَاءً মাদ্দাহ (ح ـ ى ـ ى) জিনসে لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত করল। কুরআনে আছে– وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيْعًا

مَوْؤُدَةً ঃ এটি একবচন, বহছ اسم مفعول বাব ضرب মাসদার وَأْدًا মাদ্দাহ (و ـ ء ـ د) জিনসে মুরাক্কাব مثال واوى ও مهموز عين অর্থ– জীবন্ত কবরস্থ, জীবন্ত প্রোথিত।

خَزَنَ ঃ বাব سمع মাসদার خزنا জিনসে صحيح অর্থ– সে সংযত রেখেছে।

اِعْتَذَرَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِعْتِذَارًا মাদ্দাহ (ع ـ ذ ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ– সে ওজর পেশ করেছে। কুরআনে আছে– يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ

তারকীব ঃ رَاٰى عَوْرَةً বাক্যটি جمله فعليه হয়ে شرط আর فَسَتَرَهَا - رَاٰى-এর ওপর عطف হয়ে شرط-এর অংশ বিশেষ। كَانَ كَمَنْ اَحْيٰى الخ বাক্যটি جزاء আর كَمَنْ اَحْيٰى الخ হচ্ছে– كَانَ-এর খবর। خَزَنَ لِسَانَهُ হচ্ছে– شرط আর سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ - جزاء দ্বিতীয় جمله গুলোও তদ্রূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ رَاٰى الخ ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখে তা গোপন করে, তার ছওয়াব সে ব্যক্তির সমান হবে, যে জীবন্ত প্রোথিত কোনো কন্যাকে বাঁচাল। কেউ যদি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখে তা সংশোধন করতে না বলে জনসমক্ষে প্রকাশ করে, যে কারণে সেই মুসলমান অন্তরে ব্যথা পায়। এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর কন্যা সন্তানদেরকেও জীবন্ত প্রোথিত করা কবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল। এটা থেকে যদি কেউ কোনো কন্যাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, তাহলে এতে যে ছওয়াব হবে, সেই পরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে, যদি কেউ কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে।

مَنْ خَزَنَ الخ ঃ অত্র হাদীসে তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে– (১) জিহ্বাকে সংযত করা, (২) রাগকে থামিয়ে রাখা এবং (৩) কৃত পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ চাওয়া। বিশেষ করে জিহ্বার কথা বলা হয়েছে। জিহ্বা মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও এর ক্ষমতা অত্যধিক। এর ক্ষত অত্যন্ত মারাত্মক, যা তরবারির ক্ষতের চেয়েও ভয়াবহ। যেমন কবির ভাষায়– جَرَاحَةُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (اَحْمَدُ تِرْمِذِىٌّ) (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ (اَبُوْ دَاوٗد) (عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ رض) مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ ـ (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি তার জানা ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছে, অতঃপর সে তা গোপন করে রেখেছে। কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিকে ইল্‌ম ব্যতীত (না জেনে না শুনে) ফতোয়া দেওয়া হয়েছে আর সে তদনুযায়ী আমল করেছে, এটার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে। এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দিয়েছে যে, সে ভালভাবে জানে যে, কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে তবে সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতীকে সম্মান দেখিয়েছে সে নিশ্চয়ই ইসলামের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَتَمَ ঃ বাব نصر মাসদার كِتْمَانًا মাদ্দাহ (ك ـ ت ـ م) জিনসে صحيح অর্থ- সে গোপন করেছে। কুরআনে আছে- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ

أُلْجِمَ ঃ বাব افعال মাসদার اِلْجَامًا মাদ্দাহ (ل ـ ج ـ م) জিনসে صحيح অর্থ- লাগাম পরানো হবে।

لِجَامٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে - لُجُمٌ - لُجَّمٌ

اَفْتٰى ঃ বাব إفعال মাসদার إِفْتَاءً মাদ্দাহ (ف ـ ت ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- সে ফতোয়া প্রদত্ত হলো। কুরআনে আছে- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

رُشْدٌ ঃ এটি سمع বাব مصدر অর্থ- মঙ্গল, কল্যাণ, সঠিকপথ। কুরআনে আছে- فَإِنْ أٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

وَقَّرَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَوْقِيْرًا মাদ্দাহ (و ـ ق ـ ر) জিনসে مثال واوى অর্থ- সে সম্মান করল।

هَدَمٌ ঃ বাব ضرب এটি মাসদার জিনসে صحيح অর্থ- সে ধ্বংস করেছে, নিক্ষেপ করেছে। কুরআনে আছে- لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّمَسَاجِدُ

তারকীব ঃ عَلِمَهُ - علم-এর صفت । مِنْ نَارٍ - متعلق محذوف-এর সাথে মিলে لِجَامٌ-এর صفت । جزاء । مَنْ افْتٰى - شرط ، كَانَ اِثْمُهُ الخ -جزاء, اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ - شرط ، فَقَدْ خَانَهُ - يَعْلَمُ الخ - امر-এর يَعْلَمُ - صفت ، اِنَّ الرُّشْدَ-এর مفعول به । وَقَّرَ হচ্ছে- شرط আর فَقَدْ اَعَانَ الخ হচ্ছে- جزاء ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ سُئِلَ الخ ঃ কেননা মুখ হলো জ্ঞান বা ইল্‌ম বের হওয়ার একমাত্র পথ। ইলম গোপন করে সে নিজের দেহটিকে নিজেই লাগাম লাগিয়ে ফেলেছে। সুতরাং উহার পরিণামে তার দেহের মধ্যে নয় বরং তার মুখের মধ্যে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।

مَنْ وَقَّرَ الخ ঃ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, সে গোটা ইসলামের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে; বরং সে ব্যক্তি নিজের ইসলামের কিংবা পরিপূর্ণ ইসলামে আঘাত হেনেছে। কেননা তার এ আচরণে পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিদ'আতের সে কাজটি পছন্দনীয় ও সমর্থিত। সুতরাং সে নিজের আবিষ্কৃত বিদ'আতকে পরিহার করা তো দূরের কথা বরং আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহ পাবে। অবশ্যই তাকে সম্মান প্রদর্শন না করলে সে লজ্জিত হতো বা তা ত্যাগ করত।

(عَنْ جَابِرٍ رضـ) مَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ (تِرْمِذِيْ) (عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رضـ) مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি নিজকে এমন বস্তু দ্বারা সজ্জিত করেছে যা তার মধ্যে নেই, সে যেন মিথ্যে দু'টো কাপড় পরিধানকারী। যে ব্যক্তি এ দীন সম্পর্কে কোনো নতুন কথা সৃষ্টি করেছে যা তাব মধ্যে নেই। তাহলে তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَحَلّٰى ঃ বাব تفعل মাসদার تَحَلِّيًا মাদ্দাহ (ح ـ ل ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে সজ্জিত হয়েছে। কুরআনে আছে– يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ

لَابِسٌ ঃ এটি একবচন, বহুছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার لُبْسًا জিনসে صحيح অর্থ– পরিধানকারী। কুরআনে আছে– وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا

زُوْرٌ ঃ অর্থ– মিথ্যা, ভ্রান্ত। কুরআনে আছে– جَاءُوْا ظُلْمًا وَّ زُوْرًا

اَحْدَثَ ঃ বাব افعال মাসদার اِحْدَاثًا মাদ্দাহ (ح ـ د ـ ث) জিনসে صحيح অর্থ– সে নতুন সৃষ্টি করেছে।

رَدٌّ ঃ এটি اسم مصدر ، مَرْدُوْدٌ -এর অর্থে, মাদ্দাহ (ر ـ د ـ د) জিনসে مضاعف ثلاثى বাব نصر অর্থ– প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

তারকীব ঃ تَحَلّٰى হচ্ছে– شرط আর بِمَالَمْ يُعْطَ হচ্ছে– تَحَلّٰى -এর সাথে متعلق আর كَانَ كَلَابِسِ الخ হচ্ছে– جزاء - فَهُوَ رَدٌّ ,مفعول এর-احدث মিলে موصول – صله – مَالَيْسَ مِنْهُ شرط – হচ্ছে من احدث الخ جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَحَلّٰى الخ ঃ (ক) যে ব্যক্তি আলেম-বুজুর্গদের লেবাস পরে নিজকে বুজুর্গ-দরবেশ হিসাবে প্রকাশ করে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আলেম নয়, তাদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। সাধারণত মানুষ চাদর ও লুঙ্গি দিয়ে শরীর আবৃত রাখে, এ জন্য এ দু'টি কাপড় এর কথা বলে বুঝিয়েছেন যে, সমগ্র দেহ যেন তার মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

(খ) দ্বিতীয়ত এটা দ্বারা এক বিশেষ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য, যে উন্নত মানের দু'টো কাপড় পরে জনসম্মুখে নিজকে সম্মানী ও ভদ্র প্রকাশ করে। যেন মানুষ তার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয় এবং তার মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষী গ্রহণ করে নেয়। তার এ মিথ্যা যেহেতু দু'টো কাপড়ের ওপর ভিত্তি এ জন্য দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

مَنْ اَحْدَثَ الخ ঃ 'যা তার মধ্যে নেই' এটার অর্থ হলো, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিতাব বা সুন্নায় নেই। ইজমা ও কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে, তাও পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তাও দীনের অংশ। কাজেই ইজমা ও কিয়াস, কিতাব ও সুন্নাহর বহির্ভূত নয়।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىْ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ. (بَيْهَقِىٌّ) (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ) مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ আমার উম্মতের পদস্খলনের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে তার জন্য একশত শহীদের ছওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি আমার কাছে ওয়াদা করবে যে, সে তার দু'চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর নিরাপত্তা বিধান করবে, আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَمَسَّكَ ঃ বাব تفعل মাসদার تَمَسُّكًا মাদ্দাহ (م ـ س ـ ك) জিনসে صحيح অর্থ- সে দৃঢ়ভাবে ধরল।

أَجْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أُجُوْرٌ অর্থ- বিনিময়, পুণ্য। কুরআনে আছে- فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ

يَضْمَنْ ঃ বাব سمع মাসদার ضِمَانًا ، ضَمْنًا মাদ্দাহ (ض ـ م ـ ن) জিনসে صحيح অর্থ- সে জামিন হবে।

لِحْيَيْهِ ঃ এটি দ্বিবচন, একবচনে لِحْيَةٌ বহুবচনে لُحًى অর্থ- চোয়াল।

رِجْلَيْهِ ঃ এটি দ্বিবচন, একবচনে رجل অর্থ- দু'পা। কুরআনে আছে- ومنهم من يمشى على رجلين

তারকীব ঃ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ الخ হচ্ছে- شرط আর فَلَهُ أَجْرُ الخ হচ্ছে- جزاء আর له হচ্ছে- خبر مقدم এবং اجر مائة হচ্ছে- مبتدأ مؤخر। مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ হচ্ছে- معطوف عليه معطوف মিলে يَضْمَنْ-এর مفعول।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَمَسَّكَ ঃ উম্মতের মধ্যে যখন বিদ্আত, শিরক্ ও কুফরি ইত্যাদি যাবতীয় কু-সংস্কার বিস্তৃত হবে। তখন এ কঠিন মুহূর্তে যারা ইসলাম তথা সুন্নতে নববীকে সমুন্নত রাখবে, তাদের জন্যও ছওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। কেননা কাফির সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করার তুলনায় এ সকল গোঁড়া বেদআতীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন হবে আরো কঠিন। এ মুহূর্তে যারা ইসলামের হাল ধরবে তাদের জন্য রয়েছে এ সুসংবাদ।

مَنْ يَضْمَنْ الخ ঃ দু'চোয়ালের মধ্যস্থিত বলতে জিহ্বা ও দাঁত এবং দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু বলতে নিজের লজ্জা স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে অন্যকে মন্দ বলবে না, পরনিন্দা বা কুৎসা রটনা করবে না, মিথ্যা বলবে না, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবে না এবং জেনা-ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। বস্তুত মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান পাপকাজ সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ দু'টো মাধ্যমকে যদি সংবরণ করা যায়, তাহলে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর পাপ থেকে যে মুক্ত থাকে, তার জন্য বেহেশত অবশ্যম্ভাবী।

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ (مُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض) مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ - (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসে বা আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করে কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই উহা প্রদান হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِكْمَالاً মাদ্দাহ (ك . م . ل) জিনসে صحيح অর্থ– অতঃপর সে পূর্ণ করেছে।

তারকীব ঃ مَنْ شَهِدَ الخ হচ্ছে– شرط আর اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হচ্ছে– شهد -এর مفعول এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হচ্ছে– (مخفه من ان المثقلة) -এর خبر ، ضمير شان مقدر তার اسم আর حَرَّمَ اللّٰهُ হচ্ছে– جزاء । اَحَبَّ لِلّٰهِ الخ হচ্ছে– شرط আর فَقَدِ اسْتَكْمَلَ হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ شَهِدَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসে مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর দ্বারা অর্থ হলো যে ব্যক্তি অন্তরের সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম ﷺ -এর আনীত আদর্শের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি দেবে এবং তা নিজের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নকে আবশ্যকীয় করে নেবে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম বলে সাব্যস্ত হবে।

আর জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে অর্থ স্থায়ী অবস্থানকে হারাম করা হয়েছে। যেমন কাফিরদের জন্য জাহান্নাম স্থায়ী অবস্থান হবে, তাদের জন্য তেমন হবে না। তাদের আমল অনুপাতে পাপ থাকলে পাপ পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার পর তাদেরকে বেহেশতে দেওয়া হবে।

অথবা যারা তাওহীদ ও রিসালাতের অনুসারী এবং সে অনুপাতে জীবন-যাপন করেছে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হয়নি, তাদের জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নাম হারাম হবে।

مَنْ اَحَبَّ الخ ঃ মুসলমানের প্রতিটি কাজই আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্যই হওয়া উচিত। বর্ণিত হাদীসে বন্ধুত্বতা, শত্রুতা, দেওয়া ও না দেওয়া, বিশেষভাবে ঈমানের এ বস্তু চারটিকে চিহ্নিত করার কারণ হলো– এ কাজগুলো মানুষের অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। মনের গহীন তলদেশে নিবিড় আড়ালে যে নিয়ত লুক্কায়িত থাকে অন্তরযামী আল্লাহ ব্যতীত তা আর কেউ অবগত নয়। তাই এ সমস্ত কাজে পার্থিব কোনো স্বার্থের মোহ বা প্রভাব থাকলে তা হবে ঈমানের পরিপন্থি। আর ঈমানের কেন্দ্রস্থলও অন্তরের গহীনে। কাজেই এ কাজগুলোতেও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখা মু'মিনের কাজ। আর এ বস্তু চারটিকে উল্লেখ করার মানেও এই নয় যে, ঈমানের পূর্ণতার জন্য এগুলি ব্যতীত আর কিছুই নেই। বরং ইহার মানে হলো অন্যান্য গুলির মধ্যে এগুলো হলো অন্যতম।

(عَنْ أَبِى الْيُسْرِ رض) مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ (مُسْلِمٌ) (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض) مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র (ঋণী)-কে অবকাশ দেয় কিংবা তার কিছু ঋণ লাঘব করে (মাফ করে দেয়), তাহলে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ ছায়াতে আশ্রয় দেবেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে আমার ওপর মিথ্যে আরোপ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে প্রস্তুত করে নেয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَنْظَرَ ঃ বাব افعال মাসদার إِنْظَارًا মাদ্দাহ (ن ـ ظ ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- সে সুযোগ দিয়েছে। কুরআনে আছে- فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

مُعْسِرًا ঃ বাব إفعال মাসদার إِعْسَارًا মাদ্দাহ (ع ـ س ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- দরিদ্র।

وَضَعَ ঃ বাব فتح মাসদার وَضْعًا মাদ্দাহ (و ـ ض ـ ع) জিনসে مثال واوى অর্থ- সে লাঘব করেছে। (عن) কর্জ থেকে কিছু হ্রাস করা।

أَظَلَّ ঃ বাব افعال মাসদার إِظْلَالًا মাদ্দাহ (ظ ـ ل ـ ل) জিনসে مضاعف অর্থ- সে আশ্রয় দিয়েছে।

مُتَعَمِّدًا ঃ বাব تفعل মাসদার تَعَمُّدًا মাদ্দাহ (ع ـ م ـ د) জিনসে صحيح অর্থ- ইচ্ছা পোষণকারী। কুরআনে আছে- وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

فَلْيَتَبَوَّأْ ঃ বাব تفعل মাসদার تَبَوُّأً মাদ্দাহ (ب ـ و ـ ء) জিনসে مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ- বসতি করা উচিত। কুরআনে আছে- وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ

مَقْعَدَ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে مَقَاعِدُ বহছ اسم ظرف অর্থ- সিট, বসার স্থান। কুরআনে আছে- وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ

তারকীব ঃ أَنْظَرَ مُعْسِرًا হচ্ছে- شرط আর أَوْ وَضَعَ হচ্ছে- أَنْظَرَ-এর ওপর عطف আর أَظَلَّهُ হচ্ছে- جزاء। على টি معسرا-এর সাথে متعلق হয়ে كَذَبَ থেকে حال اول আর مُتَعَمِّدًا হচ্ছে- حال ثانى আর فَلْيَتَبَوَّأْ الخ হচ্ছে- جزاء।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ أَنْظَرَ الخ ঃ আল্লাহ তা'আলা তাকে ছায়া দেবেন অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্তি দেবেন। কিংবা আরশের নিচে স্থান দেবেন।

مَنْ كَذَبَ الخ ঃ রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা প্রসঙ্গ ঃ রাসূলের ওপর সেচ্ছায় মিথ্যারোপকারীকে দোজখের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মিথ্যা বলা এমনিই মহাপাপ; আর নবী হলেন শরিয়তের প্রবর্তক। সুতরাং শরিয়তের অবিকৃতি ও বিশ্বস্ততা নির্ভর করে হাদীস বর্ণনার বিশ্বস্ততার ওপর। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শিত হলে সঠিক শরিয়তের বিধান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর তার মন্দ প্রক্রিয়া হবে সুদূর প্রসারী। কাজেই তাঁর নামে মিথ্যা বর্ণনাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাসূলের ওপর মিথ্যে আরোপ করার দরুন কুরআনও অক্ষত থাকে না। আর যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে সুস্পষ্ট কাফির। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবীদের সমাবেশে প্রায়শ বলতেন। ফলে তার বর্ণনাকারীর সংখ্যা ষাটেরও বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো মুহাদ্দিসীনদের মতে তা হাদীসে মুতাওয়াতের। এটার বর্ণনাকারীদের মধ্যে রাসূল ﷺ কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণও রয়েছেন।

فَلْيَتَبَوَّأْ শব্দটি বাহ্যত 'আমর' তথা নির্দেশের সীগাহ হলেও কিন্তু এখানে 'খবর' তথা সংবাদ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(عَنْ أَنَسٍ رضـ) مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ . (تِرْمِذِىْ) (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ) مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ . (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি দীনি ইল্‌ম অন্বেষণে (নিজ ঘর হতে) বের হয়েছে, যে পর্যন্ত না সে (নিজ গৃহে) প্রত্যাবর্তন করবে সে আল্লাহর রাস্তায় থাকবে। যে ব্যক্তি একমাত্র ছওয়াবের উদ্দেশ্যেই সাত বৎসর আযান দেবে, তার জন্য দোজখের আগুন থেকে মুক্তি নির্ধারিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَذَّنَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَاْذِيْنًا মাদ্দাহ (ء . ذ . ن) জিনসে مهموز فا অর্থ– সে আযান দিল। কুরআনে আছে– وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

مُحْتَسِبًا ঃ বাব افعال মাসদার إِحْتِسَابًا মাদ্দাহ (ح . س . ب) জিনসে صحيح অর্থ– আশা পোষণকারী।

بَرَاءَةٌ ঃ এটি بَرِئَ -এর مصدر বাব سمع অর্থ– শাহী হুকুম। (من العيب والدين) মুক্তি পাওয়া। কুরআনে আছে– بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ

তারকীব ঃ مَنْ خَرَجَ الخ হচ্ছে شرط আর فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যটি جزاء হয়ে جمله اسميه । مركب

سَبْعَ سِنِيْنَ - اضافى হয়ে أَذَّنَ -এর مفعول فيه আর مُحْتَسِبًا - فعل -এর ضمير থেকে حال । كُتِبَ الخ - جزاء

بَرَاءَةٌ - كُتِبَ -এর نائب فاعل আর مِنَ النَّارِ হলো بَرَاءَةٌ -এর সাথে متعلق -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ خَرَجَ الخ ঃ 'আল্লাহর রাস্তায়' থাকার মানে হলো জিহাদে লিপ্ত থাকা। অর্থাৎ একজন ইলমে দীন অন্বেষণকারী মূলত একজন মুজাহিদ। প্রথমত জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর দীনকে এ জমিনে প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষা করা, সফরের কষ্ট ক্লান্তি সহ্য করা, বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে ইলম অন্বেষণ করা। যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি উভয়ের মধ্যে সমান। তাই দীনি ইলম অন্বেষণকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত মুজাহিদ অস্ত্র দ্বারা শত্রু কাফিরদেরকে ধ্বংস করে, আর 'তালিবে ইল্‌ম' তার ইলম বা জ্ঞান দ্বারা নফস (প্রবৃত্তি) ও শয়তানকে দমন করে।

مَنْ أَذَّنَ الخ ঃ আল্লাহর যে-কোনো ইবাদতে রিয়া বা লৌকিকতা থাকে না, বরং নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করা হয়, সে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির অসিলা হয়। ফলে আল্লাহর রেজামন্দিই হয় মুক্তির কারণ। আর 'সাত বৎসর' দ্বারা নির্ধারিত সাত বৎসর নয়, বরং দীর্ঘ দিন নাগাদ যে লোক মুয়াজ্জিনী করেছে তার জন্যই এ সুসংবাদ।

(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِيْ كِتَابٍ لَايُمْحٰى وَلَايُبَدَّلُ (رَوَاهُ الشَّافِعِىْ فِى الْأُمِّ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ (مُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমার নামাজ ছেড়ে দেবে তাকে (আল্লাহ তা'আলার দরবারে) এমন কিতাবে মুনাফিক হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে, যার লেখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তনও করা যায় না। যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে এবং মনে মনে জিহাদের সংকল্প না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে মুনাফিকের চরিত্রের ওপরই মরল। যে ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলা এবং অনুরূপ কার্য-কলাপ পরিত্যাগ করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করার মধ্যে অল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايُمْحٰى ঃ বাব افعال মাসদার اِمْحَاءً মাদ্দাহ (م ـ ح ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– মুছে ফেলা যায় না।

لَايُبَدَّلُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَبْدِيْلًا মাদ্দাহ (ب ـ د ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– পরিবর্তন হবে না। কুরআনে আছে– مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ

لَمْ يَدَعْ ঃ বাব فتح মাসদার وَدْعًا মাদ্দাহ (و ـ د ـ ع) জিনসে مثال واوى অর্থ– সে ত্যাগ করেনি।

اَلزُّوْرُ ঃ অর্থ– মিথ্যা - قَوْلَ الزُّوْرِ - ভ্রান্ত কথা। কুরআনে আছে– وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ -

তারকীব ঃ تَرَكَ الْجُمُعَةَ الخ বাক্যটি شرط আর كُتِبَ الخ হচ্ছে– جزاء। لَمْ يَغْزُوْ হচ্ছে– مَاتَ-এর فاعل ضمير থেকে حال আর لَمْ يُحَدِّثْ - لَمْ يَغْزُوْ-এর ওপর عطف আর مِنَ النِّفَاقِ হচ্ছে– متعلق محذوف-এর সাথে মিলে شعبة-এর صفت। مَنْ لَمْ يَدَعْ হচ্ছে– شرط ، فَلَيْسَ الخ - جزاء ، لله - متعلق محذوف-এর সহিত মিলে لَيْسَ-এর خبر -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَرَكَ الخ ঃ এ হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জুমা'র নামাজ ফরজ। আর ওজর বলতে এখানে অধিক শীত, অতি বৃষ্টি এবং শত্রু ইত্যাদির ভয়কে বুঝানো হয়েছে।

مَنْ مَاتَ الخ ঃ মুনাফিকের চরিত্রে মৃত্যুবরণ করল ঃ জিহাদ হতে পলায়নী মনোবৃত্তি মুনাফিকদের স্বভাব। তারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলিমরূপে জাহির করে, কিন্তু এ দাবির সত্যতার প্রমাণে জিহাদে অংশগ্রহণ না করে সর্বদা ঘরে থাকতে চায়।

জিহাদের সংকল্প রাখা ঃ কেউ কেউ মনে করেন, এ সংকল্পের মানে হলো ঃ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকা বা জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া. এটা হুযূর ﷺ-এর জামানার সাথে সম্পৃক্ত যখন জিহাদের অভিযান প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তী যুগে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদের নিয়ত ও সংকল্পই যথেষ্ট। স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়াহ্, কিন্তু যখন نَفِيْرٌ عَامٌ সাধারণ আহবান হয়. তখন সকলের ওপর ফরজে আইন হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে জিহাদের নিয়ত ও প্রেরণা থাকা উচিত। নতুবা সে মুনাফিকের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।

مَنْ لَمْ يَدَعْ الخ ঃ পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করাই রোজার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বরং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সর্বপ্রথম গোনাহ ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রবৃত্তি দমন, ক্রোধ সংবরণ ও যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত আচার-আচরণ ও কথা-বার্তা পরিহার করে নিজের মধ্যে 'কলবে মুতমায়িন' সৃষ্টি করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারল না। তার রোজার নামে ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই জুটল না, ফলে আল্লাহ ও তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি করবেন না।

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض) مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اِبْنُ مَاجَهْ وَاَحْمَدُ) (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رض) مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ـ (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতির পোষাক পরে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমান জনক কাপড় পরাবেন। যে ব্যক্তি আলেমদের সহিত বিতর্কে বহছে জয়লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অজ্ঞ মূর্খদের সহিত বাক-বিতণ্ডা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদ্যার্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

شُهْرَةٌ ঃ এটি مصدر - مَشْهُوْرٌ-এর অর্থে খ্যাতি, প্রসিদ্ধ।

مَذَلَّةٌ ঃ ذلا ، ذلة এটি مصدر অর্থ- নীচু হওয়া, অপমানিত হওয়া।

يُجَارِىْ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُجَارَاةٌ মাদ্দাহ (ج ـ ر ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- সে বিতর্ক করবে।

يُمَارِىْ ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُمَارِيَةٌ মাদ্দাহ (م ـ ر ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- সে বাক-বিতণ্ডা করবে। কুরআনে আছে- فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّامِرَاءً ظَاهِرًا

اَلسُّفَهَاءُ ঃ এটি বহুবচন. একবচনে سَفِيْهٌ অর্থ- অজ্ঞ, মূর্খ। কুরআনে আছে- سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ

لِيَصْرِفَ ঃ বাব ضرب মাসদার صَرْفًا মাদ্দাহ (ص ـ ر ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ- সে ফিরাবে, আকৃষ্ট করাবে। কুরআনে আছে- وَلَا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ

তারকীব ঃ مَنْ لَبِسَ الخ হচ্ছে- شرط আর اَلْبَسَهُ الخ হচ্ছে جزاء । مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ الخ বাক্যটি شرط আর اَدْخَلَهُ اللّٰهُ হচ্ছে- جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ لَبِسَ الخ ঃ (১) খ্যাতির পোষাক বলতে বোঝানো হয়েছে এমন নামী-দামী কাপড় পরা, যেন তা দেখে মানুষ তাকে সম্মান করে এবং জনগণ থেকে ইজ্জত তালাশ করাই তার উদ্দেশ্য।

(খ) অথবা শুধু লোক দেখানোর জন্য নেক আমল করা কিংবা ব্যক্তিগতভাবে লোভ-লালসায় নিমজ্জিত থেকে বাহ্যিকভাবে দরবেশী বেশ ধরা, যেন দুনিয়াদারের নিকট বুযুর্গ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে তার সম্মান অর্জিত হয়। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিবসে সে অপমানিত হবে।

مَنْ طَلَبَ الخ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আলেম সমাজের উপর প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করার মতো হীন উদ্দেশ্যে কিংবা মানুষের নিকট হতে প্রশংসা কুড়াবার জন্য বিদ্যার্জন দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ। কাজেই এ জাতীয় হীন চরিত্র ও পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার নিয়তে ইল্‌ম শিক্ষা করা হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদিস اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ কে সম্মুখে রাখলেই অনেক গুনাহ্ হতে নিরাপদ থাকা যাবে। কেউ যদি পার্থিব যশ-খ্যাতি লাভের জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করে, সে আল্লাহর নিকট কোনো পুরস্কার পাবে না এবং পরকালে জান্নাতের নিয়ামত-সামগ্রী হতেও বঞ্চিত হবে। কাজেই ইলমে দীন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (اَحْمَدُ ـ اَبُوْ دَاوٗدَ . اِبْنُ مَاجَهْ) (عَنْ حَفْصَةَ رضـ) مَنْ أَتٰى عَرَّافًا فَسَأَلَهٗ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهٗ صَلٰوةَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ (اَبُوْ دَاوٗدَ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এমন বিদ্যা শিক্ষা করবে, যদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, পক্ষান্তরে সে তা শিক্ষা করে দুনিয়ার কোন সম্পদ সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্য। সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের গন্ধ ও লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি গণকের নিকট গমন করে অতঃপর তাকে (সত্য মনে করে) কিছু জিজ্ঞেস করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ (দিন) রাত্রির নামাজ কবুল করবেন না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُبْتَغٰى ঃ বাব افتعال মাসদার اِبْتِغَاءٌ মাদ্দাহ (ب ـ غ ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– চাওয়া যায়, লাভ করা যায়। কুরআনে আছে– وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا

يُصِيْبُ ঃ বাব افعال মাসদার اِصَابَةٌ মাদ্দাহ (ص ـ و ـ ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে পাবে, লাভ করবে।

عَرَضٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَعْرَاضٌ অর্থ– সম্পদ-সামগ্রী। কুরআনে আছে– لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

عَرْفٌ ঃ অর্থ– ঘ্রাণ। সাধারণত সুগন্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

عَرَّافًا ঃ এটি اسم مبالغة, অর্থ– গণক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা।

তারকীব ঃ مَنْ تَعَلَّمَ الخ হচ্ছে– شرط আর عِلْمًا হচ্ছে– تعلم-এর مفعول আর مِمَّا হচ্ছে– بيان -এর علما এর متعلق مخذوف، তার حذوف এটা تعلم-এর ضمير কিংবা علما থেকে حال হয়েছে। لِيُصِيْبَ بِهٖ হচ্ছে– مستثنى এবং لَا يَتَعَلَّمُهٗ এবং من الدنيا হচ্ছে– متعلق مخذوف অর্থাৎ لَا يَتَعَلَّمُهٗ لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ الخ مستثنى منه আর عطف -এর ওপর اتى -এর- عَرَضًا এর صفت । مَنْ اَتٰى الخ হচ্ছে– شرط আর فَسَأَلَهٗ হচ্ছে– جزاء -এর সাথে মিলে لَمْ يَقْبَلِ الخ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَعَلَّمَ الخ ঃ ইলমে দ্বীন ওহীলব্ধ জ্ঞান। কাজেই উহা হলো অতীব পবিত্র ও সম্মানের বস্তু। সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য উহা শিক্ষা করা আল্লাহর অভিপ্রায়ের খেলাফ। অতএব, উহা শাস্তিযোগ্য। বেহেশত লাভের উত্তম উপায় হলো ইল্ম হাসিল করা। আর তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দশ্যই থাকতে হবে নিরংকুশ ভাবে। নতুবা বিপরীত ফল দাঁড়াবে। আর পার্থিব স্বার্থে ইল্ম অর্জনকারী জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়ার জন্য এটার ধারে কাছেও যেতে পারবে না।

عَرَّافٌ - عَارِفٌ-এর مُبَالَغَةٌ, অর্থ– গণক, জ্যোতিষী, যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং অদৃশ্যের খবর বলে। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যখন কবুল হবে না অন্যান্য ইবাদতকে তার ওপর অনুমান করা যায়। তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আরব্য নীতিনুসারে রাত বলা হলেও এখানে রাত্র-দিন উভয়টি উদ্দেশ্য। আর চল্লিশ বলা হয়েছে সীমিত কিংবা অধিক বুঝানোর জন্য।

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض) مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا أَنَّ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ (نَسَائِىْ وَاَبُوْ دَاوُدَ) ـ

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় চাবে তাকে আশ্রয় দেবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম করে তোমাদের কাছে চাবে তাকে অবশ্যই কিছু দেবে। যে তোমাদেরকে আহবান করবে, তাদের আহবানে (আমন্ত্রণে) সাড়া দেবে। আর যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি কোনো উত্তম কাজ করবে, তোমরা তার প্রতিদানের চেষ্টা করবে, প্রতিদানের জন্য যদি কিছু না পাও অন্তত তার জন্য দোয়া করবে, যাতে তেমরা মনে করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান করেছ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِسْتَعَاذَ ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِعَاذًا মাদ্দাহ (ع ـ و ـ ذ) জিনসে اجوف واوى অর্থ- সে আশ্রয় চেয়েছে। কুরআনে আছে- وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

اَجِيْبُوْا ঃ বাব افعال মাসদার اِجَابَةً মাদ্দাহ (ج ـ و ـ ب) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তোমরা সাড়া দাও। কুরআনে আছে- اَجِيْبُوْا دَعْوَةَ الدَّاعِى

صَنَعَ ঃ বাব فتح মাসদার صَنْعَةً অর্থ- সে করেছে।

كَافِئُوْا ঃ বাব مفاعلة মাসদার مُكَافَأَةً মাদ্দাহ (ك ـ ف ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ- তোমরা প্রতিদান দাও।

তারকীব ঃ مَاتُكَافِئُوْهُ হচ্ছে- موصول صله মিলে لَمْ تَجِدُوْا-এর مفعول হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنِ اسْتَعَاذَ الخ ঃ আল্লাহর নামে আশ্রয় চাওয়ার অর্থ দু' প্রকার হতে পারে। (১) আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। (২) তুমি যেন তার কোনো ক্ষতি না করো, সে জন্য আল্লাহর নামে তোমার ক্ষতি হতে আশ্রয় বা পানাহ চায়। অতএব তোমার উচিত আল্লাহর নামের মর্যাদা রক্ষার্থে তুমি তার প্রার্থনাকে যথাযথ রক্ষা করা।

যে তোমাদের প্রতি ভাল কাজ করে ঃ যদি কেউ কথায় বা কাজে তোমাদের কোনো কল্যাণ করে, তবে তার সাথে সদাচরণ করো। কুরআনে আছে- هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ ভালোর প্রতিদান ভালোই হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি বস্তু দ্বারা প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তখন جَزَاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন) এ কথাটি বলাও দোয়ার মাধ্যমে প্রতিদান হবে।

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-(عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَائَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে, তাহলে সেটাকে নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেবে। যদি নিজ হাতে সেগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে। আর যদি নিষেধ করারও সাধ্য না থাকে, তাহলে সেটা খারাপ জানবে। এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি মানুষ থেকে আদায় করার নিমিত্তে (ঋণ স্বরূপ) মাল গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে তা গ্রহণ করে তবে আল্লাহ তা'আলাও তা বিনষ্ট করে দেবেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُنْكَرً ঃ বাব افعال মাসদার اِنْكَارًا মাদ্দাহ (ن . ك . ر) জিনসে صحيح অর্থ– আপত্তিকর, খারাপ। কুরআনে আছে– يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

يُغَيِّرُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَغْيِيْرًا মাদ্দাহ (غ . ى . ر) জিনসে اجوف يائى অর্থ– পরিবর্তন করা উচিত।

اَضْعَفُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বহুবচনে ضعفاء ، ضعاف অর্থ– দুর্বল।

اَدّٰى ঃ বাব تفعيل মাসদার تَأْدِيَةً মাদ্দাহ (ء . د . ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– সে আদায় করেছে। কুরআনে আছে– وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

اَتْلَافٌ ঃ এটি বাব افعال এর مصدر মাদ্দাহ (ت . ل . ف) জিনসে صحيح অর্থ– ধ্বংস করা, নষ্ট করা।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ হচ্ছে– شرط ، فَبِلِسَانِهٖ অর্থাৎ فَلْيُغَيِّرْهُ بلسانه হচ্ছে– جزاء আর وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ হচ্ছে– جملة مستانفة । من اخذ الخ হচ্ছে– شرط আর يُرِيْدُ اَدَائَهَا ও يُرِيْدُ اَتْلَافَهَا উভয়টি جمله حاليه আর ادى الله عنه হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ **-এর ব্যাখ্যা ঃ** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, অন্যায় ও গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখলে যদি নিজ শক্তি-সামর্থ্য থাকে, এমনকি অন্যান্য ধর্ম পরায়ণ মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে বা সংগঠিত করে হলেও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এটাই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। আর যদি এতটুকু করার শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, পরিস্থিতি অনুকূল না হয়, তাহলে মুখের কথার মাধ্যমে এতে বাধা প্রদান করতে হবে। পাপ ও অন্যায়কারীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, শরিয়তের উপদেশবাণী শুনিয়ে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ذٰلِكَ أَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ঃ এর ব্যাখ্যা হলো, যদি শক্তি প্রয়োগে বাধা দানের ক্ষমতা না থাকে, মুখে কিছু বলারও উপায় না থাকে; বরং সে ক্ষেত্রে নিজেকে পাপ ও অন্যায়কারীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় অন্তরে পাপকে ঘৃণা করতে হবে। অর্থাৎ ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা ভাব পোষণ করা। আর এটাই হলো দুর্বলতম ঈমান, যা কোনো মু'মিনের পক্ষে উচিত নয়; বরং মু'মিন মাত্রই সবল ও সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানের অধিকারী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত।

اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঋণ পরিশোধ করার মতো স্বচ্ছলতা দান করেন, কিংবা হকদারের অন্তর নরম করে দেবেন অথচ আখিরাতে হকদারকে তার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি করে দেবেন।

اَتْلَفَهُ اللّٰهُ – যেহেতু সে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের ইচ্ছে করেছে এ জন্য আল্লাহও তার সম্পদকে বিনষ্ট করে দেবেন।

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ عَلَيْهِ وَإِنْ صَامَهُ (تِرْمِذِى وَأَحْمَدُ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رض) مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى (بُخَارِى وَمُسْلِمٌ) (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رض) مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (بَيْهَقِىُّ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো ওজর বা রোগ ব্যতীত রামজানের একটি রোজা ভাঙ্গবে তার সারা জীবনের রোজায় তার ক্ষতিপূরণ হবে না, যদিও সে সারাজীবন রোজা রাখে। যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোনো গাজী (যোদ্ধা)-কে যুদ্ধের সামগ্রী দান করেছে, তখন তার জন্যও ঐ ব্যক্তির অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। যে আমার অনুসরণ করেছে সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করেছে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করেছে সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এবং যে ব্যক্তি আমীরের অনুকরণ করেছে সে আমার অনুকরণ করেছে, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করেছে সে যেন আমার অবাধ্যতা করেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَفْطَرَ ঃ বাব افعال মাসদার إِفْطَارًا মাদ্দাহ (ف ـ ط ـ ر) জিনসে صحيح অর্থ- সে ভঙ্গ করেছে।

دَهْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে دُهُوْرٌ ، أَدْهُرٌ অর্থ- যুগ, দীর্ঘজীবন। কুরআনে আছে- هل اتى على الإنسان حين من الدهر

جَهَّزَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَجْهِيْزًا মাদ্দাহ (ج ـ ه ـ ز) জিনসে صحيح অর্থ- প্রস্তুত করে দিয়েছে। (الميت) কাফন দাফনের আসবাব তৈরি করা।

غَازِيًا ঃ এটি একবচন, বহুবচনে غُزَاةٌ অর্থ- যোদ্ধা, জিহাদকারী।

أَطَاعَ ঃ বাব افعال মাসদার إِطَاعَةً মাদ্দাহ (ط ـ و ـ ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ- সে অনুসরণ করেছে। কুরআনে আছে- قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

عَصٰى ঃ বাব ضرب মাসদার مَعْصِيَةٌ ، عِصْيَانًا মাদ্দাহ (ع ـ ص ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- অবাধ্যতা করেছে। কুরআনে আছে- فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ

তারকীব ঃ مَنْ أَفْطَرَ الخ হচ্ছে- شرط আর لَمْ يُقْضَ الخ হচ্ছে- جزاء এবং وَإِنْ صَامَهُ হচ্ছে- جمله حاليه। مَنْ فَطَّرَ الخ হচ্ছে- شرط আর فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ বাক্যটি جمله اسميه হয়ে جزاء ; من مَنْ أَطَاعَنِى হচ্ছে- شرط আর فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ হচ্ছে- جزاء দ্বিতীয় جمله -ও অনুরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'সারা জীবনের রোজাও তার পূরণ হবে না' এ কথাটির তাৎপর্য হলো ঃ ফকীহগণ বলেন, একটি ফরজ রোজা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করলে তার কাফ্ফারা ষাট দিন তথা দু' মাস একাধারে রোজা রাখলে তার ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়; কিন্তু রমজান মাসের যে বিশেষ ফজিলত উক্ত মাসের মধ্যে নিহিত ও সীমাবদ্ধ রয়েছে, বাকি এগারো মাসের সব দিনগুলোতেও তা অর্জিত হবে না। তাই বলা হয়েছে সারা জীবনের রোজাও তার পরিপূরক হবে না।

مَنْ فَطَّرَ الخ ঃ অর্থাৎ রোজা রেখে রোজাদার এবং জিহাদ করে মুজাহিদ যে ছওয়াব পাবে ; ইফতার করিয়ে বা জিহাদের সামগ্রী সরবরাহ করেও সেই পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।

مَنْ أَطَاعَنِىْ الخ ঃ এখানে আমীরের অনুসরণ বলতে বৈধ ও শরিয়ত পক্ষীয় বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, নতুবা শরিয়ত পরিপন্থী কাজের মধ্যে কোনো শাসক বা ব্যক্তির অনুকরণ বৈধ নয়।

(عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رض) مَنْ أَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ (بُخَارِىْ) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض) مَنِ ادَّعٰى مَالَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো সামান্যতম জমিনও দখল করে, কিয়ামতের দিবসে তাকে সপ্ত তবক জমিনের নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন জন্তুর দাবি করেছে যা তার নয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং সে যেন তার নিজের (স্থায়ী) আবাস দোজখে বানিয়ে নেয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خُسِفَ ঃ বাব ضرب মাসদার خَسْفًا ، خُسُوْفًا মাদ্দাহ (خ ـ س ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ– ধ্বসে দেওয়া হয়েছে।
কুরআনে আছে– فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ

اَرْضِيْنَ ঃ এটি جمع سالم একবচনে ارض অর্থ– জমিন, ভূমি।

مَنَامٌ ঃ এটি مصدر একবচন, বহুবচনে مَنَامَاتٌ মাদ্দাহ نَوْمٌ অর্থ– নিদ্রা, স্বপ্ন। কুরআনে আছে–
وَمِنْ اٰيَاتِهٖ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَايَتَمَثَّلُ ঃ বাব تفعل মাসদার تَمَثُّلًا মাদ্দাহ (م ـ ث ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– সে আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

তারকীব ঃ مَنْ اَخَذَ الخ হচ্ছে–شرط আর شَيْئًا হচ্ছে–مفعول আর بِغَيْرِ حَقٍّ হচ্ছে–اخذ-এর সাথে متعلق এবং خُسِفَ بِهٖ হচ্ছে– جزاء । من رأني الخ হচ্ছে– شرط আর فقد رأني হচ্ছে– جزاء আর فَاِنَّ الشَّيْطَانَ হচ্ছে– جمله تعليليه । مَنِ ادَّعٰى হচ্ছে– শর্ত আর مَالَيْسَ لَهٗ হচ্ছে– ادَّعٰى-এর مفعول এবং فَلَيْسَ مِنَّا হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ اَخَذَ الخ ঃ কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, জমিনের অংশটুকু তার গলায় শিকলাকারে পরিয়ে দেওয়া হবে। তবে দুই হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, উভয় প্রকারের শাস্তি হতে পারে।

فَقَدْ رَاٰنِىْ – সে আমাকে দেখেছে । অর্থাৎ সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে দেখেছে। কেননা শয়তানের জন্য আমার আকৃতি ধারণ করে মিথ্যার সংমিশ্রণ করার সুযোগ নেই। কিংবা যে দুনিয়াতে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দেখবে কিয়ামতের দিনও সে আমাকে দেখতে পাবে।

مَنِ ادَّعٰى الخ ঃ অর্থাৎ নিজের মালিকানাধীন নয় তা জানা ইচ্ছাকৃত এমন দাবি করেছে। এমন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে বেহেশতবাসীদের মধ্যে থেকে নয়। وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ এটি انشاء হলেও اخبار-এর অর্থে। অর্থাৎ তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ) .

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের নিয়তে রমজানের রোজা রাখবে তার পূর্বকৃত সমুদয় (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার কৃত পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বকৃত সমুদয় গুনাহ মাফ করা হবে।

তারকীব ঃ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ বাক্যটি موصول – صله মিলে غُفِرَ – فعل -এর نائب فاعل হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِيْمَانًا-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী বলেন, এটা মাফউল ও হাল তারকীবে দু'টিই হতে পারে। সুতরাং 'মাফউলের' ভিত্তিতে অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শরিয়ত সম্পর্কীয় যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং রোজা যে বান্দার ওপর ফরজ, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। আবার কেউ কেউ বলেন ছওয়াব লাভের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। আর 'হাল'-এর ভিত্তিতে অর্থ হবে রোজা সম্পর্কে ঈমান রাখা এবং তাকে আল্লাহর সত্য আদেশ বলে বিশ্বাস করা। আর 'মাসদার' হওয়ার ভিত্তিতে 'হাল' হলে তার অর্থ হবে ঈমান ভিত্তিক রোজা এবং ঈমানদারের রোজা।

অনুরূপভাবে اِحْتِسَابًا-এর অর্থ হলো, কোনো মানুষের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিছক আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতে ছওয়াব লাভের আশায় রোজা রাখা এবং ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মনের মধ্যে কোনো কুণ্ঠা সৃষ্টি না হওয়া।

مَنْ صَامَ الخ ঃ সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হওয়ার যে সমস্ত কারণ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লিখিত এ তিনটি কাজও অন্যতম। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

قيام رمضان **-এর অর্থ হলো ঃ** রমজানের রাত্রিতে তারাবীহ্ সহ অন্যান্য নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া।

(عن جَابِرٍ رضـ) مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ) عن أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ - (تِرْمِذِىْ وَاَحْمَدُ) (عن ابْنِ عُمَرَ رضـ) مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ . (تِرْمِذِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় গাছের কিছু খায় সে যেন আমার মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় উহার দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পান। যে ব্যক্তিকে মানুষের মাঝে কাজি (বিচারক) নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে যেন ছুরীবিহীন জবাই করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ করেছে সে শির্ক করে ফেলেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُنْتِنَةُ ঃ نَتْنٌ থেকে, অর্থ– দুর্গন্ধ।

تَتَاَذّٰى ঃ বাব تفعل মাসদার تَاَذِّيًا মাদ্দাহ (ء . ذ . ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে কষ্টপ্রাপ্ত হয়।

قَاضِىْ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে قُضَاةٌ অর্থ– বিচারপতি قَاضِىُ الْقُضَاةِ প্রধান বিচারপতি।

سِكِّيْنٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে سَكَاكِيْنُ অর্থ– চাকু, ছুরী।

তারকীব ঃ مشار اليه موصوف - صفت - মিলে এবং اَلشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ হচ্ছে– مَنْ اَكَلَ الخ হচ্ছে- شرط আর جمله تعليليه-হচ্ছে فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ الخ তার جزاء-হচ্ছে فَلَايَقْرَبَنَّ আর। مجرور এর- حرف جر- من -হচ্ছে هٰذِهِ فَقَدْ ذُبِحَ আর مفعول ثانى -হচ্ছে قَاضِيًا এবং نائب فاعل এর-جعل - ضمير مستتر আর شرط-হচ্ছে مَنْ جُعِلَ হচ্ছে– جزاء ; مَنْ حَلَفَ শর্ত, فَقَدْ اَشْرَكَ হচ্ছে– جزاء ;

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الخ ঃ **কাঁচা পিয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে অভিমত ঃ** এগুলো কাঁচা খেলে মাকরূহ, কিন্তু রান্না করা হলে মাকরূহ্ নয়, বরং মুবাহ্। যেমন– হযরত মুয়াবিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তোমাদের এগুলো খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে রান্না করে খাও। আল্লামা নববী (র.) মুসলিম শরিফে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ব্যক্তি হতে পিয়াজ-রসুন ইত্যাদির দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। সম্ভব হলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিতে হবে। খাদ্য বা পানীয় যাই দুর্গন্ধযুক্ত তাই এ নির্দেশের শামিল।

মুখের দুর্গন্ধের ন্যায় শরীরের ঘামের গন্ধ, কেরোসিন বা খনিজ পদার্থ ইত্যাদির গন্ধ নিয়েও মসজিদে যাওয়া নিষেধ। শুধু মসজিদ কেন, ওয়াজ-নসিহত, হালকায়ে যিকির ইত্যাদির মজলিসে যাওয়াও নিষেধ। অনুরূপভাবে হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ধূমপান করে মসজিদে গমন করা মাকরূহ।

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا الخ ঃ এখানে জবাইয়ের দ্বারা আত্মার জবাই উদ্দেশ্য নয়; বরং দীনের ক্ষতি সাধনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্য ওলামায়ে কেরাম এ সকল দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে বলেন।

مَنْ حَلَفَ الخ ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী, কা'বা, মাতা-পিতা, আউলিয়া-পীরদের অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির শপথ করা হারাম, আর তা হলো শিরকে আসগর (ছোট শিরক)। কারণ সে যার শপথ করেছে তাকে আল্লাহর সাথে মর্যাদায় শরিক করে ফেলেছে।

আবার কোনো কোনো সময় গায়রুল্লাহর শপথ করা শির্কে আকবর (বড় শিরক)-এ পরিণত হয়, আর এটা তখনি হয় যখন শপথকারী এ আকিদা রাখে যে, পৃথিবীর ওপর তার ক্ষমতা চলছে, যদি মিথ্যা শপথ করে তবে তার প্রতিশোধ নেবে।

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ عُثْمَانَ رض) مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন স্বীয় মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে কিংবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন অর্ধ রাত্রি নামাজ পড়েছে এবং (এরপর) যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন পূর্ণ রাত্রি নামাজ পড়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لِيُكْرِمْ ঃ বাব افعال মাসদার إِكْرَامًا মাদ্দাহ (ك . ر . م) জিনসে صحيح অর্থ– সে যেন সম্মান করে। কুরআনে আছে– أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ

لَا يُؤْذِ ঃ বাব افعال মাসদার إِيْذَاءً মাদ্দাহ (ء . ذ . ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে যেন কষ্ট না দেয়। কুরআনে আছে– ذٰلِكَ يُؤْذِي النَّبِيَّ

তারকীব ঃ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ হচ্ছে– شرط আর فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ হচ্ছে– جزاء দ্বিতীয় جملہ সমূহও তদ্রূপ। من صَلَّى হচ্ছে– شرط আর فَكَأَنَّمَا হচ্ছে–جزء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الخ ঃ গুরুত্ব ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এ সকল বস্তুকে ঈমানের শর্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– মাতা-পিতার অনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলা হয় যদি আমার সন্তান হও তাহলে এ কাজটি করো। তার অর্থ এই নয় যে, ঈমানের অস্তিত্ব এ সকল বস্তুর ওপর নির্ভর করেছে; বরং শরিয়তে এ বস্তুসমূহকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ঃ সে যেন অর্ধরাত্রি নামাজ পড়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন রাত্রির প্রথমার্ধ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল। আলোচ্য হাদীসাংশ দ্বারা এশার নামাজ জামাতে পড়ার ফজিলত বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সারাদিন বিশ্রাম করার পর এশার সময় বিশ্রামের সময়। তদুপরি এ সময়ে রাত্রির অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে যায়। এ বিশ্রামকে হারাম করে রাত্রির অন্ধকার উপেক্ষা করে এশার নামাজ জামাতে আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়া এবং জামাতের অপেক্ষা করা খুবই কষ্টকর। আর এ কারণেই এশার জামাতের এত ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ঃ সে যেন পূর্ণ রাত্রি নামাজ পড়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে পড়ল সে যেন রাত্রির শেষার্ধ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল। এখানে صَلَّى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অথচ ইতঃপূর্বে قَامَ ব্যবহার হয়েছে, এটার দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَلٰوةُ اللَّيْلِ -কে- قِيَامُ اللَّيْلِ নামে অভিহিত করা হয়। আর كُلَّهُ শব্দ যোগ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এশার নামাজের তুলনায় ফজরের জামাত উত্তম। কেননা ফজরের জামাতে শরিক হওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ ফজরের সময় মানুষ নিদ্রায় মগ্ন থাকে। সুতরাং জামাতে শরিক হওয়ার জন্য এই আরামের নিদ্রাকে বর্জন করতে হয়, পক্ষান্তরে এশার নামাজে পূর্বে সাধারণত মানুষ নিদ্রা যায় না, বরং নামাজ আদায় করার পরই নিদ্রামগ্ন হয়।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (مُسْلِمٌ)

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তিকে তার আমলে পিছনে রেখে দিয়েছে, তার বংশীয় মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ করেছে এবং হজ সমাপনকালে কোনো প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় নি, সে সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় প্রত্যাবর্তন করেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَطَّأَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَبْطِئَةً মাদ্দাহ (ب ـ ط ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– সে বিলম্ব করেছে।

لَمْ يَرْفُثْ ঃ বাব كرم - سمع মাসদার رَفْثًا মাদ্দাহ (ر ـ ف ـ ث) জিনসে صحيح অর্থ– সে অশ্লীল বলে নি। কুরআনে আছে– فَلَا رَفَثَ وَلَافُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ

لَمْ يَفْسُقْ ঃ বাব كرم - ضرب - نصر মাসদার فِسْقًا ، فُسُوْقًا জিনসে صحيح অর্থ– সে গুনাহে লিপ্ত হয় নি।

তারকীব ঃ مَنْ حَجَّ হচ্ছে– شرط আর لَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ -حج-এর ওপর عطف ، رَجَعَ كَيَوْمٍ এটা جزاء আর وَلَدَتْهُ أُمُّهُ হলো يوم -এর صفت ;

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ بَطَّأَ الخ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল নিয়ে খোদার দরবারে উপস্থিত হতে পারে নি, উপরন্তু তার বদ আমলের পাল্লা ভারী। এমন ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা সেখানে কোনো কাজে আসবেনা। কারণ, খোদাভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অতিমর্যাদাশীল। কুরআনে আছে– إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ الخ ঃ স্ত্রী সহবাস বা তার প্রতি আবেদন সৃষ্টিকারী কার্য-কলাপকে 'রাফাছ' বলা হয়। তবুও এ সম্পর্কে ওলামাদের বিভিন্ন অভিমত আছে। যেমন– ইমাম যুহরী বলেনঃ এমন অশ্লীল কাজ ও কথাকে রাফাছ বলে যা পুরুষগণ মহিলাদের ব্যাপারে বলে বা করে থাকে। মূলত এটা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটার দ্বারা সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে বুঝানো হয়েছে।

رَجَعَ শব্দের বাহ্যিক অর্থ ফিরে এসেছে বা প্রত্যাবর্তন করেছে। যে সমস্ত হাজী মক্কার বহিরাগত, দূর দূরান্ত থেকে আগত, প্রত্যাবর্তন শব্দটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য বটে। কিন্তু যারা মক্কার অধিবাসী, হজ সমাপন করে সেখানে রয়ে গেছেন, তারা 'সদ্যজাত শিশুর মতো' নিষ্পাপ হবে কিনা, তা বুঝা যায় না। কেননা প্রত্যাবর্তন শব্দটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হাদীস বিশারদগণ বলেন, এখানে رَجَعَ শব্দটি صَارَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। অথবা رجع -এর অর্থ– فَرَغَ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ – সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে হজের কার্য-কর্ম হতে অবসর হয়েছে।

(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضـ) مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ (مُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَ رَوْثَهُ وَ بَوْلَهُ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بُخَارِىْ) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি একান্ত নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন তার খাদ্য, পানীয়, পেশাব-পায়খানা তার আমলের পাল্লায় ওজন করা হবে। যে ব্যক্তির চুল আছে সে যেন তার সম্মান (পরিচর্যা) করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَنَازِلُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে مَنْزِلٌ অর্থ– স্তর, মর্যাদা, পথ। কুরআনে আছে– وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

فِرَاشٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে فُرُشٌ ، اَفْرِشَةٌ অর্থ– বিছানা। কুরআনে আছে– وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ

إِحْتَبَسَ ঃ বাব افتعال মাসদার اِحْتِبَاسًا মাদ্দাহ (ح ـ ب ـ س) জিনসে صحيح অর্থ– সে বেঁধে রেখেছে।

فَرَسٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أَفْرَاسٌ অর্থ– ঘোড়া।

شِبْعٌ ঃ অর্থ– খানা-পিনা।

رِيٌّ ঃ এটি مصدر বাব ضرب অর্থ– পিপাসা নিবারণ করা।

رَوْثٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أَرْوَاثٌ অর্থ– মল, গোবর।

তারকীব ঃ اَلشُّهَدَاءُ - بَلَّغَ -এর দ্বিতীয় مفعول ; مَنِ احْتَبَسَ الخ হচ্ছে– شرط আর فَإِنَّ شِبْعَهُ الخ হচ্ছে– جزاء আর فِىْ مِيْزَانِهِ হচ্ছে– يُوْزَنُ - فعل محذوف -এর সাথে متعلق হয়ে ان -এর খবর; مَنْ كَانَ الخ হচ্ছে– شرط আর له হচ্ছে– كَانَ -এর خبر مقدم এবং شَعْرٌ হচ্ছে– اسم مؤخر আর فَلْيُكْرِمْهُ হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الخ ঃ অর্থাৎ শহীদদের ন্যায় ছওয়াব ও মর্যাদা পাবে, হুবহু শহীদের স্তর অর্জিত হবে না।

اِحْتَبَسَ-এর অর্থ– বেঁধে রাখা, রুখে রাখা, আবার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঘোড়া লালন-পালনে এ নিয়ত রাখে যে, যখনই জিহাদের ডাক আসবে তখনই উহা নিয়ে বের হবে। এমন ঘোড়ার খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির বিনিময় তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে। ফলে উহা ও তার নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

مَنْ كَانَ لَهُ الخ ঃ অর্থাৎ যার মাথায় চুল আছে কিংবা তার দাড়ি আছে তার জন্য উচিত তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এলোমেলো না রেখে তেল ইত্যাদি লাগিয়ে চিরুনি দিয়ে পরিপাটি করে রাখা।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنْهُ

দ্বিতীয় এক প্রকারের جملہ شرطیہ যার পূর্বে اذا شرطیہ প্রবিষ্ট হয়েছে

(عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض) اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (اَحْمَدُ رح) (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ـ (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে এবং তোমার মন্দ ও অসৎকাজ তোমাকে পীড়া দেবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ ও খাঁটি) মু'মিন। যখন অপাত্রে শাসনভার সোপর্দ করা হয়, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাকো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَرَّتْ ঃ বাব نصر মাসদার سُرُوْرًا ، مَسَرَّةً মাদ্দাহ (س ـ ر ـ ر) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। কুরআনে আছে– تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ

حَسَنَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حَسَنَاتٌ অর্থ– ভালো, নেক। কুরআনে আছে– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً

سَاءَتْ ঃ বাব نصر মাসদার سُوْءٌ মাদ্দাহ (س ـ و ـ ء) জিনসে মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ– সে তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। কুরআনে আছে– فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

سَيِّئَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سَيِّأٰتٌ অর্থ– মন্দ, গুনাহ। কুরআনে আছে– إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

وُسِّدَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَوْسِيْدَةٌ মাদ্দাহ (و ـ س ـ د) জিনসে مثال واوى অর্থ– দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। اليه الامر - কাউকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া।

তারকীব ঃ اذا। اِذَا سَرَّتْكَ হচ্ছে– شرط আর حَسَنَتُكَ হচ্ছে– سرت -এর فاعل এবং فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ হচ্ছে– جزاء। وُسِّدَ الْاَمْرُ হচ্ছে– شرط আর فَانْتَظِرْ হচ্ছে– جزاء

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا سَرَّتْكَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসাংশ জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি হুযূর ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? তখন রাসূল ﷺ উপরোক্ত কথাগুলো বললেন।

প্রকৃতপক্ষে নেক ও বদ কাজের পার্থক্য করার জন্য এটা একটি চমৎকার থার্মোমিটার। প্রশ্নকারী ঈমানের মৌলিক অঙ্গ বা বস্তু সম্পর্কে জানতে চায় নি। কারণ লোকটি ছিল একজন মু'মিন মুসলিম, বরং সে একজন খাঁটি ও বিশুদ্ধ ঈমানদারের নিদর্শন ও পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তার জবাবে হুযূর ﷺ যে উত্তর দিয়েছেনঃ তার সারমর্ম হলো এই যে, মু'মিন নেক কাজে খুব উৎসাহ পায় এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, তাই সে অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও দুরূহ কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আর রাতের অন্ধকারে, গভীর কাননে, নিঃস্ব একাকীও কোনো মন্দকাজ করতে অন্তরে তথা বিবেক দংশন করতে থাকে।

اِذَا وُسِّدَ الخ ঃ যার মধ্যে খেলাফত ও নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই এমন অযোগ্য ব্যক্তির ওপর যখন দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে, তখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানবজাতি, বিনষ্ট হবে আল্লাহ ও বান্দার হক এবং দেখা দেবে নানা প্রকারের সমস্যা, জনগণ ও দেশ হয়ে উঠবে উত্তপ্ত ও বিশৃঙ্খল এবং এগুলো হবে কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার নিদর্শন।

(عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض) إِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى إِثْنَانِ دُوْنَ الْأٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُّحْزِنَهُ - (بُخَارِي وَمُسْلِمٌ) (عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ رض) إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً (تِرْمِذِيْ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাঘুষা করবে না, কারণ এতে (তৃতীয়) ব্যক্তি কষ্ট পাবে। তবে লোকালয় মিলে গেলে (ভিন্নকথা)। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বান্দার মৃত্যু কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবধারিত করে রাখেন, তখন সে স্থানে যাওয়ার জন্য তার কোনো না কোনো আবশ্যকতা সৃষ্টি করে দেন। যখন তুমি শুরবা রাধবে তখন তাতে পানি বেশি দেবে এবং তার দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নেবে। (অর্থাৎ তাদেরকেও দেবে।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايَتَنَاجٰى ঃ বাব تفاعل মাসদার تَنَاجِيًا মাদ্দাহ (ن ـ ج ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- সে কানাঘুষা করবে না। কুরআনে আছে- فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

تَخْتَلِطُوْا ঃ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব افتعال মাসদার اختلاط মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ ط) জিনসে صحيح অর্থ- মিশ্রিত হওয়া, মিলে যাওয়া। কুরআনে আছে- خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا

قَضٰى ঃ বাব ضرب মাসদার قَضِيَّةً মাদ্দাহ (ق ـ ض ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- সে নির্ধারণ করল। কুরআনে আছে- وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا

طَبَخْتَ ঃ বাব نصر ، فتح মাসদার طَبْخًا জিনসে صحيح অর্থ- তুমি বাধবে।

رقة ঃ অর্থ- ঝোল, শুরা।

تَعَاهَدْ ঃ বাব تفاعل মাসদার تَعَاهُدًا মাদ্দাহ (ع ـ ه ـ د) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি খোঁজ-খবর নাও।

তারকীব ঃ اذا كنتم الخ হচ্ছে- شرط আর فَلَايَتَنَاجٰى الخ হচ্ছে- جزاء আর حَتّٰى تَخْتَلِطُوْ এবং من اجل হচ্ছে- لَايَتَنَاجٰى -এর সাথে متعلق। أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ - بتاويل مصدر - قَضٰى -এর مفعول আর جَعَلَ لَهُ হচ্ছে- جمله جزائية। فَاَكْثِرْ مَاءَهَا হচ্ছে- جزاء আর تَعَاهَدْ হচ্ছে- اَكْثِرْ -এর ওপর عطف

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِذَا كُنْتُمْ الخ ঃ কেননা এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে, যা তার ভীতির কারণ হবে।

إِذَاقَضٰى الخ ঃ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থান নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে সে ব্যক্তি কোনো না কোনো অসিলায় তথায় যাবেই। কেননা তাকদীর অটল ও অনড়।

إِذَا طَبَخْتَ الخ অর্থাৎ খানা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করো এবং খোঁজ-খবর নিয়ে আপন প্রতিবেশীদের মধ্যে উহা বিতরণ করো, এভাবে প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِمَيَامِنِكُمْ (اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوُدَ) (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ (تِرْمِذِيٌّ) (عَنْ أَنَسٍ رض) إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوْا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ اَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ - (دَارِمِىْ) (عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض) إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ - (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে এবং যখন তোমরা অজু করবে তখন ডান দিক হতে আরম্ভ করবে। যখন তুমি অজু করবে তখন দু'হাতে দু'পায়ের আঙ্গুলিসমূহের খিলাল করবে। যখন (তোমাদের সম্মুখে) খানা উপস্থিত করা হয় (আর তোমরা খেতে বস) তখন জুতা খুলে ফেল, কেননা এতে তোমাদের পায়ের জন্য অধিক আরাম হবে। যখন তুমি লজ্জাকে তুলে রাখবে, তখন তোমার মনে যা চায়, তা-ই করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خَلِّلْ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَخْلِيْلًا মাদ্দাহ (خ ـ ل ـ ل) জিনসে مضاعف অর্থ– খিলাল কর।

أَصَابِعُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে إِصْبَعٌ অর্থ– আঙ্গুলসমূহ। কুরআনে আছে– يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ

لَمْ تَسْتَحْيِ ঃ বাব استفعال মাসদার إِسْتِحْيَاءٌ মাদ্দাহ (ح ـ ى ـ ى) জিনসে مركب অর্থ– তুমি লজ্জা না করো। কুরআনে আছে– وَجَاءَتْ إِحْدٰهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

إِصْنَعْ ঃ বাব فتح মাসদার صُنْعًا জিনসে صحيح অর্থ– তুমি করো। কুরআনে আছে– وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

তারকীব ঃ وُضِعَ الطَّعَامُ বাক্যটি جمله فعليه হয়ে شرط হয়েছে আর فَاخْلَعُوْا হচ্ছে– جزاء আর فَإِنَّهُ الخ হচ্ছে– جمله تعليله ، انه، شرط আর نِعَالَكُمْ -এর ضمير টি فَاخْلَعُوْا -এর দিকে ফিরেছে। مَاشِئْتَ হচ্ছে– موصول صله মিলে إِصْنَعْ -এর مفعول ; وَإِذَالَبِسْتُمْ হচ্ছে– شرط আর تَوَضَّأْتُمْ হচ্ছে– لَبِسْتُمْ -এর عطف -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِذَالَبِسْتُمْ الخ ঃ শুধু পোশাক ও অজুর মধ্যেই নয়;বরং প্রত্যেক ভালো কাজই ডানদিক হতে আরম্ভ করা মোস্তাহাব।

إِذَاتَوَضَّأْتُمْ الخ ঃ হস্ত ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ফাঁক ফাঁক হলে খিলাল করা মোস্তাহাব, কিন্তু ঘন হলে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে, তখন ওয়াজিব।

إِذَا وُضِعَ الخ ঃ তাছাড়া খাবার আদব ও রক্ষা হবে এবং আল্লাহর নিয়মতের কদর হবে।

إِذَالَمْ تَسْتَحْيِ الخ ঃ লজ্জাই অনুচিত কাজ করতে বাধা প্রদান করে। প্রত্যেক অনুচিত কাজ লজ্জার কারণেই সংঘটিত হয় না। এভাবে فَاصْنَعْ তে যে আমরের শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা খবর অর্থে ধমক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض) إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ (مُسْلِمٌ)
(عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رض) إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَّجْلِسَ (بُخَارِىْ مُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) اِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلُهَا تُنْعَلُ وَاٰخِرُهُمَا تُنْزَعُ - (بُخَارِىْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ যখন তোমাদের কেউ খানা খাবে, তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে খায়। যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু' রাকআত নামাজ পড়ে। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুতা পরিধান করে সে যেন ডান পা থেকে শুরু করে। আর যখন খোলে যেন বাম পা থেকে আরম্ভ করে। (মোদ্দাকথা) দু' পায়ের পরিধানের প্রথমও যেন ডান দিয়ে হয় এবং খোলার শেষটাও যেন ডান দিয়ে হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْيَمِيْنُ ঃ একবচন, বহুবচনে اَيْمَنُ অর্থ- ডান হাত। কুরআনে আছে- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

اِنْتَعَلَ ঃ বাব اِفْتِعَال মাসদার اِنْتِعَالًا মাদ্দাহ (ن ـ ع ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ- সে জুতা পরিধান করেছে।

اَلْيُمْنٰى ঃ اَلْاَيْمَنُ-এর مؤنث অর্থ- ডান দিক, ডান হাত।

তারকীব ঃ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ হচ্ছে- شرط আর فَلْيَاْكُلْ হচ্ছে- جزاء আর اِذَا انْتَعَلَ হচ্ছে- شرط আর فَلْيَبْدَأْ হচ্ছে- جزاء আর لِتَكُنِ الْيُمْنٰى এটি পৃথক جملہ ، تُنْعَلُ এবং تنزع টি اَلْيُمْنٰى থেকে جملہ حالیہ অথবা اَوَّلُهُمَا وَاٰخِرُهُمَا মুবতাদা এবং تُنْعَلُ ও تُنْزَعُ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا اَكَلَ الخ ঃ কতিপয় ওলামারা বলেন, امر -এর সীগাহ এখনে وجوب -এর জন্য। কিন্তু সমষ্টিগত ওলামায়ে কেরাম তার বিপরীত মোস্তাহাবের কথা বলেন।

اِذَا دَخَلَ الخ ঃ এ দু' রাকআত নামাজকে আমরা তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলে থাকি। এ দু' রাকআত নামাজ পড়া 'মোস্তাহাব। কিন্তু খুতবার সময় ও মাকরূহ সময় থেকে বিরত থাকতে হবে।

اِذَا انْتَعَلَ الخ ঃ এ হাদীস দ্বারা দু'টি মাসআলা নির্গত হয়েছে, প্রথমত যে কোনো ভাল এবং সম্মানজনক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা। যেমন- মসজিদে প্রবেশ করা ভাল কাজ তাই ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। তেমনিভাবে মোজা পরা, পায়জামা পরা, পায়খানা থেকে বের হওয়া ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে ডানকে প্রাধান্য দেবে।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক মন্দ কাজে বামকে প্রাধান্য দেওয়া। যেমন- মসজিদ থেকে বাহির হওয়া, জুতা খোলা, পায়খানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।

(عَنْ جَابِرٍ رض) إِذَا طَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا ـ (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رض) إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَايُرَدُّ شَيْئًا وَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ ـ (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন সফরে থাকার দরুন পরিবারবর্গ হতে দূরে থাকে, সে যেন রাত্রের বেলায় পরিবারের কাছে (গৃহে) প্রবেশ না করে। যখন তোমরা রোগীর নিকট যাও, তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে তাকে সান্ত্বনা দাও। কেননা এ সান্ত্বনা কোনো (ভাগ্য) বস্তুকে এড়াতে পারবে না (কিন্তু) তার আত্মা প্রবোধ পাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

فَلَايَطْرُقْ ঃ বাব نصر মাসদার طُرُوْقًا- طُرُقًا মাদ্দাহ (ط ـ ر ـ ق) জিনসে صحيح অর্থ- সে যেন আগমন না করে।
اَلْغَيْبَةُ ঃ এটি مصدر বাব ضرب অর্থ- দূরে থাকা।

তারকীব ঃ اَلْغَيْبَةَ হচ্ছে- اَطَالَ -এর مفعول আর لَيْلًا হচ্ছে- لَايَطْرُقْ -এর مفعول فيه - فَاِنَّ ذٰلِكَ الخ হচ্ছে- جملة تعليليه

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا طَالَ الخ ঃ রাত্রে আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ স্বামীর অনুপস্থিতির সময় স্ত্রী সাজ-সজ্জা বা পরিপাটী অবস্থায় থাকা প্রয়োজন মনে করে না। অপর দিকে ঘরকেও পরিপাটি করে রাখে না; এটাই স্বাভাবিক। ঠিক এ অবস্থায় স্ত্রীকে এবং পূর্ণ গৃহকে অবিন্যস্ত দেখলে স্ত্রীর প্রতি বিতশ্রদ্ধা জন্মাতে পারে- তাই হুযূর ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তোমার আগমনবার্তা জানিয়ে বাহির বাড়িতে অপেক্ষা করো- যাতে সে নিজকে এবং ঘর-বাড়িকে প্রয়োজনীয় সাজ-গোজ করে নিতে পারে।

এটা দীর্ঘ সফরের পর আগমন করার বেলায় প্রযোজ্য। অন্যথা সংক্ষিপ্ত সফরের বেলায় এ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। কারণ তখন তো যে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকবে।

فَنَفِّسُوْا فِيْ اَجَلِهِ তার মৃত্যু সম্পর্কে সান্ত্বনা দাও ঃ রোগীকে সান্ত্বনা এভাবে দেওয়া যায়- যেমন তাকে বলবে- لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ কিংবা বলবে ভয়ের কোনো কারণ নেই সেরে যাবে ইত্যাদি সান্ত্বনামূলক বাক্য দিয়ে তাকে প্রবোধ দেবে।

ذِكْرُ بَعْضِ الْمَغِيْبَاتِ

اَلَّتِىْ أَخْبَرَ النَّبِىُّ بِهَا وَظَهَرَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

রাসূল (সা.) এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ পেয়েছে

(عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ سَيِّدُ الصَّادِقِيْنَ لَايَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَامَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ (عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ أٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ أَحَادِيْثَ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَايُضِلُّوْنَكُمْ وَلَايَفْتِنُوْنَكُمْ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন– যিনি সকল সত্যবাদীদের সর্দার, আমার উম্মত হতে একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীন ও নির্দেশাবলি প্রচার-প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর নির্দেশ (তথা কিয়ামত) আসায় পর্যন্ত কেউ তাদের সাহায্য ছেড়ে দিয়ে ও বিরোধিতা করে অনিষ্ট পৌছাতে পারবে না। তারা সে অবস্থায়ই থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ জমানায় কিছু মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক (মিথ্যা-মনগড়া) কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ আর না তোমাদের বাপ-দাদারা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের সংশ্রব হতে দূরে থাকবে যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে কিংবা বিপদ-বিপর্যয়ে ফেলতে না পারে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خَذَلَ ঃ বাব نَصَرَ অর্থ– সাহায্য ছেড়ে দেওয়া।

اَمْرٌ ঃ আদেশ-নির্দেশ, দীন, কিয়ামত, নির্দিষ্ট সময়।

دَجَّالُوْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে دَجَّالٌ অর্থ– দাজ্জালগণ। دَجَّالٌ এক মিথ্যুক প্রতারকের নাম শেষ জামানায় যার আবির্ভাব হবে।

لَايُضِلُّوْنَ ঃ বাব إفعال মাসদার اِضْلَالًا মাদ্দাহ (ض . ل . ل) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। কুরআনে আছে– وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

وَلَايَفْتِنُوْنَ ঃ বাব إفتعال মাসদার إِفْتِنَانًا মাদ্দাহ (ف . ت . ن) জিনসে صحيح অর্থ– তারা বিপর্যয়ে ফেলতে পারবে না।

তারকীব ঃ هُوَ سَيِّدُ الصَّادِقِيْنَ হচ্ছে– اَلنَّبِىُّ থেকে جمله اسميه حاليه আর لَايَضُرُّهُمْ হচ্ছে– أُمَّةٌ-এর مركب توصيفى বাক্যটি دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ - صفت اولى হচ্ছে– قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ কিংবা হাল, আর صفت ثانيه হয়ে حال কিংবা صفت ثانيه এর-دَجَّالُوْنَ– হচ্ছে يَاْتُوْنَكُمْ আর اسم مؤخر এর- يَكُوْنُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَزَالُ أُمَّتِىْ الخ ঃ বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আল্লাহর জমিনে বিভিন্ন খণ্ডে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুজুর্গানে দীন ও ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন উপায়ে যুগে যুগে এ খেদমত করে আসছেন। ভবিষ্যতেও বর্তমানের মতো করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। বাতিলের রক্তচক্ষু ও প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা ইস্পাত লৌহের মতো অটল রয়েছেন। মাথা দিয়েছেন কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাননি। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

فِىْ أٰخِرِ الزَّمَانِ الخ ঃ 'দাজ্জাল' শব্দের অর্থ হলো 'সত্য-অসত্য' মিশ্রিতকারী, ধোঁকা বা প্রতারণাকারী। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সতর্ক করা। এখানে দীনের নামে প্রতারককে দাজ্জাল বলা হয়েছে। যেন তাদের নিকট হতে দীন ও ধর্ম গ্রহণ করা হয় না। মহানবী শেষ ﷺ-এর পর এ যাবৎ বহুবার অনেকেই ধর্মের নামে রাহ্‌জানি করতে চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ দাবি করেছে নবুয়তের, আবার কেউ দাবি করেছে মাসীহ মা'হুদ তথা মেহদী হওয়ার। আল্লাহর শোকর দীনের পাহারাদারগণ সম্পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক ছিলেন বিধায় যথা সময়ে সে সমস্ত ডাকাতদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন।

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ) (عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبٰوا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ - (أَبُوْ دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার যুগের মানুষই সর্বোত্তম মানুষ, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী হবে, তারপর যারা এদের নিকটবর্তী হবে। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় আসবে (বদদীনী ও বেপরোয়ার কারণে) তাদের সাক্ষ্য তাদের শপথ থেকে অগ্রীম হবে, (কখনো) তাদের মিথ্যা শপথ তাদের সাক্ষ্য হতে আগে বেড়ে যাবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন একটি যুগ আসবে যে, সুদখোর ব্যতীত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। যদি সুদ নাও খায় তার ধোঁয়াতো অবশ্যই পাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَرْنٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে قُرُوْنٌ অর্থ– এক যুগের মানুষ। القرن এক উম্মতের পর আগত দ্বিতীয় উম্মত, পরবর্তী উম্মত।

تَسْبِقُ ঃ বাব نصر ، ضرب মাসদার سَبْقًا জিনসে صحيح অর্থ– সে অগ্রগামী হয়ে যায়। কুরআনে আছে– مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

اَلرِّبٰوا ঃ অর্থ– সুদ। কুরআনে আছে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰوا

بُخَارٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اَبْخِرَةٌ অর্থ– ধোঁয়া, বাষ্প।

তারকীব ঃ- تَسْبِقُ شَهَادَةُ الخ বাক্যটি جمله فعليه হয়ে قوم-এর صفت। আর يَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ হচ্ছে– فعل مقدر تَسْبِقُ-এর সাথে মিলে প্রথম تَسْبِقُ-এর ওপর عطف। لَايَبْقَى হচ্ছে– زَمَانٌ-এর صفت।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَيْرُ النَّاسِ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসে যে তিন যুগের মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে যথাক্রমে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে, তাবে' তাবেয়ীন বলা হয়। এবং এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'খায়রুল কুরূন' তথা যুগের সর্বোত্তম মানুষ। আর قرن -এর সীমারেখার মধ্যে মতানৈক্য আছে, কেউ চল্লিশ বছর বলেছে, কেউ আশি বছর, কেউ একশত বিশ বছর আবার কেউ সাধারণত জমানাকে قَرْن বলেছে।

تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ – 'তাদের সাক্ষ্য শপথ থেকে আগে বেড়ে যাবে' অর্থাৎ দীনের প্রতি তাদের এত অবজ্ঞা ও অনীহা এবং বেপরোয়া যে, সাক্ষ্য আগে হবে নাকি শপথ আগে হবে? সে দিকও তারা ভ্রূক্ষেপ করবে না। কিংবা তার অর্থ হলো, এমন এক যুগ আসবে যে, তারা মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে। যেমন– আজকাল আদালত প্রাঙ্গনে তা অহরহ পরিলক্ষিত হয়।

لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ الخ ঃ অর্থাৎ এমন ব্যাপকহারে মানুষ সুদে লিপ্ত হবে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা থেকে বাঁচতে পারবে না। অনেকে সরাসরি সুদ গ্রহণ না করলেও একেবারে মুক্ত থাকতে পারবে না, সুদের লেনদেনে সাক্ষী হবে, লেখক হবে কিংবা সুদী ব্যক্তির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে শেয়ার হবে, ফলস্বরূপ তার মাল সুদী মালের সাথে সংমিশ্রিত হবে ইত্যাদি।

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَصْلَحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ (تِرمِذِىْ) (عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَذْرِىْ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلَهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ রাসূল ﷺ দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেরূপ হয়ে যাবে যেরূপ প্রথম ছিল। অতঃপর যে সকল প্রবাসীর জন্য সুসংবাদ রয়েছে তারা হলো সেই লোক যারা সে বিষয়কে সংস্কার করবে যা আমার (মৃত্যুর) পর লোকেরা নষ্ট করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভাল লোকেরাই এই (কিতাব ও সুন্নাহর) ইল্‌মকে অর্জন করবেন। যাঁরা এটা হতে সীমালঙ্ঘনকারীদের রদ-বদল,

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَيَعُوْدُ ঃ বাব نصر মাসদার عَوْدًا মাদ্দাহ (ع . و . د) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে অতি শীঘ্রই ফিরে আসবে। কুরআনে আছে– ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا

غَرِيْبٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে غُرَبَاءُ অর্থ– প্রবাসী, অপরিচিত।

يَحْمِلُ ঃ বাব ضرب মাসদার حَمْلًا জিনসে صحيح অর্থ– সে বহন করবে, (হিফাজত করবে)। কুরআনে আছে– وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

خَلْفٌ ঃ لام-এর মধ্যে যবর। অর্থ– নেক সন্তান, উত্তম প্রতিনিধি।

عُدُوْلٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে عَادِلٌ অর্থ– ন্যায় পরায়ণগণ, ভালো।

يَنْفُوْنَ ঃ বাব ضرب মাসদার نَفْيًا মাদ্দাহ (ن . ف . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তারা বিদূরিত করে। কুরআনে আছে– أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

تَحْرِيْفٌ ঃ এটি مصدر বাব تفعيل অর্থ– পরিবর্তন করা। কুরআনে আছে– يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

اَلْغَالِيْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে غَالٍ অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী। কুরআনে আছে– لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ

তারকীব ঃ كَمَا بَدَأَ এর মধ্যে হচ্ছে– مَابَدَأَ بتاويل مصدر হয়ে كاف-এর مضاف اليه আর طُوْبٰى মুবতাদা এবং لِلْغُرَبَاءِ হচ্ছে– খবর। আর مَا اَفْسَدَ النَّاسُ হচ্ছে– يَصْلَحُوْنَ-এর مفعول।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ الدِّيْنَ الخ ঃ **অর্থাৎ দীনদার লোকেরা ইসলামের সূচনাতেও প্রবাসীদের ন্যায় জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় ছিল, তাদের কোনো** শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। তেমনিভাবে শেষ জমানাতেও ইসলাম ও ধর্মের পক্ষ সমর্থনকারী থাকবে অতি নগণ্য। এদের জন্যই রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ।

تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ – 'সীমালঙ্গনকারীদের রদ-বদল করা'। এখানে বিদআতীদের সীমালঙ্ঘনকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা তারা কুরআন হাদীসের অর্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটায়।

وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ (اَلْبَيْهَقِىُّ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَاْتِىَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَايَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَا قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَالَ اَلْهَرْجُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ বাতিল লোকদের মিথ্যা আরোপ এবং মূর্খ লোকদের ভুল বা কদার্থ ব্যাখ্যাকে বিদূরিত করবেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে সত্তার শপথ যার করতলে আমার আত্মা রয়েছে যে, পৃথিবী বিলীন হবে না যতক্ষণ না মানুষের সামনে এমন একটি যুগ অতিবাহিত না হবে যে, হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন তাকে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও বলতে পারবে না কোন দোষে সে নিহত হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে এমন কেন হবে? রাসূল ﷺ বলেছেন, ব্যাপক সংঘর্ষের কারণে। এতে হত্যাকারী ও নিহত দুই জনই জাহান্নামী হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِنْتِحَالٌ ঃ এটি مصدر বাব افتعال মাদ্দাহ (ن ـ ح ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– মিথ্যারোপ করা।

اَلْمُبْطِلِيْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مُبْطِلٌ বাব افعال মাসদার اِبْطَالًا জিনসে صحيح অর্থ– বাতিলপন্থীগণ। কুরআনে আছে– أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ

تَاوِيْلٌ ঃ এটি مصدر বাব تفعيل মাদ্দাহ (ء ـ و ـ ل) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء এবং اجواف واوى অর্থ– ব্যাখ্যা। কুরআনে আছে– يَوْمَ يَأْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ

اَلْهَرْجُ ঃ অর্থ– সংঘর্ষ, ফিতনা।

তারকীব ঃ اَلْهَرْجُ হচ্ছে– مبتدأ محذوف-এর খবর। অর্থাৎ سبب ذلك الهرج -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ ঃ اِنْتِحَالٌ-এর আভিধানিক অর্থ– অন্যের কথা বিশেষত কোনো কবির কবিতার ছন্দ চরণকে নিজের বলে প্রচার করা। এখানে বাতিল পন্থীদের মিথ্যা আরোপ তথা সহীহ জ্ঞানকে হেয়প্রতিপন্ন করে ভ্রান্ত ও বাতিল জ্ঞানকে নিজের দিকে সংযোজন বা নিসবত করা এটাও অবৈধ কাজ।

تَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ – নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে কোনো কথা বলে বেড়ায় এবং এসব জালিমরা তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে বলে প্রচারও করে থাকে। এখানে কুরআন ও হাদীসের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাকে تاويل اَلْجَاهِلِيْنَ বলা হয়েছে। এমনভাবে না জেনে না শুনে মনগড়াভাবে কুরআন, হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা স্পষ্ট হারাম। এ সমস্ত কু-সংস্কারকে দূরীভূত করার জন্য সময় সময় আল্লাহ যখনই ইচ্ছে করেন, মহা সংস্কারক হিসাবে মুজাদ্দিদগণের আগমন ও আবির্ভাব করিয়ে থাকেন।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ الخ ঃ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার এমন ব্যাপকহারে প্রকাশিত হবে যে, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেও একে অপরকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। সত্য-মিথ্যার কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে না জান-মালের কোনো নিরাপত্তা।

اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ – "হত্যাকারী ও নিহিত দু'জনই জাহান্নামী হবে।" অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে– হুযূর ﷺ -কে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হত্যাকারী জাহান্নামী হওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে কেন? হুযূর ﷺ বললেন সেও তার ভাইকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষী ছিল।

(عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ ـ (بُخَارِىْ وَمُسْلِمْ) (عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ ـ (مُسْلِمْ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, (এমন সময়ও আসবে যখন) জমানা অতি নিকটবর্তী হয়ে যাবে, ইলম উঠে যাবে, ফিতনা প্রকাশিত হবে, কৃপণতা ছড়িয়ে পড়বে এবং হরজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন 'হরজ' কি? হুযূর ﷺ বললেন, হত্যা (সন্ত্রাস)। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন যে, সে সত্তার শপথ যার করতলে আমার আত্মা যে, পৃথিবী ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না (এমন যুগ না আসবে) যে, মানুষ কবরের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হবে অতঃপর তার ওপর গড়াগড়ি করবে এবং (বিলাপ করে) বলতে থাকবে, হায়! এ সমাধিস্থলে যদি আমি হতাম। তার এ বিলাপনা কিন্তু দীনের জন্য হবে না বরং দুনিয়ার বিপদাপদের কারণেই হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُلْقٰى ঃ বাব إفعال মাসদার اِلْقَاءٌ মাদ্দাহ (ل ـ ق ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– ঢেলে দেওয়া হবে। কুরআনে আছে– سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ

اَلشُّحُّ ঃ شُحًّا ، شَحًّا ، شِحًّا বাব نصر ، ضرب ، سمع অর্থ– কার্পণ্য করা।

يَتَمَرَّغُ ঃ বাব تفعل মাসদার تَمَرُّغًا মাদ্দাহ (م ـ ر ـ غ) জিনসে صحيح অর্থ– সে গড়াগড়ি করে।

তারকীব ঃ وَمَا الْهَرْجُ এখানে واو টি استينافيه এর জন্য عطف-এর জন্য নয়। نَفْسِىْ بِيَدِهٖ বাক্যটি جمله اسميه হয়ে اَلَّذِىْ-এর صله আর لَاتَذْهَبُ الخ হচ্ছে– جواب قسم – يَالَيْتَنِىْ - ياقوى অথবা اى يانفسى এর وَلَيْسَ بِهِ الخ বাক্যটি يقول-এর ضمير থেকে حال হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ – 'জামানা অতি নিকটে হবে।' এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে– (১) দুনিয়া ও আখিরাতের সময় অতি নিকটে অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী। (২) বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের দরুন শাসন ক্ষমতা দীর্ঘায়ু হবে না; বরং সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প মেয়াদি হবে। (৩) অলসতা, উদাসিনতা ও পাপাচারীর কারণে সময়ের বরকত উঠে যাবে, বৎসরকে মাস, মাসকে সপ্তাহ, সপ্তাহকে দিন আবার দিনকে ঘন্টার সমানই মনে হবে।

حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ الخ ঃ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ ও নানামুখী ষড়যন্ত্রের জালে যখন মানুষ জড়িয়ে পড়বে, মুক্তির কোনো পথ পাবে না, তখন সমাধিস্থলে গিয়ে বিলাপ করতে থাকবে যদি সেও এ কবরবাসীর মতো নির্জনতা অবলম্বন করতে পারতো হয়তো এ সকল বিপদ হতে পরিত্রাণ পেতো।

(عَنْ عَلِيٍّ رض) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يُوْشِكُ أَنْ يَّاْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَايَبْقَى مِنَ الْقُرْاٰنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِىَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ- (بَيْهَقِى)

অনুবাদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের এমন এক যুগ আসবে, যখন নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই থাকবে না, আর অক্ষর ব্যতীত কুরআনেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ (বাহ্যিক দিক দিয়ে) জাক্-জমক পূর্ণ হবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (আভ্যন্তরীণ) হিদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলেমগণ হবে আকাশের নিচে (জাতীয় সৃষ্টির মধ্যে) মন্দ লোক। তাদের পক্ষ থেকে দীন সংক্রান্ত ফিতনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর সে ফিতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُوْشِكُ ঃ বাব افعال মাসদার اِيْشَاكٌ মাদ্দাহ (و ـ ش ـ ك) জিনসে مثال واوى অর্থ– নিকটবর্তী হবে।

رَسْمٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رُسُوْمٌ অর্থ– চিহ্নাদি, অক্ষর।

عَامِرَةٌ ঃ এটি اسم فاعل বাব نصر মাসদার عُمْرًا অর্থ– আবাদ, (জাক-জমক)। কুরআনে আছে– إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

خَرَابٌ ঃ অর্থ– জনমানবহীন, শূন্য। কুরআনে আছে– يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ

أَدِيْمٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে اُدُمٌ، اُدْمٌ অর্থ– ভূ-পৃষ্ঠ।

তারকীব ঃ لَايَبْقٰى হচ্ছে– زمان -এর صفت আর وَهِىَ خَرَابٌ হচ্ছে– عَامِرَةٌ -এর ضمير থেকে حال আর متعلق -এর সাথে- تَعُوْدُ টি فِيْهِمْ এবং تَخْرُجُ -এর সাথে এবং من عندهم টি جمله مستانفه বাক্যটি عُلَمَاءُهُمْ الخ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْمُهُ – 'নাম ব্যতীত ইসলামের কিছু বাকি থাকবেনা।' ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ বর্তমান থাকবে। যেমন নামাজী লোক, রোজাদার, হজ পালনকারী, সারিবদ্ধভাবে যাকাত আদায়কারী ইত্যাদি কোনো একটিতেও অভাব দেখা যাবে না। ঈদের মাঠে, কুরবানির হাটে, এক কথায় কোথাও মুসলমানের সংখ্যায় কমি দেখা যাবে না; বরং উত্তরোত্তর বেশিই পাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে ঢুকে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, কোথাও ইসলামের আভ্যন্তরীণ রূহ কারো মধ্যে নেই, সম্পূর্ণ লোক দেখানো প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَلَايَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهُ – 'অক্ষর ব্যতীত কুরআনের কিছুই বাকি থাকবে না।' ঘরে বাইরে, মসজিদে, খানকায়, মাজারে, মক্তবে মোটকথা ধর্মশালা সবগুলোতে আল্লাহর পবিত্র কালামকে তাকে রেখে, আলমারীতে শতে-শতে, কোথাও হাজারে হাজারে স্তূপিকৃত করে রাখা হয়েছে এবং অহরহ রাখা হচ্ছে; কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোনো পাঠক নেই। আর কদাচিৎ থাকলেও কালো কালো কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করা ছাড়া উহার অন্তর্নিহিত ভাব-মর্ম অনুধাবন করার যোগ্যতা সম্পন্ন পাঠকের সংখ্যা শূন্যের কোঠায়। বর্তমান যুগের দৃষ্টান্তই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সুতরাং আর পিছনের যুগে যেতে হবে না।

(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ أٰخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ : أَخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ : ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ وَ رَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ (أَحْمَد) وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَبْقٰى حَفَالَةٌ كَحَفَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمَرِ لَايُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً - (احْمَدُ) .

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, শেষ জামানায় এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা বাহ্যিক বন্ধুসুলভ আচরণ করবে (কিন্তু) ভিতরগত হবে শত্রুতা পোষণকারী। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কি করে হয়? উত্তরে বললেন, একে অপরের প্রতি লোভ-লালসা ও একের অন্যের প্রতি ভয়ভীতি। নবী করীম ﷺ বলেছেন, একের পর এক (স্তরে স্তরে) নেক বান্দাগণ চলে যাবেন। যব কিংবা খেজুরের ভুসির মতো অবশিষ্ট থাকবে মন্দলোকগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَعْدَاءٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَدُوٌّ অর্থ- দুশমন, শত্রু। কুরআনে আছে- إِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَاءً

إِخْوَانٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে أَخٌ অর্থ- ভাই, বন্ধু। কুরআনে আছে- فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَانًا

اَلسَّرِيْرَةُ ঃ একবচন, বহুবচনে سَرَائِرُ অর্থ- গোপন তথ্য ভেদ।

اَلْأَوَّلُ ঃ أُوْلٰى -এর বহুবচন, অর্থ- প্রথম। কুরআনে আছে- وَلَلْأٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلٰى

حَفَالَةٌ ঃ একবচন, বহুবচনে حَفَائِلُ অর্থ- প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তু, ভুষি।

اَلشَّعِيْرُ ঃ অর্থ- যব।

بَالَةٌ ঃ অর্থ- ভ্রূক্ষেপ, পরোয়া।

তারকীব ঃ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ এবং أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ বাক্যদ্বয় أَقْوَامٌ-এর صفت হয়েছে। اَلْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ হচ্ছে-موصوف - صفت আর মাহযূফের صفت - اَلجماعة মিলে موصوف থেকে اَلصَّالِحُوْنَ থেকে بدل কিংবা حال হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَكُوْنُ فِيْ أٰخِرِ الخ ঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই, ইসলামের ভিত্তিতে একের প্রতি অপরের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, আবার দীনের খাতিরে শত্রুতাও হতে পারে। কিন্তু শেষ যুগে মানুষের নৈতিক অবস্থা এমন হবে যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কেবল ভালবাসার প্রকাশ ঘটাবে, একটু স্বার্থহানী হলেই চিরশত্রু হিসাবে গর্জে উঠবে। এদের সম্পর্কে হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মুখে মুখে বন্ধুত্ব আর তলে তলে শত্রুতা।

يَذْهَبُ অর্থ- يَمُوْتُ - অর্থাৎ আল্লাহর নেক ও ভীরু বান্দাগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। অতঃপর মন্দলোকেরই শাসন চলবে, তাদের এ মন্দ ও নোংরামীর দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে অনুগ্রহ ও রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ (تِرْمِذِىْ) (عَنْ اَنَسٍ رَضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ـ (تِرْمِذِىْ) (وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضـ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكِلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ ،

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামত্র ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কমিনার বাচ্চা কমিনা (নীচু লোকেরা) ভালোদের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন একটি যুগ আসবে যে, দীনের ওপর ধৈর্য ধারণ কারীর অবস্থা হবে মুষ্টিতে অগ্নি ধরার মতোই (যে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না)। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে যুগ অতি নিকটে যে, দুনিয়াদারগণ তোমাদেরকে (নিঃশেষ করার জন্য) এমনভাবে আহবান করবে যেমন ভক্ষণকারী একে অপরকে তাদের খাবারের পাত্রে আহবান করে। অতঃপর উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমরা কি সংখ্যায় তখন নগণ্য হবো? রাসূল ﷺ বললেন, (না); বরং সংখ্যায় হবে অধিক।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَكَعٌ ঃ অর্থ– বোকা-মূর্খ, নীচু, কমিনা।

اَلْقَابِضُ ঃ বাব ضرب মাসদার قَبْضًا জিনসে صحيح অর্থ– পাঞ্জা দিয়ে ধারণকারী। কুরআনে আছে– فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُوْلِ

اَلْجَمْرُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে جَمْرَةٌ অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুন।

تَدَاعٰى ঃ বাব তفاعل মাসদার تَدَاعِيًا মাদ্দাহ (د ـ ع ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– তারা আহবান করে।

قَصْعَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে قَصْعَاتٌ ، قِصَعٌ অর্থ– পত্র, পেয়ালা।

তারকীব ঃ يَكُوْنُ (২) এর- يَكُوْنُ –হচ্ছে اَسْعَدُ النَّاسِ আর اسم এর- يَكُوْنُ –হচ্ছে لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ তার خبر। অথবা اَنْ تَدَاعٰى হিসাবে منصوب এবং اَسْعَدُ النَّاسِ তার اسم - اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ الخ বাক্যটি زَمَانٌ -এর صفت হয়েছে। (১) يُوْشِكُ – হচ্ছে فعل مقارب -এর خبر আর فِيْهَا এবং يَوْمَئِذٍ টি كَائِنُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়ে نَحْنُ -এর خبر। পূর্ণ جمله টি قِلَّةٍ -এর صفت

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاتَقُوْمُ الخ ঃ অর্থাৎ চরিত্রহীন গণ্ড মূর্খরা যখন অর্থ-সম্পদে শক্তিশালী হয়ে যাবে, দেশের নেতৃত্ব দিতে থাকবে, ভালো লোকের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাবে তখনি কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।

يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ الخ ঃ অর্থাৎ ফাসেক-বদকারের বিজয় এমন হবে যে, দীনের কথা ও শরিয়ত সম্মত চলাফেরা, লেনদেন কষ্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন প্রকারে গালমন্দ ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে।

يُوْشِكُ الْأُمَمُ الخ ঃ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে নাস্তিক কাফিরদের আচরণের দিকে ইঙ্গিত করে হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাস্তিক মুরতাদের দলেরা সম্মিলিতভাবে একে অপরকে ইসলাম তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। তখন মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী শক্তি না থাকায় তাদের কাছে হবে পরাজিত।

وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ ، قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْوَهْنُ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَاْكُلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَاْكُلُ الْبَقَرَةُ بِاَلْسِنَتِهَا (أَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ কিন্তু স্রোতের ফেনার মতো হবে তোমরা (দুর্বল)। আল্লাহ তা'আলা শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি কেড়ে নেবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেবেন (দুর্বলতা ও অবহেলা)। কেউ প্রশ্ন করল وَهْنٌ কি? বললেন, পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা। নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা গাভীর ন্যায় মুখ দিয়ে খাবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

غُثَاءٌ ঃ অর্থ– আবর্জনা, ফেনা, বুদবুদ।

اَلسَّيْلُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে سُيُوْلٌ অর্থ– স্রোত, প্রবাহ।

اَلْمَهَابَةُ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (ه ـ ى ـ ب) জিনসে اجوف يائى অর্থ– ভয়-ভীতি।

لَيَقْذِفَنَّ ঃ বাব ضرب মাসদার قذفا মাদ্দাহ (ق ـ ذ ـ ف) জিনসে صحيح অর্থ– নিশ্চয় নিক্ষেপ করবে। কুরআনে আছে–

فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ

اَلْوَهْنُ ঃ দুর্বল হওয়া, অবহেলা করা। কুরআনে আছে– فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اَلْبَقَرَةُ ঃ অর্থ– গাভী। কুরআনে আছে– إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً

اَلْسِنَةٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে لِسَانٌ অর্থ– জিহ্বা, মুখ, ভাষা।

তারকীব ঃ مَا الْوَهْنُ এর মধ্যে ما হচ্ছে– استفهاميه - الوهن হলো مبتدأ আর حُبُّ الدُّنْيَا হচ্ছে خبر আর هو হচ্ছে مبتدأ محذوف -এর خبر। يَاكُلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ বাক্যটি قوم -এর صفت -হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ الخ ঃ আলোচিত হাদীসেও কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে যে, গরু-মহিষ যেমন ভাল-মন্দ হালাল-হারামের কোনো তমীয রাখে না যেটাই পায় সেটাই খায়, তেমনিভাবে মানুষের অবস্থাও এমন হবে যে, তারা অন্য মানুষের সুনাম কিংবা দুর্নাম করে বৈধ-অবৈধ ভেদাভেদ না করে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ অর্জনে সচেষ্ট হবে।

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ـ (بُخَارِيْ) (عَنْ سَلَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَايَجِدُوْنَ إِمَامًا يُصَلِّيْ بِهِمْ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ) (عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَشَدِّ اُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِيْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ - (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, মানুষ এমন একটি যুগে উপনীত হবে সে যে সম্পদ অর্জন করেছে তা কি হালাল নাকি হারাম তার পরোয়াও করবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে একটি হলো এই যে, মসজিদ পক্ষ ইমাম নিয়োগ ব্যাপারে ঠেলাঠেলি করবে, তাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ার জন্য একজন ইমাম পাবে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার (মৃত্যুর) পর আমার উম্মত থেকে এমন গভীর মহব্বতকারীও হবে যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও অর্থ-সম্পত্তিকে বিসর্জন দিয়ে হলেও আমার সাক্ষাতের কামনা করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَشْرَاطٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে شَرْطٌ অর্থ- চিহ্ন, নিদর্শন। কুরআনে আছে- فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

يَتَدَافَعُ ঃ বাব تفاعل মাসদার تَدَافُعًا মাদ্দাহ (د ـ ف ـ ع) জিনসে صحيح, অর্থ- ঠেলাঠেলি করে, চাপাচাপি করে।

তারকীব ঃ لَايُبَالِي الْمَرْءُ বাক্যটি جمله فعليه হয়ে زَمَانٌ-এর صفت হয়েছে مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ বাক্যটি ان-এর خبر হয়েছে। اَنْ يَّتَدَافَعَ الخ বাক্যটি ان-এর اسم আর ضمير شان হচ্ছে- لى - حُبًّا-এর সাথে متعلق আর بعض টি من-এর অর্থে ব্যবহার হয়ে ان-এর اسم এবং نَاسٌ الخ তার خبر কিংবা اسم

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايُبَالِ الْمَرْأُ الخ ঃ অর্থাৎ মানুষের চরিত্র এমন বিনিষ্ট হয়ে যাবে যে, হালাল হারামের কোনো তোয়াক্কাই করবে না।

يَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ-এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে ঃ (১) মসজিদে উপস্থিত লোকজন দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত থাকায় ইমামতি সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন নিজ দায়িত্ব থেকে ইমামতিকে এড়াতে চেষ্টা করবে। তখন অর্থ হবে- يَتَدَافَعُ الْاِمَامَةَ عَنْ نَفْسِهٖ

(২) মুসল্লিদের মধ্যে যোগ্যতা না থাকায় একে অপরের ওপর চাপাতে চেষ্টা করবে। اَىْ يَتَدَافَعُ اَحَدُهُمْ غَيْرَهٗ اِلَى الْاِمَامَةِ

(৩) প্রত্যেক মুসল্লি অন্যকে হটিয়ে নিজেই ইমামতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এ মতানৈক্যের কারণে ইমাম পাওয়া যাবেন। اَىْ يَتَدَافَعُ الْاِمَامَةَ مِنْ غَيْرِهٖ اِلٰى نَفْسِهٖ

اِنَّ مِنْ اَشَدِّ الخ ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পরবর্তী উম্মতগণই এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, একটি বারের জন্য হলেও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখখানি যেন তারা দেখতে পায়, যা সাহাবীয়তের মর্যাদায় উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করে দেয়।

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أٰخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ الْفِتَنِ ـ (بَيْهَقِيُّ) (عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رض) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ ـ (أَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, অচিরেই এ উম্মতের শেষলগ্নে একটি সম্প্রদায়ের আগমন হবে, যাদের আমলের ছওয়াব হবে এ উম্মতের প্রথম সারির (সাহাবায়ে কেরাম) মতোই। তারা ভালো কাজের নির্দেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে এবং ফিতনাকারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন একটি যুগ আসবে যে, দিরহাম-দিনার (অর্থ-সম্পদ) ছাড়া কিছুই উপকারে আসবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْفِتَنُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে فِتْنَةٌ অর্থ– পরীক্ষা, পথভ্রষ্টতা, শাস্তি। কুরআনে আছে– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

سِيَاطٌ ঃ اَسْوَاطٌ ، سَوْطٌ এটি বহুবচন, একবচনে سُوْطٌ অর্থ– চাবুক।

তারকীব ঃ قَوْمٌ হচ্ছে– سَيَكُوْنُ-এর اسم আর فِيْ أٰخِرِ الخ হচ্ছে– خبر مقدم আর لَهُمْ الخ হচ্ছে– جمله اسميه হয়ে قَوْمٌ-এর صفت

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَهْلُ الْفِتَنِ দ্বারা উদ্দেশ্য খারেজী, রাফেজী, শিয়া ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। বর্তমান যুগের কাদিয়ানী ফেরকা ইত্যাদিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যুদ্ধ পরিচালনা হবে ব্যাপকভাবে অস্ত্র-সস্ত্র, কলম-কাগজ ও মুখ দ্বারা।

لَيَاتِيَنَّ عَلٰى الخ ঃ অর্থাৎ হারাম কর্ম ও পাপাচার হতে বাঁচার জন্য হালাল অন্বেষণ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কিংবা সম্মান-ইজ্জতের চাবি-কাঠি হবে মাল, জ্ঞানী-গুণী ধর্মভীরুদের কোনো ইজ্জতময় অবস্থান থাকবে না।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا - (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর একদল হবে নারীদের। তাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। বুখতী উটের উঁচু কুঁজের মতো করে খোঁপা বাঁধবে। এসব নারী কখনোও জান্নাত লাভ করবে না, জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَذْنَابٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে ذَنَبٌ অর্থ– পশুর লেজ।

كَاسِيَاتٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে كاسية অর্থ– কাপড় পরিধানকারী।

عَارِيَاتٌ ঃ عَوَارٍ এটি বহুবচন, একবচনে عَارِيَةٌ অর্থ– উলঙ্গ মহিলাগণ। বাব سمع মাসদার عريا - عرية কুরআনে আছে– اِنَّ لَكَ أَنْ لَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَاتَعْرٰى

مُمِيْلَاتٌ ঃ সীগাহ اسم فاعل বহছ جمع مؤنث বাব افعال মাসদার إِمَالَةٌ মাদ্দাহ (م . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ– তারা ধাবিত করে। هُنَّ مُمِيْلَاتُ الرِّجَالِ إِلَيْهِنَّ তারা পুরুষদেরকে তাদের দিকে ধাবিত করে।

مَائِلَاتٌ ঃ اَىْ مَائِلَاتٌ اِلَيْهِنَّ এবং নিজেরাও স্বয়ং পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। কুরআনে আছে–أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

أَسْنِمَةٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে سِنَامٌ অর্থ– কুঁজ, উটের পৃষ্ঠের উঁচু হাড়।

=তারকীব ঃ مِنْ اَهْلِ النَّارِ বাক্যটি متعلق محذوف -এর সাথে মিলে صِنْفَانِ -এর صفت হয়েছে لَمْ اَرَهُمَا হচ্ছে صِنْفَانِ -এর خبر আর مَعَهُمْ হচ্ছে– خبر مقدم এবং سِيَاطٌ হচ্ছে– مبتدا مؤخر ، مبتدا - خبر মিলে قَوْمٌ -এর صفت - قَوْمٌ - اَحَدُهُمَا - مبتدا محذوف -এর خبر । كَاسِيَاتٌ الخ - نِسَاءٌ -এর صفت, رُؤُسُهُنَّ الخ - صفت ثانيه

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ الخ ঃ অথাৎ নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় এ ধরনের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে তা অতি প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে যে, একটি সম্প্রদায় ছুরি, পিস্তল ও রিভালবার ইত্যাদি মরণাস্ত্র নিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়ায় এবং ভয়-ভীতি ও হত্যা গুমের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে থাকে। অসহায়, দুর্বল ও সাধারণ জনগণ তাদের নিকট থাকে জিম্মি হয়ে, নির্বিচারে সহ্য করে নিতে হয় তাদের সকল অত্যাচার ও অবিচার।

كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ অর্থাৎ এমন হালকা-পাতলা জামা পরবে কিংবা ছোট্ট-খাট্ট ও কাটছাট পোশাক পরিধান করবে যাতে তারা বাহ্যিক পরিধান রত হলেও মূলত তাদেরকে উলঙ্গই মনে হবে। কারণ এ ধরনের পোশাকে তাদের গোপনীয় ও লোভনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশ ঘটে থাকে। আজকাল পাশ্চাত্যের অনুসারী নারীদেরকে যেমন দেখা যায়।

مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا – এখানে দূরত্বের কথা উল্লেখ না থাকলেও অন্য হাদীসে একশত বৎসরের কথা বলা হয়েছে।

(عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا - (بُخَارِيْ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন, (শেষ জামানায়) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে দীনি জ্ঞান টেনে বের করে উঠিয়ে নেবেন না, বরং দীনের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মাধ্যমে 'ইল্‌ম' উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে (নিজেদের) নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে (মাস্‌আলা-মাসায়েল) জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তারা না জানা সত্ত্বেও বিনা ইল্‌মে রায় (ফতোয়া) দিয়ে দেবে, ফলে নিজেরাও গোম্‌রাহ হবে এবং অন্যদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَايَقْبَضُ ঃ বাব ضرب মাসদার قَبْضًا জিনসে صَحِيح অর্থ– উঠিয়ে নিবেন না।

اِنْتِزَاعًا ঃ এটি مصدر বাব افتعال মাদ্দাহ (ن - ز - ع) জিনসে صحيح অর্থ– টেনে বাহির করা।

رُؤُسًا ঃ এটি বহুবচন একবচনে رأس অর্থ– মাথা, নেতা।

أَفْتَوْا ঃ বাব افعال মাসদার افتاء মাদ্দাহ (ف - ت - ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তারা ফতোয়া দেবে।

তারকীব ঃ اِنْتِزَاعًا – তরকীবে مفعول مطلق তখন يَقْبَضُ টি يَنْتَزِعُ-এর অর্থে ব্যবহার হবে। আর মূল বাক্য হবে مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ مفعول مطلق টি اِنْتِزَاعًا অথবা এটাও বলা যায় যে, لَايَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ হয়েছে হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَضُ الخ ঃ এখানে 'ইল্‌ম' দ্বারা 'ইল্‌মে ওহী'-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান দুনিয়া হতে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে তুলে নেবেন। আর তার পদ্ধতি এরূপে হবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মৃত্যু দেবেন। এভাবে নিতে নিতে দীনি ইল্‌ম অভিজ্ঞ আলেমশূন্য এক গোমরাহীর যুগ এসে পড়বে, তখন পাপাচারে গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তখন চরিত্রহীন নির্বোধ লোকেরা সমাজের নেতৃত্ব দেবে পথভ্রষ্ট তথাকথিত নেতাগণ জনগণকে গোম্‌রাহীর পথে পরিচালিত করবে। ওলামা সমাজ তখন তাদের দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হবে। সে সমস্ত চরিত্রহীন নেতাগণ পাপে লিপ্ত হওয়াকে বীরত্ব এবং অন্যায় অবিচার করাকে প্রভুত্ব মনে করবে। আত্মীক, সামাজিক ও ধর্মীয় মোটকথা সর্বপ্রকারের সমস্যার সমাধান তাদের নিকট হতে চাইতে থাকবে। সুতরাং এটার পরিণতি যে কি হবে তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করলে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرَءٌ مَقْبُوْضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِيْ فَرِيْضَةٍ لَايَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا ـ (دَارِمِيْ) (عَنْ حُذَيْفَةَ رض)وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اِقْرَءُ وا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَيَجِئُ بَعْدِيْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةً قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ ـ (بَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ ঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তোমরা ইলম শিক্ষা করো এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দিতে থাকো। তোমরা ফরায়েজ শিক্ষা করো এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাকো। তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান করো। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং ইল্‌মকেও শীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর দুনিয়াতে তখন ফিতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। (নফল সুন্নত দূরের কথা) এমনকি ফরজ নিয়ে দু'ব্যক্তি মতভেদ করবে, অথচ এমন কোনো ব্যক্তিকেও রাস্তায় খুঁজে পাবে না, যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিতে পারে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআন পড়ো আরবদের বাক ভঙ্গিতে ও তাদের শব্দে এবং বিরত থাকো তোমরা প্রেমময়ী ও আহলে কিতাবীদের অঙ্গ-ভঙ্গি থেকে। এবং আমার (মৃত্যুর) পর এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বিলাপকারিণী ও সঙ্গীতের মতোই কুরআনকে গুনগুন করে পড়বে, অথচ তার প্রতিক্রিয়া কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ তাদের এ পাঠ গ্রহণযোগ্য হবে না।) তাদের অন্তর এবং যারা পছন্দ করেছে তাদের তেলাওয়াত সকলের অন্তর পরীক্ষার মধ্যেই উপনীত হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَقْبُوْضٌ ঃ এটি اسم مفعول অর্থ– উঠিয়ে নেওয়া হবে।

يَفْصِلُ ঃ বাব ضرب মাসদার فَصْلًا অর্থ–সে মীমাংসা করবে। কুরআনে আছে– اِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لُحُوْنٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে لَحْنٌ অর্থ– টোন, শব্দ, সুর।

اَلنَّوْحُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে نَائِحَةٌ অর্থ– সম্মিলিতভাবে ক্রন্দনকারী মহিলাগণ, বিলাপকারিণী।

حَنَاجِرُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে حَنْجَرَةٌ অর্থ– কণ্ঠনালী, হলক।

يُعْجِبُ ঃ বাব افعال মাসদার اِعْجَابًا অর্থ– পছন্দ করে।

তারকীব ঃ حَتّٰى يَخْتَلِفَ বাক্যটি يَظْهَرُ এর সাথে متعلق আর يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا বাক্যটি اَحَدًا-এর صفت হয়েছে। اِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ الْعَرَبِ এটি تحذير অর্থাৎ اِتَّقِ اِيَّاكَ লা يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ এটা جمله فعليه হয়ে القران থেকে حال।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعَلَّمُوا الخ ঃ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন চরম অজ্ঞতা দেখা দেবে যে, ফরজ কি জিনিস তাও অবগত থাকবে না। সুতরাং নফল সুন্নতের প্রশ্নই তখন অবান্তর। আল্লাহর দীনের প্রতি সকলের অনীহা থাকবে। মানুষ হবে আত্মকেন্দ্রিক।

اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ ঃ অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করার সময় লৌকিকতা বর্জন করে আরবি নিয়ম-কানুন সমূহকে লক্ষ্য করেই তেলাওয়াত করতে হবে। গান-বাজনার সুর-সঙ্গীতের মতো এদিক সেদিক করে পড়বে না।

اَلْبَابُ الثَّانِىْ

فِى الْوَاقِعَاتِ وَالْقِصَصِ : وَفِيْهِ أَرْبَعُوْنَ قِصَّةً

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঘটনা ও কাহিনীসমূহ সম্পর্কে এবং এতে চল্লিশটি কাহিনী রয়েছে।

(١) - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَايَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ

অনুবাদ ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ধবধবে সাদা কাপড় (পোশাক) পরিহিত এবং কুচকুচে মিশকালো চুল বিশিষ্ট একজন (আগন্তুক) লোক এসে আমাদের নিকট উপস্থিত হলো। দূরদেশ হতে সফর করে আসার কোনো চিহ্নও তাঁর ওপর দেখা যাচ্ছে না। অথচ আমাদের কেউই তাঁকে চিনতেও পারছে না। অবশেষে লোকটি নবী করীম ﷺ-এর খুব কাছে এসে বসল এবং হুযূর ﷺ-এর হাটু দ্বয়ের সাথে তাঁর হাঁটুদ্বয় মিলিয়ে নিজের হস্তদ্বয় তাঁর উরুর (রানের) ওপর রাখল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

طَلَعَ ঃ বাব نصر মাসদার مَطْلَعًا طُلُوْعًا জিনসে صحيح অর্থ- সে উদিত হলো।

أَثَرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে أٰثَارٌ অর্থ- চিহ্ন, নিশানা। কুরআনে আছে- فَقَبَضْتُهَا مِنْ أَثَرِ الرَّسُوْلِ

اَسْنَدَ ঃ বাব افعال মাসদার اِسْنَادًا মাদ্দাহ (س - ن - د) জিনসে صحيح অর্থ- সে ঠেক দিল (মিলিয়ে রাখল)।

رُكْبَةٌ ঃ বহুবচনে رَكَبَاتٌ ، رُكَبٌ অর্থ- হাঁটু।

فَخِذٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أَفْخَاذٌ অর্থ- রান, উরু।

তরকীব ঃ رَجُلٌ শব্দটি موصوف হচ্ছে شَدِيْدُ بَيَاضِ থেকে لَايَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ তার صفت আর حَتّٰى جَلَسَ الخ হলো طَلَعَ-এর সাথে متعلق -

وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ : اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، قَالَ : صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ، قَالَ : صَدَقْتَ، قَالَ : فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ ، قَالَ : مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ : فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ إِمَارَاتِهَا قَالَ : اَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ـ

অনুবাদ ঃ অতঃপর বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমাকে বলুন, ইসলাম কি? অর্থাৎ ইসলাম কাকে বলে? উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, যে সকল বিষয়কে ইসলাম বলা হয় তা হলো, তুমি মুখে ও অন্তরে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 'ইলাহ' (উপাস্য) নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, নামাজ কায়েম করবে, বৎসরান্তে যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ করবে। হুযূরের জাবাব শুনে আগন্তুক প্রশ্নকারী বলে উঠল, আপনি ঠিকই বলেছেন। বর্ণনাকারী হযরত ওমর (রা.) বলেন, নবাগত ব্যক্তিকে অজ্ঞের মতো প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তরকে বিজ্ঞের মতো সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করতে দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা এবার বুলন, 'ঈমান' কাকে বলে? উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, ঈমান হলো এই যে. তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশ্তাকুলকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর সমস্ত পয়গাম্বরদেরকে এবং পরকালকে সত্য বলে মনে-প্রাণে মেনে নেবে। আর প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারণ অর্থাৎ তাকদীরকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করত মেনে চলবে। (উত্তর শুনে) লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করল আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে অবহিত করুন, উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, তা হলো তুমি এমনভাবে (কায়মন-চিত্তে) আল্লাহর বন্দেগি করবে যেন তুমি তাঁকে চাক্ষুস দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে অন্তত এ আকিদা পোষণ করবে যে, তিনি অবশ্যই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করল আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন, অর্থাৎ কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, যার নিকট এ প্রশ্ন করা হয়েছে সে সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নয়। অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমি আপনার থেকে অধিক কিছু জানি না। অতঃপর লোকটি বলল, আচ্ছা আপনি আমাকে তার নিদর্শনসমূহ বলে দিন। উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, তার একটি হলো দাসী স্বীয় প্রভু বা মালিককে প্রসব করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْقَدَرُ ঃ قاف ও دال তে যবর, অর্থ– বিধিলিপি, আল্লাহর বিধি, ভাগ্য। কুরআনে আছে– إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

اَلْإِحْسَانُ ঃ এটি مصدر বাব افعال। অর্থ– পূর্ণ করা, সেচ্ছায় কাজ করা। এখানে اَلْإِحْسَانُ শব্দটি خُلُوْصِيَّتْ বা একনিষ্ঠতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلْأَمَةُ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে إِمَاءٌ অর্থ– দাসী, বাঁদি। কুরআনে আছে– وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

رَبَّةٌ ঃ এটি مؤنث, رَبٌّ – مذكر অর্থ– প্রভু, মালিক। গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র اضافت-এর সাথে ব্যবহৃত হয়।

إِمَارَاةٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে إِمَارَةٌ অর্থ– আলামত, নিদর্শন।

তরকীব ঃ اَنْ تَشْهَدَ থেকে إِنِ اسْتَطَعْتَ পর্যন্ত اَلْإِسْلَامُ মুবতাদা-এর খবর। كَأَنَّكَ تَرَاهُ হলো تَعْبُدُ-এর مفعول مطلق

وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ لِى يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ : فَاِنَّهُ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন হলো তুমি দেখতে পাবে এককালে যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই, রিক্তহস্ত ও মেষ চালক পরবর্তীকালে তারা বড় বড় প্রাসাদ ও সু-উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করে পরস্পরে গর্ব-অহঙ্কারে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হবে। বর্ণনাকারী হযরত ওমর (রা.) বলেন, এসব কথোপকথন হওয়ার পর নবাগত লোকটি চলে গেল। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করলাম। হুযূর ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান! প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল? আমি বললাম, না, হুযূর! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি তোমাদেরকে দীন (ইসলাম) শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْحُفَاةُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে حَافِىٌّ অর্থ- উলঙ্গ পা বিশিষ্ট (জুতাবিহীন) লোকগুলো। কুরআনে আছে- كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا

اَلْعُرَاةُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَارِىٌّ অর্থ- উলঙ্গ দেহ।

اَلْعَالَةُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَائِلٌ অর্থ- মুখাপেক্ষী, অভাবগ্রস্ত।

يَتَطَاوَلُوْنَ ঃ বাব تفاعل মাসদার تَطَاوُلًا মাদ্দাহ (ط - و - ل) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তারা গর্ব করে। কুরআনে আছে- فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

رِعَاءٌ ঃ এটি جمع একবচনে رَاعٍ অর্থ- রাখালগণ। কুরআনে আছে- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا

اَلشَّاءُ ঃ شَاةٌ-এর একবচন, বহুবচনে شِيَاهٌ ,اَشْوَاهٌ-ও আসে, অর্থ- ছাগল।

اَلْبُنْيَانُ ঃ অর্থ- অট্টালিকা। কুরআনে আছে- كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

لَبِثْتُ ঃ বাব سمع মাসদার لَبْثًا জিনসে صحيح অর্থ- আমি বিলম্ব করলাম। কুরআনে আছে- قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

مَلِيًّا ঃ অর্থ- কিছুক্ষণ, দীর্ঘক্ষণ।

তরকীব ঃ اَلْحُفَاةُ الخ হচ্ছে- تَرٰى-এর مفعول اول আর يَتَطَاوَلُوْنَ হচ্ছে- مفعول ثانى।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْنَمَا نَحْنُ الخ ঃ হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীসে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.) কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বসেছেন এবং দীনের কি কি মৌলিক বিষয়াবলি তথা ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কিয়ামত সম্পর্কীয় আকিদা ও উহার বিশেষ নিদর্শন সম্পর্কে যেই আলোচনা করেছেন, ইত্যাদি উল্লেখ করেন। এতে একজন ছাত্র কিভাবে তাদের ওস্তাদের নিকট বসতে হয় এবং কোন রীতিনীতিতে জিজ্ঞেস করতে হয়, তা প্রমাণিত হলো এবং আরো সাব্যস্ত হলো যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? আর কিয়ামতের সঠিক সময় সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা থাকতে পারে না। হাঁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণিত নিদর্শনগুলো কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও আমাদের কারো নিকট দীন শিক্ষার জন্য এ পদ্ধতিতে বসতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় কথা এ নিয়মে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর আমাদের প্রতিটি মুসলমানের জীবনে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণিত বিশ্লেষণ অনুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তার সঠিক সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং বর্ণিত নিদর্শনগুলো কিয়ামতের আলামত ও নিদর্শন বলে আকিদা রাখতে হবে।

(٢) (وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُ وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ ـ (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম। যখন আমরা রাস্তার একস্থানে পানির কাছাকাছি পৌছলাম তখন আমাদের মধ্যকার কতেক লোক আসরের সময় তাড়াহুড়া করে অজু করলেন। অতঃপর আমরা তাদের নিকট এসে পৌছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি শুষ্ক চক্‌চক্ করছে। উহাতে পানি পৌছে নি। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ গোড়ালি গুলোর জন্য আগুনের (দোজখের) শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে অজু করো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عُجَّالٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে عَاجِلٌ অর্থ– তাড়াহুড়াকারীগণ।
اِنْتَهَيْنَا ঃ বাব افتعال মাসদার اِنْتِهَاءٌ মাদ্দাহ (ن - ه - ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– আমরা পৌছলাম।
اَعْقَابٌ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে عقب অর্থ– পায়ের গোড়ালি।
تَلُوْحُ ঃ বাব نصر মাসদার لَوْحًا মাদ্দাহ (ل - و - ح) জিনসে اجوف واوى অর্থ– উহা চকচক করে।
وَيْلٌ ঃ অর্থ– ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। কুরআনে আছে– وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
اَسْبِغُوا ঃ বাব افعال মাসদার اِسْبَاغًا মাদ্দাহ (س - ب - غ) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা পরিপূর্ণ করো। কুরআনে আছে– وَأَسْبِغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

তারকীব ঃ بِمَاءٍ শব্দটি نازلين (شبه فعل) -এর সাথে মিলে كُنَّا-এর خبر আর بِالطَّرِيْقِ হচ্ছে– مَاءٍ -এর صفت, وَهُمْ عُجَّالٌ - تَوَضَّاءُ -এর ضمير থেকে حال। وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ - اِلَيْهِمْ-এর ضمير থেকে حال

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَجَعْنَا الخ ঃ অজুর সমস্ত ফরজ, সুন্নত ও যাবতীয় ওয়াজিব ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় করে অজু করাকে বলা হয় 'ইসবাগে অজু'। এ হাদীস হতে পরিষ্কারভাবে দু'টি কথা বুঝা যাচ্ছে। একটি হলো অজুর মধ্যে যে যে অঙ্গ ধুইতে হয় তার কোনো অংশ শুষ্ক থাকলে অজু হবে না এবং অপরটি হলো, অজুতে পা ধোয়া ফরজ, মাসাহ করলে জায়েজ হবে না।

(٣) . (عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ : فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتَ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ . (أَحْمَدُ) (٤) . (وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ : لِىْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ، قَالَ : فَأَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (مُسْلِمٌ) .

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ একদা শীতকালে বের হলেন, তখন গাছের পাতা ঝরছিল। এ সময় একটি গাছ হতে দু'টি ডাল ধরলেন (ধরে ঝুকি দিলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, এতে সে পাতা আরো অধিক ঝরতে লাগল। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে আবূ যর! আমি উত্তর করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি হাজির আছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, নিশ্চয় মুসলমান বান্দা যখন নামাজ আদায় করে আর তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তখন তার শরীর হতে তার গুনাসমূহ এভাবে ঝরতে থাকে যেভাবে এ গাছ হতে পাতাসমূহ ঝরছে। হযরত রাবিআহ্ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। একদা আমি তাঁর অজু ও আবদস্ত (ইস্তিঞ্জা) করার জন্য পানি আনলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাইতে পারো। তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ লাভ করতে চাই। হুযূর ﷺ বললেন, এটা ছাড়াও আর কিছু চাও কি? আমি বললাম, যা চাই তা এটাই। এবার হুযূর ﷺ বললেন, তাহলে বেশি বেশি সিজদার দ্বারা তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلشِّتَاءُ ঃ একবচন, বহুবচনে أَشْتِيَةٌ, অর্থ- শীতকাল। কুরআনে আছে- إِيْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

أَبِيْتُ ঃ বাব ضرب মাসদার بَيْتُوْتًا মাদ্দাহ (ب - ى - ت) জিনসে اجوف يائى অর্থ- আমি রাত্র যাপন করি। কুরআনে আছে- والذين يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

أَعِنِّىْ ঃ এখানে 'نى' পদ نون وقايه يائے متكلم আর أعن বাব افعال মাসদার اِعَانَةً মাদ্দাহ (ع - و - ن) জিনসে اجوف واوى অর্থ- আমাকে সাহায্য করো।

তারকীব ঃ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ বাক্যটি خرج-এর ضمير থেকে حال হয়েছে ; أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ - বাক্যাংশে همزه টি استفهاميه এবং واو টি عاطفه হলে বাক্যটি হবে اتمنى ذلك اطلب غير ذلك এ ব্যাখ্যানুযায়ী غير পদটি মাফউল হেতু মানসূব। পক্ষান্তরে শব্দটি (أو) عاطفه হলে غير পদটি মারফূ' হবে এবং অর্থ হবে مسئولك ذلك أو غير ذلك 'তোমার মনোবাসনা এই হোক, কিংবা অন্য কোনো কিছু হোক।' তবে এটা অতি মর্যাদার স্থান। যার মধ্যে বিভিন্নমুখী যোগ্যতা রয়েছে, সে-ই ঐ স্থানেরযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ ঃ মুসলমান বান্দা যে নামাজ পড়বে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে। তথা তা ইখলাসের সাথে হবে এভাবে যে, তাতে লোক দেখানো বা রিয়া থাকবে না। আর তাতে কোনো রূপ দুনিয়া ও আখিরাতের উদ্দেশ্যে থাকবে না। তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যই হবে।

فَأَعِنِّىْ ঃ এ বাক্যটির ব্যবহার অনুরূপ, যেমন কোনো চিকিৎসক রোগীকে বলে, আমি তোমার রোগ নিরাময় করে দেব, তবে তুমি আমার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে। عَلٰى نَفْسِكَ - বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নিজের প্রবৃত্তি যা চায় তার বিপরীত চলতে পারলে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়।

(٥) - (وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِيُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .

অনুবাদ ঃ হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের (নামাজের) সারিসমূহ সোজা করতেন এবং এমনভাবে সোজা করতেন যেন তার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না বুঝতে পারতেন যে, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। পরে একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলতে উদ্যত হলেন, এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি সারি হতে বের হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমতো তোমাদের সারি সোজা করে দাঁড়াবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ (অন্তরসমূহ) পার্থক্য করে দেবেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُسَوِّيْ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَسْوِيَةً মাদ্দাহ (س - و - ى) জিনসে لفيف مقرون অর্থ– সে বরাবর করে। কুরআনে আছে– اَلَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ

اَلْقِدَاحُ ঃ এটি جمع تكسير একবচনে قِدْحٌ বহুবচনে أَقْدَاحٌ ، أَقْدُحٌ ও قِدْحَانٌ-ও আসে, বহুবচনের বহুবচন أقاديح অর্থ– তীর।

عَقَلْنَا ঃ বাব ضرب মাসদার عَقْلًا، مَعْقُوْلًا জিনসে صحيح অর্থ– আমরা বুঝতে পেরেছি। কুরআনে আছে– ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

তারকীব ঃ اَلْقِدَاحُ শব্দটি يُسَوِّيْ-এর مفعول به আর بَادِيًا صَدْرُهُ হচ্ছে– رَجُلًا-এর صفت আর صدره হচ্ছে– بَادِيًا-এর فاعل আর مِنَ الصَّفِّ তার متعلق

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ ঃ কাতার সোজা করার দু'টি অর্থ হতে পারে– প্রথমতঃ এটা দ্বারা হয়তো কাতারে যারা আছে তাদেরকে সোজাভাবে একমুখী হয়ে দাঁড়ানোর কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাতারের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি আছে যেমন ফাঁকা থাকা অথবা কাতার আঁকাবাঁকা ইত্যাদি দোষত্রুটি মুক্ত করার কথা বুঝানো হয়েছে।

كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ ঃ এ বাক্যটি সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এ বাক্যটি তৎকালীন আরবের একটি প্রচলিত বাগধারা। اَلْقِدَاحُ – শব্দটি মুবালাগার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এটার অর্থ– তীর। অর্থাৎ একেবারে তীরের মতো কাতার সোজা করা। কেননা তীর দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে লক্ষবস্তু স্থির করে তা সোজা করে নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। অনুরূপভাবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হলে কাতার সোজা করে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ঃ মুখমণ্ডল পার্থক্য করে দেবেন এটার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ বাক্যটি তার হাকীকী অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডল যেখানে রয়েছে তথা হতে পরিবর্তন করে গর্দানের ওপর স্থাপন করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এটার দ্বারা মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্যে। ইহাম নববী (র.) বলেন, এটার অর্থ যারা কাতার সোজা করবে না তাদের মধ্যে শত্রুতা হিংসা-বিদ্বেষ এবং অন্তরে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। কারণ কাতারের পার্থক্য প্রকাশ্য পার্থক্যের পরিচায়ক আর প্রকাশ্য পার্থক্য হলো আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কারণ স্বরূপ।

(٦) ـ (وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَ صَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ . (تِرْمِذِىٌّ وَ دَارِمِىٌّ) (٧) ـ (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَقِىَ مِنْهَا قَالَتْ : مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ : بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا . (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন– তখন আমি তাঁর নিকট আসলাম। যখন আমি তার চেহারা নিরীক্ষণ করলাম, তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তাঁর চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি প্রথমে যে কথাটি বললেন তা এই– হে লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে, (অনাহারীকে) খানা খাওয়াবে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে এবং রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামাজ পড়বে, যখন লোকেরা ঘুমে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা তাঁরা একটি বকরি জবাই করলেন। (এবং অতিথি মুসাফিরদেরকে খাওয়ালেন) অতঃপর নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এটার একটি বাহু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তখন হুযূর ﷺ বললেন, তার ঐ একটি বাহু ছাড়া আর সবটাই অবশিষ্ট আছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَتِفٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে كِتَفَةٌ ، اَكْتَافٌ অর্থ– বাহু।

مَرَّ ঃ বাব نصر মাসদার مُرُوْرًا মাদ্দাহ (م ـ ر ـ ر) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে অতিবাহিত হলো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ঃ অর্থাৎ যা তোমাদের কাছে আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা বাকি থাকবে। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে হুযূর ﷺ -এর কথার তাৎপর্য হলো, মেহমান মুসাফিরকে যা খাওয়ানো হয়েছে তার সবটুকুই আল্লাহর কাছে জমা আছে। অর্থাৎ তার ছওয়াব পরকালে পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যা নিজেদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে তা সেখানে জমা হয় নি। ফলে তা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। মোটকথা দান সদকার ছওয়াব নিশ্চিত পাওয়া যাবে। তাই হুযূর ﷺ তার প্রতি উৎসাহ দান করেছেন।

(٨) ـ (وَعَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ : مُسْتَرِيْحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ، فَقَالَ : اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصِيْبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالدَّوابُّ – (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ) (٩) (وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : دَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَاءَ يَا بِلَالُ! قَالَ إِنِّىْ صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلَ رِزْقِ بِلَالٍ فِى الْجَنَّةِ ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ لَيُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا اُكِلَ عِنْدَهُ (بَيْهَقِىٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে একটি জানাযা অতিবাহিত হলো। তখন হুযূর ﷺ বললেন, (লোকটি) আরাম প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা তার থেকে (মানুষ) স্বস্তি পেয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'আরাম পেয়েছে কিংবা তার থেকে স্বস্তি পেয়েছে' বাক্যটির কি অর্থ? অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, মু'মিন বান্দা তার মৃত্যু দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর মন্দলোকের মৃত্যুতে সমগ্র মানুষ, সকল শহর-বন্দর ও প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তু আরাম পায়। হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত বেলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি দ্বি-প্রহরের খানা খেতে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলালকে বললেন, হে বেলাল! আসো খানা খাও। বেলাল (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রোজা রেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা আমাদের রিজিক খেয়ে ফেলেছি, আর বেলালের রিজিক বেহেশতে অবশিষ্ট থাকছে। হে বেলাল! তুমি কি জান? রোজাদারের হাড়সমূহ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে এবং তার জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা চাইতে থাকেন যে পর্যন্ত তার নিকট খানা খাওয়া হতে থাকে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

جَنَازَةٌ ঃ جيم তে যের ও যবর বিশিষ্ট। অর্থ– মৃতদেহ। কারো মতে যের হলে অর্থ খাট এবং যবর হলে অর্থ মৃতদেহ হবে।

نَصَبٌ ঃ অর্থ– কষ্ট-ক্লান্তি। কুরআনে আছে– لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

اَلْغَدَاءُ ঃ অর্থ– সকালের খানা, বহুবচনে اَغْدِيَةٌ। কুরআনে আছে- أٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ الخ ঃ অর্থাৎ মানুষ দুই অবস্থা হতে খালি নয়। ভাল হবে কিংবা মন্দ। নেককার ব্যক্তি মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে যেমন মুক্তি পাবে তেমনিভাবে আল্লাহর বিশেষ রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করে বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করবে। আর মন্দ লোকের মৃত্যুতে দুনিয়াবাসীর সুখ-শান্তি অর্জিত হবে। কারণ তাকে বাধা দিতে গেলে প্রাণের ভয় আছে। আর যদি বাধা দান থেকে বিরত থাকে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব তথা মানবকুল সৃষ্টজীব ও গাছ-পালা সবই তার অশুভ পাপাচার দ্বারা কষ্ট ভোগ করবে। এ জন্য বলা হয়েছে মন্দ লোকের মৃত্যুতে দুনিয়াবাসী স্বস্তি পায়।

دَخَلَ بِلَالٌ الخ ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভক্ষণকারীর জন্য আগন্তুককে দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব।

لَيُسَبِّحُ لَهُ عِظَامُهُ ঃ হাড়সমূহ রোজাদারের জন্য তাসবীহ পড়ে থাকে অর্থাৎ ক্ষুধা থাকা শর্তেও খানা উপস্থিত দেখে ধৈর্য ধরার ফলে হাড়সমূহ যে তাসবীহ পড়ে তা বান্দার আমল নামাতে লেখা হয়। وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

(١٠) (وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)، قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِيْ ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ : أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার কৃত লেনদেনের ব্যাপারে একদিন আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি, আমি। সম্ভবত তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دَيْنٌ ঃ একবচন, বহুবচনে دُيُوْنٌ অর্থ– ঋণ।

دَقَقْتُ ঃ বাব نصر মাসদার دَقًّا মাদ্দাহ (د - ق - ق) জিনসে مضاف ثلاثى অর্থ– করাঘাত করলাম।

তারকীব ঃ كَانَ عَلٰى أَبِيْ বাক্যটি لازما-এর সাথে متعلق হয়ে كان-এর خبر।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَدَقَقْتُ الْبَابَ ঃ হযরত জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল অনুমতি চাওয়া, তবে এ পদ্ধতিতে অনুমতি চাওয়া সুন্নতের খেলাফ।

فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى أَبِيْ **-এর ঘটনা ঃ** হযরত জাবির (রা.)-এর পিতা আবদুল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর অনেক ঋণ ছিল। ঋণদাতাগণ এসে হযরত জাবির (রা.)-কে তাগাদা দিতে লাগল। তখন সাহায্য ও সুপরামর্শের জন্য হযরত জাবির (রা.) হুযূর ﷺ-এর শরণাপন্ন হন এবং দরজায় করাঘাত করেন। নবী করীম ﷺ-এর দোয়ার ফলে হযরত জাবির (রা.)-এর খেজুরে এত বরকত হলো যে, ঋণ পরিশোধ করার পরও যা ছিল– তা-ই পুরো রয়েছে। এটা রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা।

فَقَالَ أَنَا أَنَا **-এর ব্যাখ্যা ঃ** হযরত জাবির (রা.) দরজায় এসে করাঘাত করার পর রাসূল ﷺ বললেন– কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি (أَنَا)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্তিবোধ প্রকাশার্থে أَنَا أَنَا (আমি, আমি) বললেন। রাসূল ﷺ (أَنَا) আমি শব্দকে খারাপ মনে করার কারণ হলো– (১) হযরত জাবির (রা.) দরজায় করাঘাত করার মাধ্যমে অনুমতি চেয়েছেন, যা সুন্নতের খেলাফ। তাই বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর ভালো লাগেনি। (২) হযরত জাবির-এর 'আমি' শব্দকে রাসূল ﷺ খারাপ মনে করার কারণ এ-ও হতে পারে যে, রাসূল (সা.) (مَنْ ذَا) কে? বলে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে চেয়েছিলেন, শুধু 'আমি' দ্বারা তা হয় না; বরং বলা উচিত ছিল 'আমি জাবির'।

(١١) (وعن أنسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : كَانَ أَخْوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْأٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ (تِرْمِذِيٌّ) (١٢) (وعن وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاٰهُ أَخُوْهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهٗ ـ (اَلْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যুগে দু' সহোদর ছিল। তাদের মধ্যে একজন হুযূর ﷺ-এর নিকট আসতেন (এবং দীনের কথাবার্তা শুনতেন)। আর দ্বিতীয় জন উপার্জন করতেন। অতঃপর উপার্জনকারী তার দ্বিতীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে নবীজী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করল (যে, সে বসে বসে খায় কোনো উপার্জন করে না)। তখন হুযূর ﷺ বললেন, তার বদৌলতেই হয়তো তোমার উপার্জন হচ্ছে। (তাই তার ওপর নারাজ হয়ো না।) হযরত ওয়াসিলা ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো, তখন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু সরে আগন্তুকের জন্য জায়গা করে দিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বেশ প্রশস্ত জায়গা আছে। তিনি বললেন– একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য যে, যখন সে তার কোনো মুসলমান ভাইকে আসতে দেখবে, তখন কিছুটা নড়াচড়া করে তার জন্য জায়গা করে দেবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُحْتَرِفُ ঃ বাব افتعال মাসদার اِحْتِرَافًا মাদ্দাহ (ح – ر – ف) জিনসে صحيح অর্থ– উপার্জনকারী।

তারকীব ঃ اَحَدُهُمَا হচ্ছে– كان -এর اسم আর اَلْاَخْوَانِ – احدهما-এর ওপর عطف আর يَأْتِي النَّبِيَّ হচ্ছে– كان -এর خبر এবং يَحْتَرِفُ হচ্ছে– ياتى-এর ওপর عطف। لَحَقًّا হচ্ছে– اِنَّ-এর اسم مؤخر আর اِذَا رَاٰهُ হচ্ছে– يَتَزَحْزَحُ-এর সাথে متعلق এবং لِلْمُسْلِمِ হচ্ছে– اِن-এর خبر مقدم।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ ঃ অর্থাৎ পেশাকে উপার্জনের একমাত্র উপায় মনে করা এ আকিদাটা ভ্রান্ত। হয়তো ভাইয়ের প্রতি ঈছার ও দান-দক্ষিণার বরকতেই তার এই উপার্জন। খোদার নিয়মাবলিও তাই যে, দুর্বল ও অসহায়দের বদৌলতে সম্পদশালীদেরকে রিজক দান করেন। যদিও এখানে لَعَلَّ (সম্ভবীয়) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে নতুবা অন্য হাদীসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আছে– قَالَ ـ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ

دَخَلَ رَجُلٌ الخ ঃ বৈঠকের শিষ্টাচার এবং কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটাও একটা উত্তম পদ্ধতি যে, কোনো ব্যক্তির আগমনে বসা অবস্থায় যারা রয়েছে তারা একটু নড়েচড়ে বসবে।

أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهٗ ঃ এ বাক্যটি لَحَقًّا-এর بيان হয়েছে অথবা بدل হতে পারে। আর لَحَقًّا-এর لام – বর্ণটি تاكيد-এর জন্য ব্যবহৃত। এর অর্থ– প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য যে, তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের আগমনে কিছুটা নড়াচড়া দিয়ে বসা এবং আগন্তুক ব্যক্তির জন্য জায়গা করে দেওয়া। এটাই اَدَبُ الْمَجْلِسِ

(١٣) ـ (وعن عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)، قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ · (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ) (١٤) (وعن أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهٖ إِلَّا لُقْمَةً، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ ، قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ اسْتَقَاءَ مَافِىْ بَطْنِهٖ - (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ ওমর ইবনে আবী সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শিশুকালে হুযূর ﷺ-এর কোলে ছিলাম। (খাওয়ার সময়) আমার হাত পেয়ালার এদিক-সেদিক ঘুরতো। তখন হুযূর ﷺ আমাকে বললেন, আল্লাহর নাম নাও তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং সম্মুখ দিয়ে খাও। হযরত উমাইয়া ইবনে মাখশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বিস্‌মিল্লাহ না পড়ে খানা খেতে ছিল। আর মাত্র একটি লোকমা বাকি থাকতেই যখন তা মুখে তুলল তখন বলে দিল 'বিস্‌মিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু'। এটা প্রত্যক্ষ করে রাসূল ﷺ হেসে দিলেন। অতঃপর বললেন, শয়তান তার সাথে খেতে ছিল, কিন্তু যখন সে বিসমিল্লাহ পড়ল, শয়তানের জঠরে যা গিয়েছে সে বমি করে তা বের করে দিয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَطِيْشُ ঃ বাব ضرب মাসদার طَيْشًا মাদ্দাহ (ط - ى - ش) জিনসে اجوف يائى অর্থ- সে ঘুরে।

صَحْفَةٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে صِحَافٌ অর্থ- বড় পেয়ালা যাতে অনেকে একসাথে খেতে পারে। কুরআনে আছে- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَاَكْوَابٍ

اِسْتِقَاءً ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِقَاءً মাদ্দাহ (ق ـ ى ـ ى) জিনসে মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ- উগলিয়ে দিয়েছে।

তারকীব ঃ غُلَامًا - شبه فعل محذوف -এর সাথে মিলে فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে- تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ বাক্যটি جمله হয়ে كانت - فعل ناقص -এর خبر এবং مِمَّا يَلِيْكَ বাক্যটি -এর صفت আর كل -এর সাথে متعلق; مَاضِى بَطْنِهٖ এটা صله - موصول মিলে اِسْتِقَاءَ - فعل -এর مفعول به ;

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُنْتُ غُلَامًا الخ ঃ ওমর ইবনে আবী সালমা (রা.) ছিলেন হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.)-এর প্রথম ঘরের সন্তান। তাঁর সাবেক স্বামী আবু সালামার ইন্তেকালের পর হুযূর ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন মায়ের সাথে ওমর (রা.) ও নবী ﷺ -এর ঘরে লালিত-পালিত হন।

وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - 'তোমার সম্মুখে দিয়ে খাও' এ নির্দেশটি সম্মিলিত উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর তাও খানা যখন এক প্রকারের হয়, পক্ষান্তরে যদি বিভিন্ন রুচির খাবার হয় তাহলে পেয়ালার বিভিন্ন স্থান থেকে খাওয়াতে দোষ নেই। আর এখানে (اَمْر) নির্দেশসূচক বাক্যসমূহ দ্বারা মোস্তাহাব বুঝানো উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহ ও আল্লাহর নামের শত্রু। আল্লাহর নাম স্মরণকারীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বিসমিল্লাহহীন ব্যক্তির সাথে তার গভীর ভাব গড়ে উঠে। এ প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, যখন বিসমিল্লাহ ছাড়া খেয়েছে শয়তানও তার অংশীদার ছিল। আর যেখানে আল্লাহর নাম থাকে সেখানে শয়তানের স্থান নেই বিধায় আল্লাহর নাম নেওয়ার সাথে সাথে তার পেটের ভিতর থেকে পূর্বেকার বিসমিল্লাহীন খানা উগলে দিতে বাধ্য হয়। মানুষের চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হলেও নবুয়তী চক্ষে তা দেখা সম্ভব।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ পড়ে নেয়।

(١٤) (وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ ثَلٰثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ ، فَكَانَ أَبُوْ لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ زَمِيْلَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَا : نَحْنُ نَمْشِىْ عَنْكَ ، قَالَ : مَا أَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّىْ وَمَا أَنَا بِأَغْنٰى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا ـ (شَرْحُ السُّنَّةِ)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা প্রতি তিনজনে (পালাক্রমে) একটি উটে আরোহণ করতাম। হযরত আবূ লুবাবা ও হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (র.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আরোহী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাটার পালা আসতো, তখন তাঁরা বলতেন (আপনি সওয়ারির ওপরেই থাকুন) আপনার হাঁটার পালায় আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি বললেন, (প্রথমতঃ) তোমরা দু'জন আমার থেকে অধিক শক্তিশালী নও। আর (দ্বিতীয়ত) ছওয়াব হতেও আমি তোমাদের থেকে মুখাপেক্ষীতায় কম নই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

زَمِيْلٌ ঃ একবচন, বহুবচনে زُمَلَاءُ অর্থ– সফরসঙ্গী, উটের পৃষ্ঠে একজন সম ওজনের আরেকজন বসলে তাকে زَمِيْلٌ (যমীল) বলা হয়।
عُقْبَةٌ ঃ অর্থ– পালা, পালাক্রমে। বলা হয় تمت عقبتك – তোমার পালা শেষ হয়ে গেছে।

তারকীব ঃ زَمِيْلَىْ - كان -এর খবর। كَانَتْ إِذَا جَاءَتْ - كانت -এর اسم . ضمير قصه مستقر ، اذ جاءت তার খবর، نَحْنُ نَمْشِىْ - قَالَا -এর مقوله।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ আলোচিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ কতই বিনয়ী ও উম্মতের প্রতি সহনশীল ছিলেন।

وَمَا اَنَا بِاَغْنٰى الخ – বাক্যটি এ কথারই প্রমাণ যে, বান্দা আল্লাহর যত নৈকট্যতাই লাভ করুক না কেন তাঁর দরবার থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না।

(১৫) (وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ، قَالَ : لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : مَا النَّجَاةُ ، فَقَالَ : أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ (تِرْمِذِيٌّ و احْمَدُ) (১৬) (وعن عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّيْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ ، فَنَاوَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَعْلَةٍ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَاغَيْرَهُ أَوْ (قَالَ) نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِيْ إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَهُ يَصُبُّهُ عَلٰى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ . (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত উক্‌বাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আরজ করলাম– (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) মুক্তির উপায় কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে ছিলেন, হস্ত মুবারক জমিনে রাখলেন তখন একটা বিচ্ছু তাঁকে দংশন করেছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে জুতা দিয়ে ধরলেন এবং মেরে ফেললেন। যখন নামাজ শেষ করলেন তখন বললেন, বিচ্ছুর ওপর খোদার লা'নত সে নামাজিকেও ছাড়ে না অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অন্য বর্ণনায় আছে, সে নবীকেও ছাড়ে না অন্যকেও ছাড়ে না। অতঃপর লবণ ও পানি আনতে বললেন এবং তাকে একটি পাত্রে রাখলেন (সেখান থেকে) আঙ্গুলের ক্ষতস্থানে ঢালতে লাগলেন এবং হাত বুলাতে লাগলেন এবং مُعَوِّذَتَيْنِ – সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস পড়ে দম করতে লাগলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلنَّجَاةُ ঃ এটি مصدر বাব نصر মাদ্দাহ (ن - ج - و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– মুক্তি লাভ করা। কুরআনে আছে– نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

لِيَسَعْ ঃ বাব سمع মাসদার وَسْعَةً মাদ্দাহ (و - س - ع) জিনসে مثال واوى অর্থ– সেও প্রশস্ত হয় (পড়ে থাকে)।

لَدَغَتْ ঃ বাব فتح মাসদার لَدْغًا জিনসে صحيح অর্থ– সে দংশন করল।

عَقْرَبٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে عَقَارِبُ অর্থ– বিচ্ছু।

مِلْحٌ ঃ একবচন, বহুবচনে مِلَاحٌ অর্থ– লবণ। কুরআনে আছে– وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ ঃ দ্বি-বচন, বহছ اسم فاعل অর্থ– আশ্রয়দানকারী দু'টি সূরা– 'ফালাক্ব' ও 'নাস'।

তারকীব ঃ عَلَيْكَ - أَمْلِكْ -এর فاعل - مفعول اول এর- فعل - لِيَسَعْ - بَيْتَكَ - مفعول ثانى - لِسَانَكَ । يُصَلِّيْ - لَيْلَةً -এর ظرف مقدم .رَسُوْلُ اللّٰهِ .مبتدأ . ذَاتَ لَيْلَةٍ الخ خبر তার । جَعَلَ يَصُبُّهُ . فعل مقاربه এর খবর, ضمير مستتر তার ইস্‌ম। حَيْثُ لَدَغَتْهُ - يصبه -এর সাথে ظرف متعلق ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সাথে যতবেশি মেলামেশা হয়, ততবেশি কথাবার্তা হয়ে থাকে। আর কথা যত বেশি হবে, তন্মধ্যে মিথ্যা বা নিষ্প্রয়োজন আলোচনা অনুপ্রবেশ করে থাকে। একবার হযরত উক্‌বাহ (রা.) রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? জবাবে তিনি বললেন, কথাবার্তা বলতে সংযমী হও, কোনো প্রকারে মিথ্যা বা অন্যায় কথা মুখ থেকে যেন বের না হয় সেদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো। মানুষের সাথে বেশি বেশি কথা বলা পরিহার করো। সর্বদা ঘরে বসে থাকো তথা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখো এবং নীরবে বসে নিজের কৃত পাপের জন্য চোখের পানি ঝরাও।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজরত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদিকে মারলে নামাজের কোনো ক্ষতি হয় না।

(١٨) - (وعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا)، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى أُنَاسٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَاَتَيْتُ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَهَبْتُ أَطْعَنُهُ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : أَقَتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ : فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ - (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের নিকট প্রেরণ করলেন। তখন আমি (যুদ্ধ চলাকালীন) তাদের এক ব্যক্তির মুখোমুখি হলাম এবং তাকে বর্শা মারতে লাগলাম, তখন সে বলে উঠল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমি কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি তাকে বর্শা মেরে হত্যা করে ফেললাম এবং নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে তা অবহিত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করেছ অথচ সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দিয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো নিরাপত্তার জন্যই এমন বলেছে। হুযূর ﷺ বললেন, তাহলে তুমি কেন তার অন্তর চিড়ে দেখ নি? (যে, সে কি অন্তর থেকে ঈমান এনেছে নাকি শুধু জান বাঁচানোর জন্য।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَطْعَنَ ঃ বাব فتح মাসদার طَعْنًا জিনসে صحيح অর্থ– আমি বর্শা মারতে লাগলাম।

شَقَقْتَ ঃ বাব نصر মাসদার شَقًّا মাদ্দাহ (ش ـ ق ـ ق) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তুমি চিরেছ।

هَلَّا ঃ সমালোচক শব্দ। هل এবং لا -এর দ্বারা গঠিত।

তারকীব ঃ مِنْ جُهَيْنَةَ - أُنَاسٍ -এর صفت ، ذَهَبْتُ - اخذت -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ অত্র হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার বাহ্যিক কর্মের ওপর বিবেচনা করা হবে। তার অন্তরের অভ্যন্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। অন্তরের অবস্থা আল্লাহর সোপর্দ করবে। দ্বিতীয়ত ইজতেহাদগতঃ ভুল হলে তা ক্ষমারযোগ্য।

(١٩) . وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْلَظَ لَهٗ فَهَمَّ اَصْحَابُهٗ ، فَقَالَ : دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهٗ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ إِيَّاهُ قَالُوْا لَانَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهٖ ، قَالَ : اِشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً - (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার প্রাপ্ত ঋণের তাগাদা করল এবং তাতে কঠোরতা অবলম্বন করল। তখন তাঁর সাহাবীগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে করলে হুযূর ﷺ বলে উঠলেন তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের বলার অধিকার আছে এবং একটি উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, বাজারে তার উটের চেয়ে উৎকৃষ্ট উটই পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বললেন, সেটাই খরিদ করে তাকে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে কর্জ পরিশোধ করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَقَاضٰى ঃ বাব تفاعل মাসদার تَقَاضِيًا মাদ্দাহ (ق ـ ض ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে তাগাদা করেছে।

أَغْلَظَ ঃ বাব إفعال মাসদার إِغْلَاظًا মাদ্দাহ (غ ـ ل ـ ظ) জিনসে صحيح অর্থ– সে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। (القول) কঠোর কথাবার্তা বলা। কুরআনে আছে– غِلَاظٌ شِدَادٌ لَايَعْصُوْنَ اللّٰهَ

هَمَّ ঃ বাব نصر মাসদার هما মাদ্দাহ (ه ـ م ـ م) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ইচ্ছে করেছে।

তারকীব ঃ مَقَالًا - إِنَّ-এর اسم مؤخر ، لِصَاحِبِ الْحَقِّ - متعلق محذوف-এর সাথে মিলে ان-এর خبر مقدم ، إِلَّا اَفْضَلَ مِنْ - مستثنى مفرغ ، اَحْسَنُكُمْ - ان-এর خبر ، قَضَاءً - اَحْسَنُكُمْ-এর নিসবত থেকে تمييز পতিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاَغْلَظَ لَهٗ ঃ হতে পারে ঋণদাতা কাফির কিংবা কোনো নব মুসলিম হবে, কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর চরিত্র মাধুরীর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত রইল। আর এটাই একজন ব্যক্তির উত্তম চরিত্র হওয়া উচিত, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে মোকাবেলা করা।

(٢٠) (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) : أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ (رض) إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى؟ لَايُبْصِرُنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ - (اَبُوْ دَاوٗدَ ، تِرْمِذِيٌّ - اَحْمَدُ)

(٢١) (وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَتْ اِمْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِاِبْنِ اِحْدٰهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا : اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرٰى إِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلٰى دَاوٗدَ ،

অনুবাদ ঃ হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা তিনি ও বিবি মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় (বিখ্যাত অন্ধ সাহাবী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) তাঁর খেদমতে আসলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁদের উভয়জনকে বললেন, তোমরা আড়ালে চলে যাও। উম্মে সালামা বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দাউদ (আ.)-এর যুগে দু' মহিলা ছিল সাথে ছিল তাদের দু' ছেলে। হঠাৎ একদিন ব্যাঘ্র এসে তাদের এক ছেলেকে নিয়ে গেল। তখন একে অপরকে বলতে লাগল তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল (আমার ছেলেকে নয়)। অতঃপর তারা মীমাংসার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর দ্বারস্থ হলো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِحْتَجِبَا ঃ বাব إفتعال মাসদার اِحْتِجَابًا মাদ্দাহ (ح - ج - ب) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা আড়ালে চলে যাও।

أَفَعَمْيَاوَانِ ঃ همزه - استفهام -এর জন্য। এটি দ্বিবচন, একবচনে عُمْيًا অর্থ– দুই অন্ধ।

تَحَاكَمَتَا ঃ বাব تفاعل মাসদার تَحَاكُمًا মাদ্দাহ (ح - ك - م) অর্থ– মুকাদ্দমা নিয়ে গেল।

তারকীব ঃ لَايُبْصِرُنَا - اَعْمٰى-এর ضمير مستتر থেকে حال। عُمْيَاوَانِ - خبر مقدم - اَنْتُمَا - مبتدأ مؤخر।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম ও ইমামদের অভিমত হলো, পুরুষরা যেমন বেগানা নারী দেখা জায়েজ নেই, তদ্রূপ মহিলারাও বেগানা পুরুষকে দেখা না জায়েজ। কিন্তু কিছু সংখ্যক ইমাম বলেন, নারীদের ব্যাপারে নিষেধের বিধান ততো কঠিন নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং একদিন সুদানী বালকদের অস্ত্র খেলা প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে এ হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, হুযূর ﷺ বিবিদেরকে তাকওয়া ও পরহেজগারির দৃষ্টিতে আড়ালে যেতে বলেছেন, শরিয়তের পর্দা হিসাবে নয়।

فَقَضٰى بِهِ الْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ اِئْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَاتَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ اِبْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى - (بُخَارِىٌّ وَمُسْلِمٌ) (٢٢) (وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِرْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا - أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِىْ ، قَالَ : جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ - (تِرْمِذِىٌّ)

অনুবাদ ঃ তিনি বড় মহিলার পক্ষে রায় দেন। তারপর দাউদ (আ.)-এর পুত্র সুলায়মান (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হলে তাঁকে সব ঘটনা অবহিত করান। তখন তিনি বললেন, একটি ছুরি নাও ছেলেটিকে দু'ভাগ করে তোমাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দেব। (ইহা শুনে) ছোট মহিলাটি বলল, এমন করবেন না খোদার রহমত হোক আপনার ওপর। ছেলেটি তারই (তাকেই দিয়ে দিন)। (এটা শুনে) সুলায়মান (আ.) ছেলেটিকে ছোট মহিলার জন্যে সিদ্ধান্ত দিলেন। হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়ে হেঁটে পথ চলছেন. এমতাবস্থায় গাধার ওপর সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখীন হলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি উঠুন। (এ কথা বলে) লোকটি তার স্থান থেকে উঠে পিছনে বসল। তখন হুযূর ﷺ বললেন, আমি আগে বসব না। তুমিই (মালিক হিসাবে) আগে বসার উপযুক্ত। তবে যদি আমাকে (পরিস্কার শব্দে) মালিক বানিয়ে দাও (সে ভিত্তিতে) আমি বসতে পারি। লোকটি বলল, তা আপনার জন্যই করে দিলাম। অতঃপর হুযূর ﷺ অগ্রভাগে বসলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سِكِّيْنٌ ঃ একবচন, বহুবচনে سَكَاكِيْنُ অর্থ- ছুরি। কুরআনে আছে- وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا
تَأَخَّرَ ঃ বাব تفعل মাসদার تَأَخُّرًا মাদ্দাহ (أ ـ خ ـ ر) জিনসে مهموز فاء অর্থ- সে পিছনে সরে গেল।
صَدْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে صُدُوْرٌ অর্থ- বক্ষ, অগ্রভাগ।

তারকীব ঃ اِمْرَأَتَانِ - كَانَتْ - تامه এর- فاعل ، مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا - جمله اسميه - اِمْرَأَتَانِ এর- صفت । ، خبر
رَسُوْلُ اللّٰهِ - مبتدا ، يَمْشِىْ পূর্ণ جمله টি بَيْنَ এর- مضاف اليه ، رَجُلٌ - فاعل ، مَعَهُ حِمَارٌ - رجل এর- صفت

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى ঃ এখানে দাউদ (আ.) যে বড় মহিলার পক্ষে রায় দিলেন, হতে পারে এদিক খেয়াল করে যে, ছেলেটি তার হাতেই রয়েছে, কিংবা আকার-আকৃতিতে বড় মহিলার সাথে মিল রয়েছে। বিচারটি তিনি ওহির মাধ্যমে করেননি নিছক ইজতেহাদই ছিল। আর হযরত সুলাইমান (আ.) পরীক্ষামূলক মূল হকদার বাহির করার জন্যে ছুরি চেয়েছেন, হত্যা উদ্দেশ্য ছিল না।

تَأَخَّرَ الرَّجُلُ ঃ লোকটি রাসূল ﷺ-এর দিকে পিঠ করে বসাকে অশোভনীয় মনে করছে বিধায় পিছনে সরে বসল। অত্র হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, (১) ওলামা, পীর-মাশায়েখদের জন্য উত্তম অংশ ছেড়ে দেওয়া মোস্তাহাব। (২) অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত মালিকই উত্তম অংশের উপযুক্ত।

(٢٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ ، فَقَالَ : مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوْقَ (تِرْمِذِيٌّ وَابُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সওয়ারি চাইল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার সওয়ারির জন্য উষ্ট্রীর বাচ্চা দান করব। তখন লোকটি বলল, আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উট তো উষ্ট্রী-ই প্রসব করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِسْتَحْمَلَ ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِحْمَالًا মাদ্দাহ (ح ـ م ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– সে বাহন তলব করেছে।
نَاقَةً ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে نُوْقٌ অর্থ– উষ্ট্রী। কুরআনে আছে– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

তারকীব ঃ اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ হচ্ছে– ان -এর خبر আর اِلَّا النُّوْقَ হচ্ছে– مستثنى مفرغ অর্থাৎ لَاتَلِدُ الْاِبِلُ شَيْئًا اِلَّا النُّوْقَ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ কেউ কোনো কথা বললে সাথে সাথে সেটার ওপর ভাল-মন্দ মন্তব্য না করে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে রায় বা মন্তব্য করা উচিত। আলোচ্য হাদীসে এমন একটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে সওয়ারির জন্য একটি উট চাইলেন। তখন হুযূর ﷺ বললেন, "আচ্ছা আমি তোমাকে সওয়ারির জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রদান করব।" হুযূর ﷺ এ কথাটি একটু কৌতুকের ছলেই বলেছিলেন। কিন্তু লোকটি হুযূর ﷺ -এর কথার গভীরতার প্রতি চিন্তা না করে সাথে সাথে বলে উঠল, আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করব? কারণ প্রথমত তাতে আরোহণ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত উষ্ট্রীর বাচ্চা লালন-পালন করা খুবই কষ্টকর। যখন হুযূর ﷺ দেখলেন যে, লোকটি তাঁর কৌতুক বুঝতে পারেনি, তখন তিনি খুলে বললেন, আরে ভাই! যে কোনো উট হোক না কেন, সেটা তো কোনো না কোনো উষ্ট্রীর বাচ্চা। একদিকে কথাটি কৌতুক হলো, অপরদিকে তা সত্যই বটে।

(٢٤) (وَعَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ ، فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تُعَذِّرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْاِيَاسَ مِمَّا فِىْ أَيْدِى النَّاسِ - (اَحْمَدُ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন জীবনের শেষ বিদায়ের নামাজ মনে করে পড়বে এবং এমন কথা বলো না যাতে তোমাকে পরদিন (কিয়ামতের দিন) ওজরখাহী করতে হয়। আর মানুষের হস্তসমূহে যা (অর্থ-সম্পদ) আছে তা থেকে তোমার নৈরাশ্য সুদৃঢ় করে নাও।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عِظْنِىْ ঃ বাব ضرب মাসদার وَعْظًا ، عِظَةً মাদ্দাহ (و - ع - ظ) জিনসে مثال واوى অর্থ- আমাকে নসিহত করুন। কুরআনে আছে- فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ

أَوْجِزْ ঃ বাব إفعال মাসদার إِيْجَازًا মাদ্দাহ (و - ج - ز) জিনসে مثال واوى অর্থ- তুমি সংক্ষিপ্ত করো।

مُوَدِّعٍ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَوْدِيْعًا মাদ্দাহ (و - د ۔ ع) জিনসে مثال واوى অর্থ- (জীবন থেকে) বিদায়ী।

تُعَذِّرُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَعْذِيْرٌ মাদ্দাহ (ع - ذ - ر) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি ওজরখাহী করবে।

اَلْاِيَاسَ ঃ এটি مصدر বাব سمع মাদ্দাহ (أ - ى - س) জিনসে মুরাক্কাব مهموز فاء এবং اجوف يائى অর্থ- নৈরাশ হওয়া। কুরআনে আছে- قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْأٰخِرَةِ

তারকীব ঃ تُعَذِّرُ مِنْهُ غَدًا - جمله فعليه হয়ে كلام-এর صفت مِمَّا فِىْ يَدِىْ - اَلْاِيَاسَ - مصدر-এর সাথে متعلق।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ عِظْنِىْ وَ أَوْجِزْ - সংক্ষিপ্তকারে উপদেশ এজন্য চাওয়া হয়েছে যেন মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতে সহজ হয়।

فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ - "শেষ বিদায়ের মতো নামাজ পড়"। অর্থাৎ সকল প্রকার গায়রুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করে একাগ্রচিত্তে ও নিষ্ঠার সাথে নামাজ আদায় করো, কিংবা তার অর্থ হলো যে, এমন গুরুত্ব ও মহত্ব নিয়ে নামাজ পড়ো যেন তোমার জীবনের এটাই শেষ নামাজ।

وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تُعَذِّرُ مِنْهُ غَدًا অর্থাৎ খুব চিন্তা-ফিকির করে কথা বলো যেন সে কথাটি তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদ হয়ে না দাঁড়ায়, এবং তোমাকে লজ্জিত হতে না হয়। জনৈক বুজুর্গকে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে বললেন, বহু কথা বলেছি, লজ্জিতও হয়েছি, কিন্তু নীরবতা অবলম্বনে এ ধরনের অপমানের সম্মুখীন হয়নি। 'নৈরাশ্যকে সুদৃঢ় করে নাও' এর অর্থ হলো, নিজের কাছে যা তাতে সন্তুষ্ট থাকো, পরের ধনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রেখো না।

(٢٥) - (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ، ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَاتَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذِرِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : وَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَسَنَّهٗ عَلَيْهِ . (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন আসল এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ বলে উঠলেন, থাম! থাম!! এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তোমরা তাকে প্রস্রাব করা হতে বাধা দিও না, বরং তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল যে পর্যন্ত না সে প্রস্রাব করা শেষ করল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখো! এ সকল মসজিদে প্রস্রাব পায়খানা করা উপযুক্ত কাজ নয়। এটা শুধু আল্লাহর যিকির, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক এ বাক্য বলেছেন অথবা অনুরূপ বাক্য বলেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি উপস্থিত জনতার মধ্য হতে একজনকে আদেশ করলেন। সে এক বালতি পানি আনল এবং উহার ওপর ঢেলে দিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَبُوْلُ ঃ বাব نصر মাসদার بَوْلًا মাদ্দাহ (ب - و - ل) জিনসে اجوف واوى অর্থ– সে প্রস্রাব করছে।

أَعْرَابِيٌّ ঃ একবচন, বহুবচনে أعراب অর্থ– বেদুঈন, গ্রাম্য। কুরআনে আছে– قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا

مَهْ مَهْ ঃ এটি اسم فعل বা قِفْ বা اُكْفُفْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– থাম থাম।

لَاتُزْرِمُوْهُ ঃ বাব افعال মাসদার اِزْرَامًا মাদ্দাহ (ز - ر - م) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা তাকে বাধা দিও না।

سَنَّهٗ ঃ বাব نصر মাসদার سَنًّا মাদ্দাহ (س - ن - ن) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– ঢেলে দিল।

তারকীব ঃ حَتّٰى بَالَ - تركوا-এর সাথে متعلق, هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ - اِنَّ-এর اسم, لَاتَصْلُحُ খবর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের মহান আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন– একজন অজ্ঞ লোক ভুলবশত কিংবা অজ্ঞতার দরুন কোনো অন্যায় করে ফেললে তার জন্য কিরূপ নমনীয় ব্যবহার করতে হবে, তার বাস্তব প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে যে বলেছেন তাকে বাধা দিও না, তাঁর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তাতে পেশাবের ছিটা সম্পূর্ণ মসজিদে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে সে কষ্ট পাবে এবং তার ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। হাদীসে আছে– إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

(٢٦) (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَا مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِيْ إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ : اَخْرُجُوْا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا ، قُلْنَا : إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءَ يَنْشِفُ ، فَقَالَ : مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَايَزِيْدُهُ إِلَّا طِيْبًا. (نَسَائِيٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত তাল্‌ক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা গোত্রীয় দূত বা প্রতিনিধি রূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম, অতঃপর তাঁর কাছে বাইয়াত করলাম ও তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম। এর পর তাঁকে জানালাম, হুযূর! আমাদের অঞ্চলে আমাদের একটি গির্জা আছে (তাকে আমরা ভেঙ্গে ফেলব না কি করব?)। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট তাঁর অজু করা পানি তাবারোক স্বরূপ চাইলাম। সুতরাং তিনি পানি আনালেন এবং অজু করতে শুরু করলেন এবং কুলি করলেন আর ঐ পানি আমাদের জন্য একটি পাত্রে ভরে দিলেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। যখন তোমরা তোমাদের অঞ্চলে পৌছবে, তখন তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ স্থানটিতে এই পানিগুলো ছিটিয়ে দেবে, অতঃপর তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করবে। আমরা বললাম, হুযূর আমাদের জনপদ অঞ্চল অনেক দূরে এবং গরমও ভীষণ, পানি শুকিয়ে যাবে। তখন হুযূর ﷺ বললেন, আরো পানি তাতে মিশিয়ে বাড়িয়ে নেবে, উহাতে তার পবিত্রতা বরং বৃদ্ধি পাবে কমবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وَفْدًا ঃ বহুবচন, একবচনে وَافِدٌ অর্থ– প্রতিনিধি, দূত। কুরআনে আছে– يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

بَايَعْنَاهُ ঃ বাব مفاعله মাসদার مُبَايَعَةٌ মাদ্দাহ (ب – ى – ع) জিনসে اجوف يائى অর্থ– আমরা বাইয়াত গ্রহণ করলাম। কুরআনে আছে– إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

اِسْتَوْهَبْنَا ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِيْهَابًا মাদ্দাহ (و – ه – ب) জিনসে مثال واوى অর্থ– আমরা দান চাইলাম।

بِيْعَةٌ ঃ একবচন, বহুবচনে بِيَعٌ ، بِيْعَاتٌ অর্থ– গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয়।

مُدُّوْا ঃ বাব ضرب মাদ্দাহ (م – د – د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ঢেলে দাও।

اُنْضُحُوْا ঃ বাব نصر মাসদার نَضْحًا জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা ছিটিয়ে দাও।

তরকীব ঃ بِيْعَةً – اِنَّ-এর اسم مؤخر, اِلَّا طَيِّبًا হলো مستثنى مفرغ অর্থাৎ لا يزيد شيئا الا طيبا

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ 'বাইয়াত' অর্থ– ওয়াদা ও অঙ্গীকার করা। ইসলামি পরিভাষায় কোনো পুণ্যবান বুজুর্গ ব্যক্তির হাতে হাত রেখে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা এবং আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা।

গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করার বিধান ঃ আগন্তুক ব্যক্তি ইসলামের পূর্বে খ্রিস্টান ছিল, গির্জা ছিল তাদের ইবাদতখানা, তাই আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় হুযূর ﷺ মূল গির্জাকে ভেঙ্গে মসজিদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন, আসলে তা নয়; বরং গৃহের যে যে অংশ মসজিদের বিপরীত তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে'মেহরাব'। তাদের কেবলা ছিল 'বায়তুল মাকদাস' অথচ আমাদের কেবলা হলো বায়তুল্লাহ শরীফ।

(٢٧) (وعن جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسَاجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، قَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا، قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ . (مُسْلِمٌ)

(٢٨) (وعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: نَعَمْ، فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا الدَّيْنَ كَذَالِكَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ . (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। যে, একদা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিবাহিত হলেন, যখন তিনি নামাজ পড়ে তাঁর নামাজ হতে বসে আছেন। অতঃপর চাশতের পর নবী করীম ﷺ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তিনি তাঁর জায়নামাজে বসেছিলেন। তা দেখে হুযূর ﷺ বললেন, তুমি কি এখন পূর্বাবস্থানে বসে আছ? তিনি বললেন, জী হাঁ। হুযূর ﷺ বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর এমন চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করলাম, যদি সেগুলোকে তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছে তার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এ কালিমা সমূহের পাল্লাই ভারী হবে। কালিমা সমূহের অর্থ এই– আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সমসংখ্যক ও তাঁর সত্তার সন্তুষ্টি ও আরশের ওজন মোতাবেক এবং তাঁর কালিমার কালিসম পরিমাণ। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (রাসূল ﷺ-এর খুৎবার মাঝে দাঁড়িয়ে) বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আপনার কি অভিমত? যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় একজন ধৈর্যাধারণকারী, ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষী, আক্রমণে শত্রু সম্মুখে অগ্রগামী অবস্থায় আর রণাঙ্গন হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হয়ে নিহত হই, তখন আমার সমস্তগুনাহ গুলো কি মাফ হয়ে যাবে? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ, যখন সে পশ্চাদবরণ করল, তখন রাসূল ﷺ ডেকে বললেন, হাঁ, কিন্তু ঋণ ব্যতীত; এইমাত্র জিবরাঈল (আ.) আমাকে কথাটি এভাবে বলে গেলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بُكْرَةً ঃ অর্থ– সকাল। কুরআনে আছে– وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

لَوْ وُزِنَتْ ঃ বাব ضرب মাসদার زِنَةً، وَزْنًا মাদ্দাহ (و - ز - ن) জিনসে مثال واوى অর্থ– সে ওজনে ভারী হবে। কুরআনে আছে– وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُوْنَ

مِدَادَ ঃ অর্থ– কালি। কুরআনে আছে– قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ جُوَيْرِيَةَ الخ ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যিকির এবং ইবাদত ইত্যাদির মধ্যে (كَمِّيَتْ) পরিমাণ ইত্যাদি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, বরং (كَيْفِيَتْ) তথা গুণগত দিক দিয়ে যা শ্রেষ্ঠ হবে সেটাই অগ্রগণ্য হবে।

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رضـ الخ ঃ আল্লাহর পথে শহীদানের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথম ধৈর্যধারণকারী। দ্বিতীয় ছাওয়াব অন্বেষণকারী, তৃতীয় শর্ত হলো, শত্রুর সম্মুখে অগ্রগামী অর্থাৎ ভীত কম্পিত হয়ে পলায়নের উদ্দেশে পিছনে না হটা। তবে শত্রুকে ঘায়েল করার ও বেকায়দা ফেলার জন্য কৌশল রূপে পিছনে হটার অধিকার অবকাশ বিদ্যমান। বস্তুত উপরোক্ত তিনটি গুণাবলিসহ কোনো লোক শহীদ হলেই আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করার অঙ্গীকার করেছেন। إِلَّا الدَّيْنَ 'ঋণ ব্যতীত' অর্থাৎ মুসলমানদের ঐ সমস্ত হক ও অধিকার যা তার দয়িত্বে রয়েছে এগুলো মাফ হবে না।

(২৯) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ إِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوْصِنِيْ، قَالَ : أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهٖ، قُلْتُ زِدْنِيْ ، قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ، قُلْتُ زِدْنِيْ : قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ ، قُلْتُ زِدْنِيْ ، قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ ، قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ : قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا ، قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَاتَخَفْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ ٠ (بَيْهَقِيٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী কিংবা স্বয়ং হযরত আবূ যর (রা.) এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেন। তারপর হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর ভয়-ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার সকল ব্যাপারে সৌন্দর্য প্রদান করবে আমি বললাম, আরো উপদেশ দিন। তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকিরকে শক্তভাবে ধরো। কেননা এটা আসমানে তোমার স্মরণ ও জমিনে তোমার জন্য আলোর মাধ্যম হবে। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন! বললেন, তুমি সর্বক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করো। কারণ তা শয়তানকে দূরীভূতকারী হবে এবং তোমার দীনের জন্য সহযোগী হবে। আবেদন করলাম আর একটু বলুন! বললেন, অধিক হাসি থেকে বিরত থাকো কেননা এতে দিল মরে যায় এবং চেহারার নূর (লাবণ্যতা) চলে যায়। বললাম, আরো বলুন! বললেন, সত্য কথা বলে যাও যদিও তা তিক্ত লাগে। আমি বললাম, আরো বলুন! তিনি বললেন, আল্লাহর ব্যাপারে (সত্য প্রকাশে) তিরস্কারকারীর তিরস্কার (কর্ণপাত করে না) ভয় পাবে না। আবেদন করলাম, আর একটু বলুন! বললেন, তোমার ভিতর জানা দোষ যেন মানুষের দোষ অন্বেষণ থেকে তোমাকে বাধা প্রদান করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَوْصِنِيْ ঃ বাব افعال মাসদার إِيْصَاءٌ মাদ্দাহ (و - ص - ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– আমাকে উপদেশ দিন। কুরআনে আছে– وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

أَزْيَنُ ঃ এটি اسم تفضيل একবচন, বাব ضرب মাসদার زينة মাদ্দাহ (ز - ى - ن) জিনসে اجوف يائى অর্থ– অতি সৌন্দর্য।

مَطْرَدَةٌ ঃ مَفْعَلَةٌ-এর ওজনে অর্থ– তাড়িয়ে দেওয়ার কারণ। কুরআনে আছে– وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

لِيَحْجُزْ ঃ বাব ضرب نصر মাসদার حَجْزًا ، حَجَازَةً মাদ্দাহ (ح - ج - ز) জিনসে صحيح অর্থ– সে যেন প্রতিহত করে। কুরআনে আছে– فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ ঃ শয়তান হচ্ছে মানবজাতির চির শত্রু, সে কখনো মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে তারই প্রতিক্ষায় থাকে। তাই বেশি কথোপকথন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে সে যেন কোনো সুযোগ নিতে না পারে।

لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির দোষ চর্চা, দোষ অন্বেষণে না পড়ে নিজের দোষের দিকে লক্ষ্য করো, নিজেকে প্রথমে সংশোধন করার চেষ্টা করো।

(٣٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ . (مُسْلِمٌ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, গিবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বিদ্যমান থাকে আর সেই ত্রুটি সম্পর্কে আমি বললাম, তবুও কি গিবত বলা হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যে দোষ ত্রুটির কথা বললে তার মধ্যে সেই দোষ-ত্রুটি থাকলে তুমি গিবত করলে, আর যদি সে দোষ-ত্রুটি বর্তমানে না থাকে, তবে তুমি 'বুহতান' (মিথ্যারোপ) করলে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَهَتَّ ঃ বাব فتح মাসদার بُهْتَانًا মাদ্দাহ (ب - ه - ت) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ। কুরআনে আছে هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض ঃ গিবত তথা ব্যক্তির প্রকৃত দোষ সম্পর্কে অসাক্ষাতে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। হাদীসে গিবতকে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

এ ছাড়া কুরআনেও মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার সাথে এর তুলনা করা হয়েছে। তবে কারো সাক্ষাতে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষ বর্ণনায় পাপ নেই। অনুরূপভাবে জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ ও দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে কারো নিন্দা প্রকাশ করায় কোনো দোষ নেই। যেমন কোনো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করা বা আল্লাহদ্রোহীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা, যাতে দীনের হেফাজত হয়।

(৩১) (وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، قَالَ : أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ (بَيْهَقِيٌّ) (৩২) (وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ : مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا . (تِرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান জিবরাঈল (আ.)-কে আদেশ করেন যে, অমুক শহর বা জনপদটিকে সেটার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে প্রভু! ঐ জনপদে তোমার অমুক বান্দা রয়েছে যে এক মুহূর্তও তোমার নাফরমানী করেনি। রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ও শহরের সকল উপপদটি উল্টিয়ে দাও। কারণ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল পাপীদের পাপাচার দেখে আমার সন্তুষ্টির জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ সে পাপীদের পাপাচার দেখে খারাপ মনে করেনি। হযরত আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি (খালি) মাদুরে ঘুমিয়েছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহ মুবারকে চাটাইর দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসউদ (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুত, আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের ছায়ায় ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَمْ يَتَمَعَّرْ ঃ বাব تفعل মাসদার تَمَعُّرًا মাদ্দাহ (م - ع - ر) জিনসে صحيح অর্থ– তার চেহারা বিবর্ণ হয়নি।

حَصِيْرٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে حُصُرَةٌ، حُصُرٌ অর্থ– চাটাই, মাদুর।

قَدْ أَثَّرَ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَاْثِيْرًا মাদ্দাহ (أ - ث - ر) জিনসে مهموز فاء অর্থ– দাগ লেগে গেল।

اِسْتَظَلَّ ঃ বাব استفعال মাসদার اِسْتِظْلَالٌ মাদ্দাহ (ظ - ل - ل) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ছায়া গ্রহণ করল। (به) – ছায়া গ্রহণ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ جَابِرٍ رض الخ ঃ অন্যায় করা বা অন্যায়ের ওপর প্রতিবাদ না করে নীরব থাকা সমানভাবে অপরাধী। কেবলমাত্র সে ব্যক্তিই আজাব থেকে রেহাই পাবে, যে সাধ্য পরিমাণ প্রতিবাদ করেছে।

فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ-**এর ব্যাখ্যা ঃ** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, সে নিজে বড় ধার্মিক সেজেছে সত্য কিন্তু তার চোখের সামনে সমাজে অন্যায় ও পাপাচার হতে দেখে চেহারা বিবর্ণ হয়নি, বিরক্তির ছাপও ফুটে উঠেনি।

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض الخ ঃ অর্থাৎ স্বল্প সময়ের বিশ্রামাগার যে কোনো প্রকারের হলেই চলে, আয়েশ, আরামের ব্যবস্থা এবং আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।

(৩৩) . وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ، فَقَالَ أَمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ (قَالَ) لَمَسَّتْكَ النَّارُ. (مُسْلِمٌ) (٣٤) (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ : يَا غُلَامًا! اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . (أَحْمَدُ وَ تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, একদিন আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। এমন সময় আমার পিছন থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাবধান! হে আবূ মাসউদ! তুমি তোমার গোলামের ওপর যতটা ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তদপেক্ষা অধিক তোমার ওপর ক্ষমতাশীল। আমি পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম তিনি রাসূলুল্লাহ। তখন আমি বলে উঠলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি এটা না করতে তবে দোজখের আগুন তোমাকে জ্বালাতো অথবা বলেছেন– আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে (লক্ষ্য করে) বললেন, হে বৎস! তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) প্রতি যত্ন নাও, আল্লাহও তোমার প্রতি যত্নবান হবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন কোনো বস্তুর জন্যে তোমাকে চাইতেই হয়, তাহলে আল্লাহর কাছেই চাও। যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই চাহিবে। আর এ কথাটি ভালভাবে জেনে নাও যে, যদি সমগ্র সৃষ্টিকুল সম্মিলিতভাবে তোমার উপকার করতে চায় তাহলে এতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার পক্ষে লেখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমাকে কোনো প্রকার ক্ষতি সাধনের জন্যে ঐকমত্য হয় তখনও এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তিনি লেখে রেখেছেন। (ভাগ্য লিপিবদ্ধকারী) সকল কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজের কালি শুকিয়ে গেছে। (তাকদীরের সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়)।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَقْدَرُ ঃ বাব ضرب - نصر মাসদার قَدْرًا অর্থ– ক্ষমতাশালী। কুরআনে আছে– لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا

لَفَحَتْ ঃ বাব فتح মাসদার لَفْحًا লَفَحَانًا জিনসে صحيح অর্থ– জালিয়ে দেবে। কুরআনে আছে– تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

الصُّحُفُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে صَحِيفَةٌ অর্থ– পুস্তিকা, লিখিত কাগজ। কুরআনে আছে– صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الخ ঃ অধীনস্থ গোলাম বন্দীর প্রতি সদাচরণ করার প্রতি উৎসাহিত করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। নতুবা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য যে, গোলামকে মারলে তজ্জন্য তাকে আজাদ করা ওয়াজিব নয়। তবে কৃত অন্যায়ের কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ করে দেয়া মোস্তাহাব।

اِحْفَظِ اللّٰهَ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে তাঁর অনুগত বান্দা হতে পারলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত তার ওপর অবতীর্ণ হবে।

(٣٥) (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ، فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ حَرَّقْنَاهَا قَالَ : مَنْ حَرَّقَ هٰذِهٖ؟ فَقُلْنَا نَحْنُ، قَالَ : إِنَّهٗ لَايَنْبَغِىْ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গী ছিলাম। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ স্বীয় প্রয়োজনে কোথাও তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন আমরা দেখতে পেলাম একটি লাল পাখি সাথে তার দু'টি ছানা। আমরা তার বাচ্চা দু'টোকে ধরে ফেললাম। তখন লাল পাখিটি এসে ছটফট করতে লাগল। এমন সময় মহানবী ﷺ-ও তাশরীফ আনলেন এবং পাখিটির ছটফট দেখে বললেন, কে এর বাচ্চাকে ধরে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? তার ছানা দুটো তার কাছে ফিরিয়ে দাও। এবং (অন্যত্র) দেখতে পেলেন, পিপড়ার একটি বাসা যাকে আমরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলাম। বললেন, কারা তাতে অগ্নি সংযোগ করেছে? আমরা বললাম, আমরাই। রাসূল ﷺ বললেন, একমাত্র আগুনের মালিক (আল্লাহ)-এর জন্যেই শোভা পায় আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حُمَّرَةٌ ঃ এটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে حمر অর্থ– লাল পাখি।

فَرْخَانِ ঃ এটি দ্বিবচন, একবচনে فرخ বহুবচনে فروخ ,فراخ অর্থ– পাখির ছানা।

تُفَرِّشُ ঃ বাব تفعيل মাসদার تَفْرِيْشًا মাদ্দাহ (ف-ر-ش) জিনসে صحيح অর্থ– সে ছটফট করছে।

فَجَعَ ঃ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فتح মাসদার فَجْعًا জিনসে صحيح অর্থ– কষ্ট দেওয়া, ব্যথিত করা। فجع – সে কষ্ট দিয়েছে।

نَمْلٌ ঃ অর্থ– পিপীলিকা। কুরআনে আছে– يَآ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الخ ঃ অগ্নি দিয়ে শাস্তি প্রদান করা যেহেতু অনেক বড়, এ জন্য যে অতি মহান তিনিই তা দিয়ে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। আর তিনি হলেন বিশ্ব নিখিলের সৃজনকারী মহান আল্লাহ।

(٣٦) (وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ، فَقَالَ : كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ عَلٰى صَاحِبِهٖ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ أَوْ (قَالَ) الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ . (دَارِمِيٌّ) (٣٧) (وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا) قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يَكْذِبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ،

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মসজিদে সাহাবীদের দু'টি মজলিসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেন। (একটি দোয়ার এবং অপরটি ইলমের মজলিস ছিল।) এটা দেখে তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে। তবে একটি অপরটির অপেক্ষায় উত্তম। এই যে দলটি জিকির ও দোয়ায় ব্যস্ত, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি নিজেদের আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে দানও করতে পারেন। আর যদি ইচ্ছে করেন তাদেরকে বঞ্চিতও করতে পারেন। আর এই যে, অপর দলটি যারা ফিকহ্ বা ইল্ম (রাবীর সন্দেহে) শিক্ষা চর্চা করছে এবং অন্যান্য অজ্ঞদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, এরাই উত্তম। প্রকৃতপক্ষে আমিও একজন শিক্ষক রূপেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এই (শিক্ষারত) দলের মধ্যেই বসে পড়লেন। -(দারেমী)। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে?

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَمْلُوْكِيْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مَمْلُوْكٌ – جمع تكسير مَمَالِكُ অর্থ– গোলাম, ক্রীতদাস।
أَشْتِمُ ঃ বাব نصر ، ضرب মাসদার شَتْمًا জিনসে صحيح অর্থ– আমি গালি-গালাজ করি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الخ ঃ জিকির ও তা'লীম উভয় মজলিসই উত্তম বটে। তবে নবী করীম ﷺ তা'লীমের মজলিসটিকে অধিক উত্তম বলে স্বয়ং তাতে যোগদান করাটা কতই না উত্তম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে জিকির দ্বারা কেবল মাত্র আত্মার শুদ্ধি অর্জন হয়। কিন্তু ইল্ম দ্বারা আত্মাসহ গোটা দেহ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুদ্ধ হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জিকিরের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু ইলমের প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَاخَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوْكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَالَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلًالَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَجِدُ لِيْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارِقَتِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ ۔ (تِرْمِذِيٌّ)

অনুবাদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার মারপিট ও গালি-গালাজ ওজন করা হবে। যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের সমপরিমাণ হয় তাহলে ব্যাপারটা হবে সহজ-সরল, তোমার পক্ষেও হবে না আর বিপক্ষেও হবে না। আর তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি? "আমি কি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" তখন লোকটি আরজ করল, এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি তারা সকলেই মুক্ত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَفَافًا ঃ অর্থ– সরল-সহজ, সমান সমান।
تَنَحّٰى ঃ বাব تفعل মাসদার تَنَحِّيًا মাদ্দাহ (ح – ن – ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– সে সরে দাঁড়াল।
يَهْتِفُ ঃ বাব ضرب মাসদার هَتْفًا، هُتَافًا মাদ্দাহ (ه – ت – ف) জিনসে صَحِيْح অর্থ– সে চিৎকার করতে লাগল।
اَلْمَوَازِيْنَ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مِيْزَانٌ অর্থ– দাঁড়িপাল্লা।
اَلْقِسْطَ ঃ অর্থ– ন্যায়বিচার, ইনসাফ।
مِثْقَالَ ঃ একবচন, বহুবচনে مَثَاقِيْلُ অর্থ– পরিমাণ।
خَرْدَلٌ ঃ এটি جمع একবচনে خَرْدَلَةٌ অর্থ– সরিষা, শষ্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَوَازِيْنُ ঃ শব্দ مِيْزَانٌ-এর বহুবচন। অর্থ– ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এযে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। অন্য হাদীসে আছে– কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোর সংকুলান হয়ে যাবে।

(٣٨) (وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ إِلٰى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ، أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْأٰخَرُ أَنَا أَصُوْمُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْأٰخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ٠ (بُخَارِيٌّ)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে তিন ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ-এর বিবিদের নিকট আসলেন। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হলো। কিন্তু তারা যেন ইবাদতের এ পরিমাণকে খুবই কম ও নগণ্য মনে করলেন এবং তারা বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি কিভাবে? তাঁর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? যার আগে ও পরের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি কিন্তু সর্বদা সারা রাত্র নামাজ পড়ব, (কখনো ঘুমাব না)। আর একজন বললেন, আমি সর্বদা রোজা রাখব কখনো রোজা ছাড়ব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি সর্বদা স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব কখনো বিবাহ করবো না। এমন সময় নবী করীম ﷺ তাদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরাই নাকি সে লোক যারা এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চাইতে বেশি অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কোনো দিন রোজা রাখি আবার কোনো দিন বিরতিও দেই। রাত্রে নামাজ পড়ি আবার ঘুমিয়েও নেই। আর আমি বিবাহও করি (এবং স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমও করি) সুতরাং যারা আমার (সুন্নতের) জীবন-পদ্ধতি হতে বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلرَّهْطُ ঃ এটি শব্দগতভাবে واحد, কিন্তু অর্থগতভাবে جمع মানুষের এমন সম্প্রদায় যার মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার মানুষ থাকবে। বহুবচনে أَرْهُطٌ ، أَرْهَاطٌ আসে।

تَقَالُّوْا ঃ বাব تفاعل মাসদার تَقَالًّا মাদ্দাহ (ق – ل – ل) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা নগণ্য মনে করেছে।

أَعْتَزِلُ ঃ বাব افتعال মাসদার اِعْتِزَالًا মাদ্দাহ (ع – ز – ل) জিনসে صحيح অর্থ– আমি দূরে থাকি। কুরআনে আছে– فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ

তারকীব ঃ يَسْأَلُوْنَ – ثلثة رهط থেকে جمله حاليه । وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ الخ – النبى থেকে جمله حاليه

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ اَنَسٍ الخ ঃ কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পছন্দনীয় নয়। একদিকে অধিক করতে গেলে অন্য দিকের ত্রুটি হতে বাধ্য। ইবাদতে বাড়াবাড়ি করার ফলে, শরীরের হক, পরিবার-পরিজনের হক, সমাজের হক সবখানেই ত্রুটি দেখা দেবে। অবশেষে একদিন শরীরে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং ইবাদতে অবসাদ এসে পড়বে। অতএব মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষাও তেমন, অতএব তার দেওয়া জীবন-পদ্ধতিকেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে।

(٣٩) (وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ. فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا ، فَقَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِيْشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ٠ (أَبُوْ دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ)

৩৯. **অনুবাদ ঃ** হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষণ করল এবং অন্তর বিগলিত হলো। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় এটা বিদায়ী উপদেশ। আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, তোমাদিগকে আমি আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি। (ইমাম বা নেতার কথা) শুনতে এবং তার অনুগত করতে বলছি; যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখবে। তখন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং হিদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে। বরং তাকে দাঁত দ্বারা কামড়ে রাখবে। অতএব সাবধান! (তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নতের বাহিরে) নতুন কথা ও মতবাদ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কথাই বিদআত, এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

ذَرَفَتْ ঃ বাব ضرب মাসদার ذُرُوْفًا، ذَرِيْفًا، ذَرْفًا মাদ্দাহ (ذ - ر - ف) জিনসে صحيح অর্থ- অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে।

وَجِلَتْ ঃ বাব سمع মাসদার مُوْجَلًا، وَجَلًا মাদ্দাহ (و - ج - ل) জিনসে مثال واوى অর্থ- সে ভীত হলো, বিগলিত হলো।
কুরআনে আছে- وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

يَعِيْشُ ঃ يَبِيْعُ-এর ওজনে অর্থ- জীবিত থাকবে।

عَضُّوْا ঃ বাব سمع মাসদার عَضًّا মাদ্দাহ (ع - ض - ض) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা আঁকড়ে ধরো।
কুরআনে আছে- يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ

اَلنَّوَاجِذُ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে نَاجِذَةٌ অর্থ- দাঁত।

مُحْدَثَاتٌ ঃ এটি বহুবচন, একবচনে مُحْدَثَةٌ অর্থ- নবাবিষ্কৃত, নব কথা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الخ ঃ গোলাম ক্রীতদাস ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না। কারণ এখানেই সে অন্যের অধীনে। সুতরাং মানুষের খেদমত আঞ্জাম দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব হাবশী গোলাম ইমাম হলেও তার অনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়ার মানে হলো, ইমাম বা শাসকের তাবেদারি বা অনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা, যদিও সে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও না হয়।

(٤٠) ـ (وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ : يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ، قَالَ : لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا ٠ (بُخَارِيٌّ وَمُسْلِمٌ)

৪০. **অনুবাদ ঃ** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের ওপরে মহানবী ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের (উটের পিঠের গদী) শেষ কাষ্ঠ খণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যবধান ছিল না। অর্থাৎ আমি হুযূরের খুব সংলগ্ন ছিলাম। এ সময় তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুয়ায! তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে, আর আল্লাহর নিকটই বা তাঁর বান্দাদের কি অধিকার রয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই গোলামী ও দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দাদের এ হক যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, আল্লাহর তাকে শাস্তি প্রদান না করা। অতঃপর হযরত মুয়ায (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দেব না? উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, না এ সুসংবাদটি লোকদেরকে জানাইও না। কারণ, লোকেরা এটা জানতে পারলে (আমল বর্জন করে) তার ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رِدْفٌ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে رداف অর্থ– সওয়ারির পিছনে আরোহণকারী, অনুসরণ করা, প্রত্যেক বস্তুর শেষ। কুরআনে আছে– عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ

مُؤْخَرَةٌ ঃ এটি واحد مؤنث বহছ اسم مفعول মাসদার تَأْخِيْرًا মাদ্দাহ (أ – خ – ر) জিনসে مهموز فا অর্থ– বিলম্ব করা। مؤخرة – পিছন।

اَلرَّحْلُ ঃ এটি একবচন, বহুবচনে ارحل، رحال অর্থ– হাওদা, উট বা হাতির পিঠে বসার ঘর।

তারকীব ঃ رِدْفَ النَّبِيِّ - كُنْتُ - فعل ناقص-এর খবর , لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ـ كُنْتُ-এর ضمير متكلم থেকে حال।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ হলেন মানুষের 'রব ও খালেক' সুতরাং মানুষ হলো তাঁর গোলাম বা দাস, কাজেই প্রভুর দাসত্ব করা এক কথায় যার নুন খায় তার গুণকীর্তন করা এবং তার মধ্যে কাউকে অংশীদার না করা যুক্তিরও দাবি। আর এরূপ যে করবে আল্লাহরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে আজাব বা শাস্তি দেবেন না। এখানে আল্লাহর ওপরে হক্ব এর মানে হলো কৃত ওয়াদা পূরণ করা। প্রকৃতপক্ষে তিনি সে ওয়াদা রক্ষা করবেন। কিন্তু এটার অর্থ বাধ্যতামূলক কিছু নয়। যেমন– মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত আকিদা যে এটা আল্লাহর ওপর ওয়াজিব। আর عَلٰى عِبَادِهٖ-এর মোকাবেলায় عَلَى اللّٰهِ বলা হয়েছে। এটাকে বলা صَنَاعَتِ مُشَاكَلَتْ বলা হয়।

وَهٰذَا أٰخِرُ الْاَحَادِيْثِ مِنْ هٰذَا الْبَابِ وَبِتَمَامِهٖ تَمَّ الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ ٠ اٰمِيْن